اَلرِّقَّةُ وَالْبُكَاءُ

কোমল হৃদয়ের ক্রন্দন

মূলঃ ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া বাগদাদী (রাহ.)

অনুবাদঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ আবু বকর

ইবনে আবিদ দুন্ইয়া বাগদাদী রাহ. রচিত

اَلرِّقَّةُ وَالْبُكَاءُ

এর বঙ্গানুবাদ

কোমল হৃদয়ের

ক্রন্দন

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

01737 913 463

পেশ কালাম

আলহামদু লিল্লাহ! আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে মহাত্মন আল্লামা ইবনে আবিদ দুনইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'আর-রিক্কাতু ওয়াল বুকা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। গ্রন্থকার ইবনে আবিদ দুনইয়া তাবে তাবিঈনদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। এই গ্রন্থে মোট ৪২৩ টি বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। হৃদয়াকর্ষক 'ওলিদের কাঁদন-রোদনের' বাস্তব বর্ণনা সত্যিই আমাদের জন্য হিদায়াতের পাথেয়।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রস্তাবে গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তর করেন সুযোগ্য অনুবাদক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। টাইপ সেটিংসহ তাঁর কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন গবেষক শায়খ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী। আমি উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম যাজা দিন।

আশা করছি কিতাবখানা পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে এবং এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন। আগের যুগের তাপসদের হৃদয় আল্লাহর ভয় ও প্রেমে ডুবে থাকত। তাদের ক্রন্দনের ঘটনাবলী সত্যিই এ যুগের ইস্পাত-কঠিন মানব হৃদয়ের জন্য প্রস্তর-গলানো উপাদান। খানক্বার গবেষণা বিভাগ থেকে দ্বীনি কিতাবাদি প্রকাশের একটি মাত্র উদ্দেশ্য- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মুনাজাত করি, আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে একে আমাদের নাযাতের মাধ্যম বানিয়ে দেন।
আ-মীন।

ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক: খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।

অনুবাদকের কথা

মুসলমান আজ নিপীড়িত, নির্যাতিত। যেখানে মুসলমান সেখানেই যুলুম-ছিতম। কিভাবে আমরা মুক্তি পাব অত্যাচারের এই যাতাকল থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর খুজে পাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জীবন ও সিরাতের পরতে পরতে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে এসে যারা মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ও রোনাযারির আদেশ দিতেন। এই উপদেশের উপর আমল করে, চোখের পানি ফেলে, তারা সফল হয়েছিলেন। তারা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখিন হতেন, শুরু করতেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি। ফলে আল্লাহর সাহায্য পেয়েছেন জীবনের পদে পদে। খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু একদিকে শাসন চালাতেন অন্যদিকে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন ছোট্ট শিশুটির মত। অশ্রু এবং শ্মশ্রু মিলে একাকার হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরাম বদর, উহুদ ও খন্দকের ময়দানে তাগুতি শক্তিকে পরাস্ত করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। কী ছিল তাদের শক্তি? তাদের প্রধান শক্তিই ছিল, চোখের পানি।

আজও যদি মুসলমানরা রবের করুণার দুয়ারে ভিক্ষুকের মত ফরিয়াদ করে, অবশ্যই তারা আবার ফিরে পাবে অতীতের সেই শান ও শওকত, শক্তি ও সম্মান।

আর-রিক্কাতু ওয়াল বুকা আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ আবু বকর ইবনে আবিদ দুনইয়া বাগদাদী রচিত এক কালজয়ী গ্রন্থ। উম্মাহর জন্য এটি এক অনন্য উপহার। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তর করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী দ্বীনের একনিষ্ঠ দা'য়ী। তাঁর সার্বিক সহযোগিতায় অনুবাদের মত এক কঠিন কাজ বেশ সহজে পূর্ণতায় পৌঁছে। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পরিচালক শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেবের নিষ্ঠাপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং যারা আ-মীন বলবেন তাদেরও।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

২৮.০৮.২০১২

01675 541 551, mahmudsyed002@yahoo.com

বিষয়সূচি

গ্রন্থকার পরিচিতি

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ আবু বকর ইবনে আবিদ্দুনিয়া প্রসিদ্ধ লেখক, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক। ইবনে আবিদ্দুনিয়ার প্রতিটি কর্ম বেশ চমকপ্রদ। রচনার বিষয় শিল্পে তিনি অনন্য। এমন বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন সমকালীন লেখকদের কাছে যা মনে হত একদম গৌণ। তাই ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ও তাঁর গবেষণায় বিশালত্ব লাভ করেছে। শিক্ষকতা ও গবেষণা করে জীবন কাটিয়েছেন। ছিলেন বাগ্মী ও সুবক্তা। ইচ্ছে করলে কাউকে হাসাতে পারতেন, কাঁদাতেও পারতেন। যুগের মাশায়েখদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। মুহাদ্দিস আবু হাতীমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে হাদীসের সঠিক ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক।

রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলোঃ *আলউকুবাত* [দণ্ডবিধি], *আলজু'* [ক্ষুধা], *আস্‌সবর ও সাওয়াবুহু* [ধৈর্য ও এর বিনিময়], *আল-আমর বিল মারুফ* [সৎ কাজের আদেশ] *মুহতাযারিন* [মৃত্যুপথযাত্রী] *মাকারিমুল আখলাক* [উত্তম আদর্শ], *মুদারাতুন্নাস* [মানুষের সাথে উদার আচরণ], *কাসরুল আম্‌ল* [আকাঙ্ক্ষা হ্রাসকরণ), *সিফাতুন্নার* [দোযখের বর্ণনা], *মান আ-শা বা'দাল মাউত* [মরণের পরও যারা জীবিত] ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ২০৮ হিজরীতে। জুমাদাল উলা ২৮১ হিজরী মুতাবিক ৮৯৪ ঈসায়ীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন ও এর বিনিময়

১.

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ◉ عَنِ النَّبِيِّ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِىْ الضَّرْعِ ◉ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِىْ مَنْخَرَىْ عَبْدٍ أَبَدًا

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেমনি ওলান থেকে নির্গত দুধ পুনরায় ওলানে প্রবেশ করানো যায় না। আল্লাহর পথের ধূলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দার নাসারন্ধ্রে একত্র হতে পারে না।

২.

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ◉ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ◉ ثُمَّ تُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ ◉ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর ভয়ে কারো চোখ দিয়ে যদি পানি বের হয়, যদিও তা মাছির মাথা পরিমাণ হয়, আল্লাহ তার জন্য আগুন হারাম করে দেবেন।

৩. আবু রায়হান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَا تَرٰى النَّارَ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ◉ وَلَا عَيْنٌ سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায় এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারায় জেগে থাকে, কখনো সে দু'চোখ জাহান্নাম দেখবে না।

৪. জায়েদ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন:

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ◉ بِمَ أَتَّقِيْ النَّارَ ◉ قَالَ : بِدُمُوْعِ عَيْنَيْكَ ◉ فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ أَبَدًا

আল্লাহর রাসূল! কিসের মাধ্যমে আমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারি? রাসূল জবাব দিলেন, চোখের পানি দ্বারা! কারণ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে চোখ কখনো আগুনের স্পর্শ পাবে না।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ◉ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ أَبَدًا

যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে চোখ কখনো আগুনের স্পর্শ পাবে না।

৬. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ◉ وَقَطْرَةِ دُمُوْعٍ قَطَرَتْ مِنَ عَيْنِ رَجُلٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্ত-কণা এবং গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির অশ্রু-কণার চেয়ে অন্য কোন 'ফোটা' আল্লাহর কাছে এতো প্রিয় নয়।

৭. আবুল-জিলদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি দাউদ আলাইহিস্-সালামের মুনাজাত পাঠ করেছি। তিনি প্রার্থনা করেছেন, হে রব! কী তার প্রতিদান যে তোমার ভয়ে কেঁদে কপোল ভাসায়? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিয়েছেন, বিনিময় হলো, আমি তার জন্য অগ্নিশিখা হারাম করে দেবো। আতঙ্কের দিনে তাকে আমি আতঙ্কমুক্ত রাখবো।

৮. হযরত জিয়াদ আম্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইয্যতের শপথ! যে বান্দা আমার ভয়ে কাঁদবে তাকে আমি শাস্তি থেকে মুক্তি দেবো। আমার ইয্যতের শপথ! যে বান্দা আমার ভয়ে কাঁদবে আমার কুদ্দুসিয়াতের নূর এই ক্রন্দনকে নূরের হাসিতে পরিবর্তন করে দিবে।

৯. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দু'চোখ যখন কাঁদতে থাকে হৃদয় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহ তার চতুর্পাশের সবাইকে করুণা করেন, যদিও তাদের সংখ্যা বিশ হাজার হয়।

১০. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে আছে, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দকারীর অশ্রু-কণা মাটিতে গড়িয়ে পড়ার আগেই

জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। যখন সে কোন মজলিসে ক্রন্দন করে এর দ্বারা উপস্থিত সকলের ওপর করুণা বর্ষণ হতে থাকে।

১১. ফারকাদ আস-সাবাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে আছে, সব আমলের ওজন করা হবে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে বান্দার চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরে, তার কোন ওজন করা হবে না। আগুনের সমুদ্র চোখের পানিই নিভিয়ে দেবে।

১২. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন হলো 'নেকীর স্তুপ'। ওজন করে এর কোন বিনিময় দেওয়া হবে না। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ও আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচল ব্যক্তি বেহিসাব বিনিময় পাবে।

১৩. হযরত শাহর ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন মানুষ যখন মজলিসে বসে কাঁদে তাঁর সে ক্রন্দনের দ্বারা মজলিসের সবাইকে করুণা করা হয়।

১৪. নযর ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে আগুনের ওপর হারাম করে দেন। অশ্রু যদি তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার চেহারা (রোজ হাশরে) মলিন হবে না। গোত্রের একজনও যদি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, আল্লাহ তা'আলা ঐ গোত্রের সকলকে দোজখের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন। একমাত্র অশ্রু ব্যতীত সকল আমলই ওজন করা হবে এক্ষং অশ্রুই নিভিয়ে দেবে আগুনের সমুদ্রকে।

১৫. খালিদ ইবনে মা'দান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, চোখের পানি আগুনের সমুদ্র নিভিয়ে দেবে। যে রোদনকারীর কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তার চোখ কখনো দোজখের আগুন অবলোকন করবে না। বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব ছড়িয়ে

পড়ে। ঊর্ধ্বজগতে তার নাম ও তার বাবার নাম লিখে রাখা হয়। জিকরুল্লাহর নূরে আলোকিত হয়ে ওঠে তার হৃদয়।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা হাসান বসরীর মজলিসে ছিলাম। তিনি ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ মজলিসের কোণ থেকে একব্যক্তি কেঁদে ওঠলেন। হাসান বললেন, কাঁদো! বেশি করে কাঁদো! আমাদের কাছে এই হাদিস পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে কিয়ামতের দিন সে দয়া ও করুণা লাভ করবে।

১৭. জাফর ইবনে সুলায়মান বলেন, মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ হাওশাব কেঁদে ওঠেন। মালিক তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেন, আবু বশর! কাঁদো। হাদিসে আছে, ভৃত্য যখন কাঁদতেই থাকে, মনিব শেষ পর্যন্ত তাকে দয়া করেন। এবং আগুন থেকে মুক্তি দেন।

১৮. হযরত ফারকাদ সাবাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একটি গ্রন্থে পড়েছি, আল্লাহর ভয়ে যারা কাঁদে তাদেরকে তুমি বলো, তোমাদের জন্য সুসংবাদ! আল্লাহর করুণা যখন বর্ষণ হতে থাকে, তখন এই বর্ষণের সূচনা হয় তোমাদের উপর দিয়েই।

১৯. হযরত আবু মায়মুন বাররাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন? তিনি বললেন, আল্লাহর স্মরণে যিকর করে করে জিহ্বা এবং আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের পাতা সিক্ত রাখো।

২০. হযরত কা'ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, গুনাহর ভয়ে যে কাঁদে, তাকে ক্ষমা করা হয়। এবং যে অতিশয় আগ্রহে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কাঁদে, আল্লাহ তাকে নিজ দর্শনের সুযোগ করে দেন; যখনই সে ইচ্ছা করে, আল্লাহর দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে।

২১. হযরত যাদান আবু উমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের কাছে এই হাদিস পৌঁছেছে, আগুনের ভয়ে ক্রন্দনকারীকে আল্লাহ আগুন থেকে মুক্তি দেন। আর জান্নাত লাভের আগ্রহের অতিশয্যে ক্রন্দনকারীকে আল্লাহ জান্নাত দান করেন।

২২. ইয়াজিদ ইবনে আবান রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি কোন পাপ-কর্ম সম্পাদন করার পর লজ্জিত হয়ে ক্রন্দন করে, পাপ-পূণ্য লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ সে পাপটি ভুলে যান। আল্লাহর ভয়ে যার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন।

২৩. হযরত আতিয়াহ্ আওফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে আছে, কৃত পাপ স্মরণ করে যখন কেউ কাঁদে, তখন তার পাপ মুছে ফেলে তার বদলে একটি নেকি লিখে দেওয়া হয়।

২৪. হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পাপের স্মরণে ক্রন্দন পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেভাবে বাতাস শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

২৫. হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ভাইয়েরা! আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কি কাঁদবে না? জেনে রেখো, যে ব্যক্তি মাওলাকে পাওয়ার জন্য কাঁদবে, মাওলার দিদার থেকে সে বঞ্চিত হবে না। ভাইয়েরা! তোমরা কি দোযখের ভয়ে কাঁদবে না? জেনে রেখো, দোযখের ভয়ে ক্রন্দনকারীকে আল্লাহ মুক্তি দেবেন। বন্ধু! কিয়ামতের দিনের পিপাসার ভয়ে কি কাঁদবে না? জেনে রেখো, যে ব্যক্তি এই ভয়ে কাঁদবে সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যে তাকেই পিপাসামুক্ত রাখা হবে। এরপরও কি তোমরা কাঁদবে না? উপস্থিত সবাই বলল, অবশ্যই! তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে চোখের শীতল অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদতে থাকো। তাহলে জান্নাতে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেক বান্দাদের সাথে তোমাদেরও পিপাসা নিবারণ করা হবে। তারাই হলেন উত্তম বন্ধু! এটুকু বলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

২৬. হযরত রুশদ ইবনে সা'আদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন, আমি একটি কিতাবে পেয়েছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলো, তারা যেনো আমার ভয়ে ক্রন্দনকারী লোকদের সাথে ওঠাবসা করে। আমি যখন এই ক্রন্দনকারীদের করুণা করবো, তখন তারাও রহমত লাভে ধন্য হবে।

২৭. হযরত হারুন ইবনে রিআব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে আছে, ক্রন্দনের বোঝা প্রচন্ড ভারী, একটি পাল্লায় যদি এর ওজন করা হয়, তবে তা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়ের সমপরিমাণ ওজনবিশিষ্ট হয়ে যাবে কিংবা ঝুঁকে পড়বে। অশ্রু যখন কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, আগুনের সমুদ্র নিভে যায়। আল্লাহর কোন নিষ্ঠাবান বান্দা যখন মজলিসে কাঁদে, তার ক্রন্দনের বরকতে উপস্থিত সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

২৮. হযরত উমর ইবনে যার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি যখনই কোন ক্রন্দনকারীকে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে, তার উপর কেবল রহমতই বর্ষণ হচ্ছে।

২৯. হযরত আবু মা'মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবু হাজিমের মজলিসে আউন ইবনে আবদুল্লাহকে দেখেছি। তিনি কাঁদছেন এবং অশ্রু মুছছেন আর বলছেন, আমার কাছে এই হাদিসখানা পৌঁছেছে, যে অঙ্গের উপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে যাবে, তাতে আগুনের ছোঁয়া লাগবে না।

৩০. হযরত ইয়াজিদ রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের কাছে এই হাদিস পৌঁছেছে, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী যখন কোন স্থানে বসে ক্রন্দন করে, স্থানটি তখন কেঁপে ওঠে। যতক্ষণ সে কাঁদতে থাকে, রাহমাতে ইলাহী ঐ স্থান বেষ্টন করে রাখে।

৩১. হযরত আবুল জুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, হে আবুল জুদী! আল্লাহর স্মরণে তোমার কপোল বেয়ে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাকে তুমি গণিমত মনে করো।

৩২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জনৈক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে বললেন, আমাদের নিকট এই হাদিসটি পৌঁছেছে, ক্রন্দনকারীকে দয়া করা হয়। তাই যে ব্যক্তির ক্রন্দনের ক্ষমতা রাখে, সে যেনো ক্রন্দন করতেই থাকে।

৩৩. হযরত আবু হাজিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের কাছে এই হাদিসটি পৌঁছেছে, আল্লাহর ভয়ের ক্রন্দন হলো তার করুণা পাবার মাধ্যম।

৩৪. হযরত মিফযাল ইবনে মুহালহাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের কাছে একটি হাদিস এ মর্মে পৌঁছেছে, বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়। এবং রোনাযারির মাধ্যমে সে সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়। এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, এটা কিসের নূর? জবাব আসে, এ হলো ক্রন্দনের নূর, যা তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে।

৩৫. হযরত ইবনে যার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার নিকট এ হাদিসখানা পৌঁছেছে, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর অশ্রুর প্রতিটি ফোটার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে নূরের পাহাড় তৈরি করে দেন। তার মধ্যে নেক আমল করার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং আগুনের সমুদ্র নিভিয়ে দেন।

৩৬. হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দন হলো তাওবাহর একটি চাবি। তুমি কি দেখো না, ক্রন্দনকারীর দিল নরম হয়ে যায় এরপর সে অনুতপ্ত হয়ে পড়ে?

৩৭. হযরত হামযা আ'মা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার আম্মা হাসান বসরীর নিকট যেয়ে বললেন, 'আবু সাঈদ! এ হলো আমার পুত্র। আমি চাই সে যেনো আপনার সান্নিধ্যে থাকে। আপনার দ্বারা আল্লাহ যেন তাকে কল্যাণ দান করেন।' এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে সর্বদা আসা-যাওয়া করতে থাকি। একদিন বললেন, 'বৎস! সব সময় আখিরাতের কল্যাণ লাভের

চিন্তা করো। অবশ্যই তুমি কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাঁদবে। প্রতিপালক তোমার দিকে দৃষ্টি দেবেন। অশ্রুর উপর করুণা বর্ষণ করবেন। তাতে তুমি সফল হবে।' যখনই আমি তাঁর বাড়ি যেতাম, কাঁদতে দেখতাম, মানুষের সাথে গেলেও দেখতাম তিনি কাঁদছেন। কোন সময় দেখতাম নামায পড়ছেন আর আমার কানে তাঁর ক্রন্দনের আওয়াজ আসছে। একদিন বললাম, আবু সাঈদ! আপনি খুব বেশী কাঁদেন! একথা শ্রবণ করে আরো কাঁদলেন। অত:পর বলেন বৎস! মুমিন যদি না কাঁদে, তাহলে সে আর কী করবে? ক্রন্দন তো রহমতের পথে আহ্বান করে। যদি জীবনে কাঁদার ক্ষমতা রাখো, কাঁদতেই থাকো। হয়তো এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর করুণা বর্ষণ করতে পারেন আর তখন তো আগুন থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

৩৮. হযরত ইসমাঈল ইবনে জাকওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াস ইবনে মুয়াওয়িয়া এবং তার বাবা মসজিদে গেলেন। সেখানে একজন বক্তা ওয়াজ করছিলেন। তখন ইয়াস ও তার বাবা ছাড়া উপস্থিত সকলেই কাঁদলেন। লোকজন চলে যাওয়ার পর মুয়াওয়িয়া ছেলেকে বললেন, এই মজলিসে আমরাই সর্বাপেক্ষা অধম। ইয়াস বললেন, এটাতো হৃদয়ের নম্রতা ও কোমলতার পরিচয়। এর দ্বারা চোখের পানি যেভাবে গড়িয়ে পড়ে, তদ্রুপ ফিতনারও আশঙ্কা থাকে। বাবা বললেন, বৎস! জানি না তুমি কি বলতে চাচ্ছো, কিন্তু এসব লোক তো কোমলতা ও রহমত লাভের আশায় এগিয়ে গেছে।

৩৯. হযরত আবু কা'ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মুয়াওয়িয়া ইবনে কুররার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন মসজিদের কোণ্ থেকে একব্যক্তি কেঁদে উঠেন। মুয়াওয়িয়া তার দিকে চেয়ে বলেন, তুমি যে কাঁদছো আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে বিরাট রাজ্য দান করেছেন। একথা বলার পর গোটা বৈঠকে ক্রন্দনের রুল পড়ে যায়।

৪০. হযরত ফারকাদ সাবাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একটি গ্রন্থের মধ্যে পড়েছি, বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তার পাপ মিটে যায়। সে যেন নবজাত নিস্পাপ শিশু। বান্দা যদি পাহাড়সম গুনাহ করেও কাঁদতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন করে দেবে। জান্নাত লাভের জন্য যে ব্যক্তি ক্রন্দন করে, জান্নাত নিজেই আল্লাহর দরবারে তার জন্য সুপারিশ করবে। সে বলবে, প্রতিপালক! তুমি তাকে আমার মধ্যে পাঠিয়ে দাও। আগুন তার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। সে বলবে, প্রতিপালক! সে আপনার নিকট আমার কাছ থেকে মুক্তি কামনা করছে, আমার ভয়ে কাঁদছে, তাকে মুক্ত রাখো।

৪১. হযরত ফারকাদ সাবাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদতে কাঁদতে দূর্বল হয়ে গেলেন। কাঁদার কারণ জানতে চাইলে জবাব দেন, জেনেছি, আল্লাহর ভয়ে যে খুব কাঁদে, কিয়ামতের দিন আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। একথা বলে তিনি আরো কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সকল সঙ্গীও কেঁদে উঠেন।

৪২. হযরত আবু ইমরান জুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রত্যেক আমলের ওজন করা হবে, কেবল চোখের পানি ছাড়া। আগুনের সমুদ্র নিভিয়ে দিবে এই চোখের পানিই।

৪৩. হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, আল্লাহ! খুব বেশী ক্রন্দনশীল দু'টি চোখ আমাকে দান করুন। কেঁদে কেঁদে যেনো কপোল বেয়ে অশ্রু পড়তে থাকে। চোখের পানি রক্তে পরিণত হওয়ার আগে আর দন্তগুলো অঙ্গার হওয়ার পূর্বে আমি যেন আপনার ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে যাই।

কান্নার জন্য প্রার্থনা

৪৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِبْكُوْا ۞ فَإِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا ۞ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ حَتّٰى تَصِيْرَ فِيْ وُجُوْهِهِمِ الْجَدَاوِلُ ۞ فَتَنْفَدُ الدُّمُوْعُ ۞ فَتَقْرَحُ الْعُيُوْنُ ۞ حَتّٰى لَوْ أَنَّ السُّفُنَ أُرْخِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ

লোকজন! কাঁদো। না পারলে কাঁদার ভান করো। কারণ, জাহান্নামীরা কাঁদতেই থাকবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখ দিয়ে নদী বয়ে যাবে। অশ্রু শেষ হয়ে গেলে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরবে। এই আহাজারির অশ্রু-রক্তের মিশ্র নদীতে নৌকোও ভেসে চলতে পারবে।

৪৫. হযরত ইসহাক হাজরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সালেহ মুররীকে বলতে শোনেছি, কাঁদার অনেক কারণ আছে: পাপের চিন্তা করে কাঁদা, এতে যদি হৃদয়ে সাড়া জাগে তাহলে তো ভালো। নতুবা আতঙ্কজনক অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এতে যদি দিলের মধ্যে সাড়া মিলে তাহলে ভালো। আর তাতেও যদি ক্রন্দন হয় না তাহলে চিন্তা করবে, আগুনের সিঁড়িতে তুমি গড়াগড়ি করছ। একথা বলে তিনি চিৎকার দিলেন, বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। অবস্থা দেখে মজলিসের সমস্ত লোক চিৎকার দিয়ে উঠলো।

৪৬. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَجُلًا ۞ شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِه ۞ فَقَالَ : إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَّلِيْنَ قَلْبُكَ فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ ۞ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার হৃদয়ের কঠোরতার কথা তুলে ধরল। রাসূল জবাব দিলেন, যদি হৃদয়ে কোমলতা চাও, তবে এতিমের মাথায় হাত বুলাও। নিস্বকে আহার করাও।

৪৭. হযরত মু'লি ইবনে জিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে বললো, আবু সাঈদ! আপনার কাছে আমার হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ করছি। তিনি বললেন, হৃদয়কে জিকিরের নিকটবর্তী করো।

৪৮. হযরত আবু আবদুর রাহমান মাগাজিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শাম দেশের একজন মানুষ সেই সমুদ্র তীরে বাস করতেন। তিনি বলতেন, ইবাদাতগুজার মানুষ যদি কাঁদতো, তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত ও চর্বি গড়িয়ে পড়তো। শরীর শূন্য হয়ে যেতো। তাদের হৃদয় সেদিনের ভয় নিয়ে ঘোরপাক করতো, যেদিন গর্ভবতী মহিলা গর্ভের কথা ভুলে যাবে।

৪৯. হযরত উসমান ইবনে আতা খুরাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওয়ায়েস কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কামারের দোকানে আসতেন। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে কামাররা তাদের ব্যাগ দিয়ে যখন বাতাস দিত, তিনি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অবলোকন করতেন আর শব্দ শোনতেন। তারপর চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে কাছে এসে বলতো, সে এক পাগল! কোন সময় তিনি কুফা শহরের একটি পুরাতন স্তুপে বসে ক্রন্দন করতেন। সূর্যোদয়ের পর সেখান থেকে নেমে আসতেন। শিশুরা তার পেছনে ছুটতো। তিনি দৌড়ে মসজিদে চলে যেতেন।

৫০. হযরত বখতরী ইবনে ইয়াজিদ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জনৈক আবিদ কামারের চামড়ার ব্যাগের দৃশ্য অবলোকন করতেন আর কাঁদতেন। হঠাৎ একদিন তিনি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫১. হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে বাজারে যাই। আতরের দোকানের পাশ দিয়ে গেলাম, তখন সুঘ্রাণ পাই। তিনি কাঁদতে লাগলেন। মনে হলো কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। তখন বলেন, আল্লাহর শপথ! সমগ্র সৃষ্টির ঠিকানা হয় জান্নাতে হবে, না হয় জাহান্নামে। তৃতীয় কোন ঠিকানা নেই।

তখন আবার কাঁদতে থাকেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন।

৫২. হযরত আবুল হাইসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর আসআস গোত্রের পাশ দিয়ে গেলাম। তারা গালিচার উপর বসে আছে। পরনে রঙ বেরংয়ের রেশমী বস্ত্র। সাঈদ তাদেরকে সালাম দিলেন। তারা তাঁকে স্বাগত জানালো, সালাম জানিয়ে বসতে বললো। এদের কাছ থেকে সরে আসার পর খুব কাঁদলেন। জিজ্ঞেস করি, হযরত! কোন্ কারণে এত বেশী কাঁদছেন? জবাব দিলেন, এই লোকগুলোকে দেখার পর জান্নাত ও এর আরাম-আয়েশের কথা স্মরণ হয়ে যায়।

৫৩. হযরত শুয়াইব ইবনে সাফওয়ানের এক ভাই বর্ণনা করেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন খাদিম বলেন, এক রাতে উমর কেঁদে কেঁদে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। এতে আমারও ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তাঁর কাছে রাত্রিযাপন করতাম। অধিকাংশ সময়ই তাঁর ক্রন্দনে জেগে ওঠতাম। কিন্তু এ রাত তিনি বেশী কাঁদলেন। সকালে আমাকে ডেকে বলেন, 'বৎস! মানুষ তোমার কথা শোনবে এবং তোমাকে মেনে চলবে- তাতে তো কোন কল্যাণ নেই। বরং তুমি মহান প্রতিপালকের বিধান বুঝবে ও তা পালন করবে- তাতেই আসল কল্যাণ। বৎস! আজ রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষকে আমার নিকট আসতে দেবে না। আমার ভয় হচ্ছে, না আমি তাদের কথা বুঝবো আর না তারা বুঝবে আমার কথা।'

এরপর বলি, আমীরুল মু'মিনীন! আজ রাত আপনাকে এতো বেশী কাঁদতে দেখেছি অন্য কোন রাতে এমন দেখি নি। এবার পুনরায় কাঁদেন আর বলেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে কিভাবে দাঁড়াবো এ নিয়ে ভীষণ চিন্তায় আছি।' তখন বেহুঁশ হয়ে যান। ভোর হওয়ার পর জ্ঞান ফিরে আসে। এ ঘটনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনো তাঁকে মুচকি হাসি দিতেও দেখি নি।

৫৪. হযরত মুসলিম ইবনে আবদুল মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম আবদুস সালাম বলেন, একদা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদলেন, তখন তাঁর স্ত্রী ফাতিমাসহ ঘরের সকলে কাঁদলেন। কিন্তু কেউ

জানতেন না, এ কাঁদার কারণ কি। এ প্রশ্নটি যখন চিন্তায় আসল, ফাতিমা জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! কি জন্য কাঁদছিলেন? জবাব দেন, 'আল্লাহর সামনে সকল মানুষ জমায়েত হবে, একদল যাবে জান্নাতে আর আরেকদল জাহান্নামে। আমি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলাম।' এটুকু বলে তিনি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে যান।

৫৫. হযরত মিসমা ইবনে আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবদুল আজিজ ইবনে সুলাইমান, কিলাব ইবনে যারী এবং সালমান আ'রাজের সাথে এক সমুদ্র সৈকতে রাত্রিযাপন করেছিলাম। তখন কিলাব এতো বেশী কাঁদলেন, মনে হলো মারা যাবেন। তাঁর ক্রন্দন দেখে আবদুল আজিজও কাঁদলেন। সালমানও তাঁদের আহাজারি দেখে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ! তাদের এই অবস্থা দেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু আমি জানতাম না কিসের জন্য এই ক্রন্দন। পরদিন আবদুল আজিজকে জিজ্ঞেস করি, আবু মুহাম্মদ! গতরাত এতো বেশী কাঁদলেন কেন? জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! সমুদ্র সৈকতে ঊর্মির ওঠানামার দৃশ্য দেখে জাহান্নামের আগুনের লেলিহানের কথা স্মরণ হয়ে যায়। এজন্যই আমি কাঁদতে থাকি। এরপর একই প্রশ্ন করি কিলাবকে। আল্লাহর শপথ! তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করি সালমান আ'রাযকে। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে সম্ভবত আমিই একমাত্র অধম! আমি তো কাঁদছিলাম শুধুমাত্র তাঁদের আহাজারি দেখে। তাঁরা যে কাঁদছেন, তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছি।

৫৬. হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আবু মূসা বসরায় ওয়াজ করছিলেন। তিনি আলোচনা করেন জাহান্নামের উপর। এরপর হঠাৎ এমন বেশী কাঁদলেন, চোখের পানি ফোটা ফোটা করে ঝরে মিম্বর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো। উপস্থিত লোকজন এ দৃশ্য দেখে করুণ সুরে কাঁদতে লাগলেন।

৫৭. হযরত মুগিরা ইবনে সা'দ ইবনে আখরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে হাঁটছিলাম। আমরা যখন কামারদের পাশ কেটে যাচ্ছিলাম তখন তিনি থেমে যান, দেখতে

লাগলেন তারা কিভাবে আগুন থেকে লোহা বের করছে। এরপর কাঁদতে শুরু করলেন।

৫৮. হযরত নজর ইবনে ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রবি ইবনে আবু রুশদ এক ব্যক্তির সাথে হাঁটছিলেন। তখন ঐ লোকটি আল্লাহর প্রশংসা করে এক জায়গায় বসে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। সেখানে আরেক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো, আল্লাহ আপনার উপর করুণা বর্ষণ করুন! কাঁদছেন কেনো? জবাব দিলেন, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নিয়ে চিন্তা করছি। দেখলাম, প্রশান্ত লোকেরাই জান্নাতী আর অপদস্থতরাই হলো জাহান্নামী। এ বিষয়টিই আমাকে কাঁদিয়েছে।

৫৯. হযরত ইবনে আবি জুবাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা কামারের ব্যাগের পাশকেটে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে যেতেন, এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ওঠতেন। এভাবে ফলমূল ও আতর বিক্রেতাদের পাশ কেটে যাওয়ার সময়ও তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করতেন।

৬০. হযরত আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রবি ইবনে খুসাইম কামারদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অগ্নিতে বাতাস দেওয়ার ব্যাগের দিকে লক্ষ্য করে বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

৬১. হযরত আবদুল আজিজ ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসসান ইবনে আবি সিনান চিনির ব্যবসা করে বেশ লাভবান হলেন। এ জন্য ক'জন বন্ধু তাঁকে স্বাগত জানাতে গেলেন। তাঁরা দেখেন, হাসসান ঘরের কোণে বসে কাঁদছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! এ তো আল্লাহর নিয়ামত, তাতে কাঁদার কী আছে? জবাব দেন, আল্লাহর শপথ! ভয় করছি, এই চিনি পেয়ে যদি আমি উদাসীন হয়ে যাই। এজন্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি।

৬২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে মুনকাদিরের কাছে একজন শাসক দূতের মাধ্যমে কিছু উপহার পাঠান। উপহার দেখে উমর কাঁদতে লাগলেন। তখন তার নিকট আবু বকর এসে

হাজির হলেন। তিনিও উমরের ক্রন্দন দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। এবার উপস্থিত হন মুহাম্মাদ। উভয়ের রোদন দেখে তিনিও কান্না আটকে রাখতে পারলেন না। ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আগত দূতও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না- তিনিও কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর দূত আমিরের দরবারে ফিরে যেয়ে ঘটনার বর্ণনা দিলেন। আমির এই ক্রন্দনের কারণ জানার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন এবং রবিয়াকে উমরের নিকট পাঠালেন। রবিয়া এসে মুহাম্মাদকে ক্রন্দন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। মুহাম্মাদ বললেন, উমরকে জিজ্ঞেস করো। তিনি এ ব্যাপারে বেশী অবগত। তখন রবিয়া উমরের কাছে যেয়ে প্রশ্ন করলেন, ভাই! উপহার পেয়ে এতো কাঁদলেন কেন? জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ভয় হয়েছে, হৃদয় যদি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে তো আখিরাতে আমার জন্য কিছুই থাকবে না। এজন্যই কাঁদছিলাম। এরপর তিনি সমস্ত মাল মদীনা মুনাওয়ারার গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। রবিয়া ফিরে এসে আমিরের নিকট পূর্ণ বর্ণনা তুলে ধরেন। এবার আমিরও কাঁদা দিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! কল্যাণ তো এ পথেই নিহিত।

৬৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ নীরবে বসে আছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা পাশে বসেই কথা বলছেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! কথা বলছেন না কেনো? জবাব দিলেন, ভাবছি কিভাবে জান্নাতীরা পরস্পরে সাক্ষাৎ করছেন আর খুশগল্প করছেন। আর অপরদিকে জাহান্নামীরা কিভাবে ভীষণ যন্ত্রণায় চিৎকার দিচ্ছে। একথা বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন।

যে কারণে আহাজারি

৬৪. হযরত কা'ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বান্দা যখন কাঁদে, আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তিনি তার ডানা দিয়ে কপোলে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছে দেন। যখন আবার তা ভিজে যায়, পুনরায় মুছে দেন।

৬৫. হযরত মাকহুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যেসব লোকের পাপ কম তাদের হৃদয় খুবই নরম থাকে।

৬৬. হযরত হাইয়্যাজ ইবনে মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরাইশ বংশের একজন শায়খ ছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে খুব দ্রুত পানি বেরিয়ে আসতো। ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার। তাঁর পাপের মাত্রা ছিল খুব অল্প। মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। এক আলিমের সাথে তাঁর সম্পর্কে বলি, ঐ শায়খ তো দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমী। আমার মনে হয় না ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি কোন পাপে লিপ্ত হয়েছেন। এরপরও জীবনভর ক্রন্দন করছেন। তখন ঐ আলিম মন্তব্য করলেন, তাঁর মতো হতে হলে দীর্ঘদিন চোখের পানিতে বুক ভাসাতে হবে। আমি বললাম, তা কিভাবে সম্ভব? জবাব দিলেন, শরীর বস্ত্রহীন হলে পাতলা থাকে। ঠিক তদ্রূপ হৃদয়ে পাপ যখন স্বল্প হয়, চোখের পানি দ্রুত বেরিয়ে আসে। আমি বললাম, হ্যাঁ, বিষয়টি এরূপই।

৬৭. হযরত আবু আবদুল্লাহ বুরাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত দগ্ধ হয় না, ততক্ষণ চোখ দিয়ে পানি বের হয় না। হৃদয় যখন দগ্ধ হবে এবং অগ্নিশিখা থেকে ধুঁয়া মাথায় ছড়িয়ে পড়বে তখনই চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকবে।

৬৮. হযরত মালিক ইবনে জায়গাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হৃদয় যে পরিমাণ দগ্ধ হবে, চোখ থেকে সে পরিমাণ

পানিও বের হবে। সমস্ত অন্তরপুরী জ্বলে গেলেও একজন চিন্তাশীলের জন্য ক্রন্দন ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

৬৯. হযরত মিসমা ইবনে আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বাহরাইনের এক আবিদকে জিজ্ঞেস করলাম, চিন্তাশীলের হৃদয় তার ডাকে সাড়া দেয়, তার চোখ দিয়ে প্রত্যেক কাজে অশ্রু ঝরে, এর কারণ কী? তিনি বললেন, চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তা হৃদয় ও মস্তকে প্রবেশ করে থেমে যায়। তখন হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আলোড়ন, এতে অন্তরে জ্বালাতন আরম্ভ হয়। এ জ্বালাতনে চুলের গোড়ায় পানি উতলে ওঠে, নয়নযুগল দিয়ে নির্গত হয় অশ্রু। চোখের পাতা এই অশ্রুকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়।

৭০. হযরত আবু মুয়াওয়িয়া আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি অধিক হারে নিষ্ঠা ও সততার চর্চা করে, তার চোখ দিয়ে পানি আসে। সে যখন ক্রন্দন করতে চায়, চোখ তাতে সাড়া দেয়।

৭১. হযরত রাহাওয়া আবু সাহ্ল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাকে বললাম, আপনি কি ফুজাইলকে দেখেছেন, তাঁর চোখের পানি তো কখনও শুকায় না? সুফিয়ান বললেন, হৃদয় যখন রক্তাক্ত হয়, চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়। একথা বলে তিনি একটি অভিনব শ্বাস ছাড়লেন।

৭২. হযরত ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দনের ৭ টি কারণ আছে: ১. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন। এই ভয়ে চোখের এক ফোটা পানি আগুনের সমুদ্রকে নিভিয়ে দেয়। এজন্যই আল্লাহর ভয়ে কোন কোন মানুষের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ২. আনন্দের ক্রন্দন। ৩. দুঃখের ক্রন্দন। ৪. প্রেমাসক্তির ক্রন্দন। ৫. (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) ভয়ের ক্রন্দন। ৬. ব্যথার ক্রন্দন। (সপ্তমটির উল্লেখ নাই)

তিলাওয়াতের মধ্যে ক্রন্দন

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেনঃ

قَالَ لِيْ النَّبِيُّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ تَعَلَّمْتُ مِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ◉ قَالَ :إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِيْ ◉ فَقْرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتْ : [فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا] فَاضَتْ عَيْنَاهُ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, কাছে বসে তিলাওয়াত করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আপনার কাছ থেকেই তিলাওয়াত শিখেছি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি অন্যের কণ্ঠে শোনতে ভালোবাসি। আমি তখন সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে লাগলাম। যখন فَكَيْفَ إِذَا...' আয়াতে পৌঁছলাম তখন দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নয়নযুগল থেকে পনি গড়িয়ে পড়ছে।

[আয়াতের অর্থঃ আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে তাদের অবস্থা বর্ণনাকারী ডেকে আনব এবং আপনাকেও ডাকব তাদের অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।]

৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন:

لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا بَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَحِمَهُ اللّٰهُ ◉ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ◉ قَالَ : أَبْكَتْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ السُّوْرَةُ

সূরায়ে যিলযাল নাজিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর! কাঁদছো কেন? জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সূরাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে।

৭৫. হযরত আবু আবদুর রহমান হাবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উকবা ইবনে আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুব মধুর সুরে তিলাওয়াত করতেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদিন তাঁকে বললেন, সূরা বারাত তিলাওয়াত করে শোনাও। তিনি তিলাওয়াত করলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুব কাঁদলেন। এরপর বলেন, এই সূরা যে অবতীর্ণ হয়েছে তা আমার ধারণাও ছিলো না।

৭৬. হযরত নাফে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা যখন এই আয়াত,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ - তিলাওয়াত করতেন, এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। সাথে সাথে বলতেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক!

[আয়াতের অর্থ: আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের হৃদয় গলে যাওয়ার কি এখনও সময় হয় নি? (৫৭:১৬)]

৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাফওয়ান ইবনে মিহরাজ যখন এই আয়াত,

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ - তিলাওয়াত করতেন, কাঁদতে থাকতেন। মনে হতো তিনি ভেঙ্গে পড়বেন।

[আয়াতের অর্থ: যুলুমকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ। (২৬:২২৭)]

৭৮. হযরত ইবনে আজালান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দনের প্রতিটি ফোটার দ্বারা আল্লাহর করুণা লাভ হয়।

৭৯. হযরত ফজল রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে আবিদদের হৃদয়। যে হৃদয়ে সুন্দর তিলাওয়াতের আওয়াজে সাড়া জাগে না, তা তো মৃত। সুন্দর কণ্ঠধ্বনি দ্বারা যে চোখে পানি আসে না, তা তো উদাসীন চোখ।

৮০. হযরত আবু সালামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু আবু মূসাকে যখন বলতেন, আমাদেরকে প্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দিন, তিনি তখন তিলাওয়াত করতেন।

৮১. হযরত আবু মা'শার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে কায়েস যখন বন্ধুদেরকে কাঁদানোর ইচ্ছা করতেন, তখন কথা বলার পূর্বে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কণ্ঠ ছিলো সুমধুর। তিলাওয়াতের সময় নিজে কাঁদতেন, অন্যকেও কাঁদাতেন। তিলাওয়াত শেষে তিনি কথা বলতেন। যখন কথা বলতেন, চোখদুটো অশ্রুতে ভিজে যেতো।

৮২. হযরত ইবনে আবি যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এক ব্যক্তি এই আয়াতটি, وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا -

পাঠ করলেন, তখন খলিফা কাঁদতে লাগলেন। এরপর মজলিস ছেড়ে ঘরে চলে যান। লোকজনও চলে গেলো।

[আয়াতের অর্থ: যখন এক শিকলে কয়েকজন বেঁধে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তারা সেখানে মৃত্যুকে ডাকবে। (২৫:১৩)]

৮৩. হযরত সাঈদ ইবনে আবি আরুবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছেলেকে বললেন, আমাকে তিলাওয়াত করে শোনাও। ছেলে জিজ্ঞেস করলেন, কি তিলাওয়াত করবো? বললেন, সূরা ক্বাফ। ছেলে যখন তিলাওয়াত করে এই আয়াতে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ -আসলেন তখন উমর কাঁদতে লাগলেন। এরপর আবার বললেন, বৎস! তিলাওয়াত করো। ছেলে জিজ্ঞেস করলেন, কি তিলাওয়াত করবো? বললেন, সূরায়ে ক্বাফ। ছেলে তিলাওয়াত করে যখন মৃত্যুর আলোচনার আয়াতে আবার আসলেন, উমর খুব বেশী কাঁদলেন। এভাবে তিনি কয়েক বার তিলাওয়াত করালেন আর কাঁদলেন।

[আয়াতের অর্থ: মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে, এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (ক্বাফ:১৯)]

৮৪. হযরত মু'তামির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উবাই ফযরের নামাযে আমাদের ইমামতি করছিলেন। তিনি সূরায়ে ক্বাফ তিলাওয়াত করে যখন এই আয়াতে, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ - আসলেন তখন খুব বেশী কাঁদলেন। পরবর্তী আয়াত তিলাওয়াত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর রুকুতে চলে যান।

[আয়াতের অর্থ: মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে, এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (৫০:১৯)]

৮৫. হযরত সাল্‌ত ইবনে হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মক্কা শরীফে একজন ক্বারী সাহেব আমাদের কাছে বসে তিলাওয়াত করলেন। তিনি যখন সূরা ক্বাফের এই আয়াতে,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ -আসলেন আমরা তখন ফুজাইলের দরজার সামনে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কণ্ঠে সজোরে ক্রন্দন শোনাচ্ছিল।

৮৬. হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তালক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিলাওয়াতের সময় নিজে কাঁদতেন লোকদেরকেও কাঁদাতেন। কোমল হৃদয়ে মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত তিলাওয়াত শুনে কেউ না কেঁদে পারতেন না। তাঁর মা তাঁকে বললেন, প্রিয় সন্তান! তোমার কণ্ঠ কতোই না সুন্দর! তবে কিয়ামতের দিন এটাও (রিয়া হেতু) শাস্তির কারণ হতে পারে। একথা শ্রবণ করে তালক বেশ কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

৮৭. হযরত সাঈদ ইবনে ফুজাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর উবনে আবদুল আজিজের কাছে বসে এক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি এই আয়াত فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ - পাঠ করলেন তখন উমর অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যান।

[আয়াতের অর্থ: অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (৫২:২৭)]

৮৮. হযরত ইব্রাহীম তায়মি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হারিস ইবনে সুয়াইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই দু'টি আয়াত,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ - তিলাওয়াত করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর বলেন, পরকালের শাস্তি খুবই কঠিন।

[আয়াতের অর্থ: অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (৫২:২৭)]

৮৯. হযরত হারিস ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে বসা ছিলাম। তখন একজন ক্বারী সাহেব সূরায়ে যিলযাল তিলাওয়াত করেন। মালিক কাঁদতে শুরু করলেন, সাথে সাথে মজলিসের সবাই চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ক্বারী সাহেব যখন إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا আয়াতটি পাঠ করলেন, মালিক কেঁদে কেঁদে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান এবং এই অবস্থায়ই তাঁকে মজলিস থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

[আয়াতের অর্থ: যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। (৯৯:১)]

৯০. হযরত আবু মাওদুদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ এই আয়াতটি:

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْأٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا

তিলাওয়াত করতে করতে কাঁদতে থাকেন। ঘরের লোকজন ক্রন্দনের আওয়াজ শোনতে পেলেন। স্ত্রী ফাতিমা কাছে এসে কাঁদলেন। এরপর ঘরের সকলেই কাঁদতে লাগলেন। এসময় আবদুল মালিক ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখেন সবাই কাঁদছেন। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতো বেশী কাঁদছেন, কারণ কী? জবাব দিলেন, প্রিয় পুত্র! বেশ ভালো কথা। তোমার বাবা যদি এ দুনিয়াকে চিনত না এবং দুনিয়াও তোমার বাবাকে না চিনতো তবে তো ভালো হতো! আল্লাহর শপথ! আমার ভয় হচ্ছে, আমি যেমন ধ্বংস হয়ে যাবো! আমার ভয় হয়, আমি কি জাহান্নামী হয়ে যাবো!

[আয়াতের অর্থ: বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর, অথচ

আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। (১০:৬১)]

৯১. হযরত হিশাম ইবনে হাসসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এবং মালিক ইবনে দীনার রাহামাতুল্লাহি আলাইহি হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে গেলাম। দেখি সেখানে এক ব্যক্তি বসে তিলাওয়াত করছেন। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَه مِنْ دَافِعٍ - আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন, তখন হাসান ও তাঁর সাথীরা কাঁদতে লাগলেন। মালিক ইবনে দীনার অস্থির হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

[আয়াতের অর্থ: আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৫২:৭-৮)]

৯২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন মানুষ উবাই এর কাছে এই আয়াতগুলো,

وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ فِيْ رَقٍّ مَنْشُوْرٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَه مِنْ دَافِعٍ

তিলাওয়াত করলেন। তখন উপস্থিত লোকজন কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের ক্রন্দনের আওয়াজে আমি ক্বারী সাহেবের বাকী তিলাওয়াত আর শোনতে পারি নি।

[আয়াতের অর্থ: কসম তূর পর্বতের! কসম প্রশস্ত পত্রে লিখিত কিতাবের! কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের! কসম সমুন্নত ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের! আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৫২:১-৮)]

৯৩. হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পেছনে নামায

আদায় করছিলাম। তিনি এই আয়াতটি وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ কাঁদতে কাঁদতে বার বার পাঠ করতে থাকেন। ক্রন্দনের কারণে তিনি আর সামনে এগিয়ে তিলাওয়াত করতে পারছিলেন না।

[আয়াতের অর্থ: এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭:২৪)]

৯৪. হযরত আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু সালেহ নামক একজন মুয়াজ্জিন ছিলেন। ইমাম সাহেব দেরী করলে তিনি ইমামতি করতেন। কোমল হৃদয়ের এই মানুষটি প্রবল ক্রন্দনের কারণে নামাযের মধ্যে যেন অগ্রসর হতে পারতেন না।

৯৫. হযরত আবদুল্লাহ আনাযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুক্রবার দিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ ময়লা কাপড় পরে বেরিয়ে আসলেন। তাঁর পেছনে ছিলো একজন হাবশী ভৃত্য। তিনি যখন লোক সমাগমে পৌঁছলেন গোলামটি চলে গেল। উমর মিম্বরে আরোহণ করেন। এরপর এই আয়াত দু'টি إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ -তিলাওয়াত করে বলেন, সূর্য ও নক্ষত্রের কী অবস্থা হবে? এরপর আবার তিলাওয়াত করে এই আয়াতগুলোতে আসলেন وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, কাঁদতে লাগলেন। মসজিদের সবাই কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি গোটা মসজিদে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। মনে হলো, মসজিদের দেওয়ালও কাঁদতে আছে।

[আয়াতের অর্থ: যখন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। এবং যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে। (৮১:১-২)]

৯৬. হযরত হাকিম ইবনে নূহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি জায়গাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে ছিলাম। বিশর ইবনে মানসুর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। জায়গাম আমাকে বললেন, আমাদের ঐ সাথী

খুব সুন্দর তিলাওয়াত করেন। বিশর ইবনে মানসুর সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত শোনতে খুবই ভালোবাসতেন। আমি তখন ঐ ক্বারী সাহেবকে নিয়ে আসি। তিনি পারস্যের অধিবাসী, খুব সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী। যখন তিনি তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন, লোকজন কাঁদতে লাগলো। ক্বারী নিজেও ফারসী ভাষায় বলতে বলতে কাঁদলেন। আল্লাহর শপথ! উপস্থিত সকলেই সন্তানহারা মায়ের মতো চিৎকার করে কাঁদছিলেন। চিৎকারে বাড়ির লোকজন জমায়েত হলো। বিশর ইবনে মানসুর বার বার বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন। আবু মালিক উঠাবসা করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিলো, তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ রাতটি আমার কাছে ছিল অত্যন্ত সুখকর, প্রশান্তিদায়ক। বিশর আমাকে বললেন, হাকিম! ঐ পারস্য অধিবাসী ক্বারী কী করলেন! তিনি তো চোখের সামনে কণ্ঠ দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলবেন!

৯৭. হযরত মাসরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আয়শা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কাছে যেয়ে এই আয়াত,

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ -তিলাওয়াত করলাম। তিনি কেঁদে কেঁদে দু'আ করলেন, প্রভু! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দিন।

[আয়াতের অর্থঃ অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (৫২:২৭)]

৯৮. হযরত আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা একস্থানে জমায়েত হতাম। প্রথম রাতে আমাদের সাথে ছিলেন রবি ইবনে সাবী এবং আরো কয়েকজন ফকীহ। লোকজন বলতে লাগলো আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ এসেছেন। মানুষ তা শ্রবণে সমবেত হতে থাকে। তিনি যখন আমাদের কাছে আসলেন একজন ক্বারী সাহেব এই আয়াতদ্বয়,

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا তিলাওয়াত করছিলেন। আবদুল ওয়াহিদ তা শ্রবণ করে খুব জোরে চিৎকার দিলেন। উপস্থিত লোকজনও কাঁদতে লাগলো। আবদুল ওয়াহিদ বেহুঁশ হয়ে যান। রবি এবং

তাঁর সাথীরা তাঁকে ঘিরে কাঁদতে থাকেন। তিনি মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় বেশ গভীর রাতে তার জ্ঞান ফিরে আসলো।

[আয়াতের অর্থ: সেদিন প্রবলভাবে আকাশ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা হবে চলমান। (৫২:৯-১০)]

৯৯. হযরত শা'বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এক লোকের কণ্ঠে এই আয়াতখানা إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ শোনে কাঁদতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে ক্রন্দন বাড়তে লাগলো। এক পর্যায়ে অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে যান। লোকজন তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাব দিলেন, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি প্রভুর পক্ষ থেকে সত্যের শপথ শোনতে পাচ্ছি।

[আয়াতের অর্থ: আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (৫২:৭)]

১০০. হযরত আবু খুরাইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, এখানে কিছু লোক আছেন তারা তিলাওয়াত শোনে জোরেসুরে কাঁদেন (এটা কি ঠিক)? তিনি বললেন, জিকির ও তিলাওয়াতের সময় লোকজন সব সময়ই কেঁদে আসছেন।

ওয়াইজদের ক্রন্দন

১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ : لَا تَنْسَوْا الْعَظِيْمَتَيْنِ قُلْنَا : وَمَا الْعَظِيْمَتَانِ ◉ قَالَ : اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ ◉ فَذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ ◉ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى جَرٰى أَوَابِلُ دُمُوْعِه جَانِبَيْ لِحَيَتِه ◉ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه ◉ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مِنْ عِلْمِ الْاٰخِرَةِ مَا أَعْلَمُ ◉ لَمَشَيْتُمْ إِلٰى الصَّعِيْدِ ◉ فَلَحَثَيْتُمْ عَلٰى رُءُوْسِكُمُ التُّرَاب

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শোনছিলাম। তিনি বললেন, বড় দু'টি বিষয়কে তোমরা ভুলে যেয়োনা। জিজ্ঞেস করি, বড় দু'টো বিষয় কী? জবাব দিলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। এরপর তিনি উপদেশ প্রদান করতে থাকেন আর কাঁদেন। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যায়। আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আখিরাতের যেটুকু জ্ঞান রাখি তা যদি তোমরা রাখতে, তাহলে পাহাড়ে চলে যেতে এবং মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করতে।

১০২. হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু মূসা বসরায় এক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করেন। তখন কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানি মিম্বর দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগলো। দৃশ্যটি দেখে উপস্থিত লোকজনও কাঁদলেন।

১০৩. হযরত আবু কুবাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, যদি কোন জাহান্নামী দুনিয়াতে ফিরে আসতো, তাহলে তার বীভৎস চেহারা ও দুর্গন্ধে দুনিয়ার সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করতো। একথা বলে তিনি খুব কাঁদেন।

১০৪. হযরত আব্বাদ ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদি ইবনে আরতা আমাদের নিকট বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ওয়াজ করার সময় নিজে কাঁদলেন, উপস্থিত সকলকেও কাঁদালেন। বললেন, তোমরা ঐ লোকটির মতো হয়ে যাও, যে তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিল, 'বৎস! মৃত্যু পর্যন্ত এমনভাবে নামায পড়ো যেনো এটাই তোমার জীবনের শেষ নামায। বৎস! এসো আমরা এমন দু'জন লোকের মতো আমল করি, যাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে।' আব্বাদ একজন সাহাবীর সূত্রে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেন, 'একদল ফিরিশতার হৃদয় আল্লাহর ভয়ে কাঁপছে। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে একদল ফিরিশতা সিজবাবনত আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা মাথা উত্তোলন করবেন না। আরেক দল ফিরিশতা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তারা সারি ভাঙ্গবেন না। কিয়ামতের দিন যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ হবেন, তারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন এবং বলবেন, আপনার পবিত্রতার বর্ণনা দিচ্ছি। আমরা তো আপনার শান অনুযায়ী ইবাদাত করতে পারি নি।

১০৫. মক্কার শায়খ হযরত আবু জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজকে মিম্বরে বসে কাঁদতে দেখেছি। অধিক ক্রন্দনে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না।

১০৬. হযরত আবু জাফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খানাচিরা নামক স্থানে আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজকে মিম্বরে উঠতে দেখি। তখন তাঁর দাড়ি বেয়ে চোখের পানি পড়ছিলো। যখন মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন, তখনও কাঁদছিলেন।

১০৭. হযরত হাজ্জাজ ইবনে সাফওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে কা'বকে সঙ্গে নিয়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উমর মুহাম্মাদকে বললেন, আবু হামযা! তোমার ভাই বুস্‌র ইবনে সাঈদের এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে কী ক্ষতি ছিলো। এটুকু বলে তিনি এতো কাঁদলেন, মনে হচ্ছিলো মাটিতে পড়ে যাবেন। এরপর আবার বলেন, আল্লাহর শপথ! বুসর যেভাবে নিঃসঙ্গতা ও ইবাদাতের মধ্যে অটল ছিলেন, অনুরূপভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অবিচল ছিলেন।

১০৮. হযরত আবু বকর হাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরে বসে খুতবা দিতে দেখেছি। তিনি বলেন, লোকজন! আগামীকাল তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে। সবাইকে তখন প্রশ্ন করা হবে, তাই প্রত্যেকেরই উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা। সেদিনের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। ঐ জায়গায় ভ্রান্ত লোকেরা ধ্বংস হবে। জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হবে। ফায়সালা থাকবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। প্রত্যেকেই বিনিময় পাবে নিজ নিজ কর্মানুসারে । নিশ্চয় আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আমল করো, সেদিন আসার আগেই ছুটে চলো, যেদিন আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এটুকু বলে তিনি মিম্বরে থেকেই কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

১০৯. হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাজ্জাজ আমাদেরকে বক্তব্য দেন, আদমসন্তান! আজ তুমি আহার করছো, আগামীকাল তোমাকে খাওয়া হবে! এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে তিলাওয়াত করলেন- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ তখন চোখের পানিতে তাঁর পাগড়ির শিমলা ভিজে গেলো।

[আয়াতের অর্থ- প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (৩:১৮৫)]

১১০. হযরত আবু বকর ইবনে আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাজ্জাজকে একদিন মিম্বরে খুতবা দিতে শোনলাম। তিনি বলছিলেন, আদমসন্তান! তুমি ঘরে বসে আছো, এরপর তোমার কাছে একজনের আগমন হলো যিনি হচ্ছেন মৃত্যুর ফিরিশতা। তিনি তার হাত তোমার শরীরে রাখলেন, এতে নিস্তেজ হয়ে পড়লো তোমার দেহখানা। এরপর তিনি চলে গেলেন তোমার আত্মা নিয়ে। পরিবার পরিজন তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরালো। কবরে নিয়ে দাফন করলো। তখন তোমাকে নিয়ে দু'জন বন্ধু তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলো। এর একজন হচ্ছেন তোমার পরিবার থেকে আর অপরজন তোমার অর্থ-সম্পদ থেকে। তাই আল্লাহকে ভয় করো। আজকে তুমি খাচ্ছো। কাল তো তোমাকে খাওয়া হবে। এরপর তিনি চিৎকার দিলেন। মনে হলো এখনই মরে যাবেন। তার চোখে অশ্রু এসে গেলো। কপোল বেয়ে তা গড়িয়ে পাগড়ির শিমলা সিক্ত করে দিল। এরপর মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। পুনরায় মিম্বরে উঠেন। এবার বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। অনুরূপভাবে আগেও তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন। কিন্তু আজকে মিম্বর থেকে নামার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে নামায পড়লেন। চাদর মুসাল্লায় পড়ে যায়। দু'আ যেহেতু কবুল হয়েছে তাই আরো বেশী কাঁদলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বান্দা যখন প্রভুর দরবারে হাযত পেশ করে, প্রভু যদি তার ডাকে সাড়া দেন তবে দীর্ঘ সময় অতিক্রম হয়। যাতে করে প্রয়োজন সমাধানের পর সে বেশী কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে। আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, এ কারণেই তোমরা তিনদিন রোযা রাখতে পেরেছো। এ কথা বলে বের হয়ে যান।

ওয়াজ শ্রবণকারীদের ক্রন্দন

১১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন তাঁর বাবা উবায়দ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। তাঁর বাবা যখন এই আয়াতটি-

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا

يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا তিলাওয়াত করেন, তখন ইবনে উমর এতো বেশী কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো চোখের পানিতে।

[আয়াতের অর্থ- যে সব লোক কাফির হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, সেদিন তারা কামনা করবে যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু আল্লাহর নিকট কোন বিষয় গোপন করতে পারবে না । (৪:৪২)]

১১২. হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উবায়দ ইবনে উমায়রের হালকায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখা যেতো। তিনি খুব কাঁদতেন। চোখের পানিতে মাটিও ভিজে যেতো।

১১৩. হযরত মুআররাফ ইবনে ওয়াসিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি শাকিক ইবনে সালামাকে ইব্রাহীম তায়মির হাতে হাত ধরা অবস্থায় দেখেছি। ইব্রাহীম যখন কথা বলেন, শাকিক কাঁদতে থাকেন।

১১৪. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আজিজ একদা যুহরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলেন, আবু ইব্রাহীম! জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করো। তখন আমি আলোচনা করলাম। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে উমর ইবনে আবদুল আজিজের চেয়ে আর কাউকে এতো বেশী কাঁদতে দেখি নি।

১১৫. হযরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এক ব্যক্তি আসলো, তাকে ইবনে আহতাম ডাকা হতো। তিনি ওয়াজ করছেন আর উমর কাঁদছেন। কেঁদে কেঁদে এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

১১৬. হযরত খালিদ ইবনে সাফওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ আহতামকে বললেন, ইবনে আহতাম! তোমার বাগ্মিতা তোমার বিরুদ্ধেই চলে যাবে। তাই সার সংক্ষেপ বক্তব্য দাও। আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তখন ইবনে আহতাম কাঁদলেন। উমরও কাঁদলেন। ক্রন্দনের আওয়াজে গৃহ ক্ষেপে উঠলো। ইবনে আহতামকে ইতোপূর্বে আর কোনদিন এতো বেশী কাঁদতে দেখি নি।

১১৭. হযরত মুবারক ইবনে ফুজালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহতাম উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে গেলেন। তিনি খাটের উপর বসে আছেন। ইবনে আহতাম আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে লম্বা উপদেশ দিলেন। উমর খাট থেকে নেমে মাটিতে বসে যান। ইবনে আহতাম বললেন, উমর! তুমি রাজাদের সন্তান। জন্ম নিয়েছে আরাম আয়েশের মধ্যে। মজাদার খাবার খেয়েছে। বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু চিন না। উমর কেঁদে কেঁদে বললেন, ইবনে আহতাম আরো বেশী কথা বল। ইবনে আহতাম উপদেশ দিচ্ছেন। উমর কাঁদতে আছেন। শেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

১১৮. হযরত মূসা ইবনে জায়দ হাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন মানুষ আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের সাথে কথা বললো। উপস্থিত লোকজনকে কাঁদালো। সকলে চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ বললেন, আগেকার লোকজন অনুরূপ কাঁদতেন।

১১৯. হযরত উকায়বা ইবনে ফুজালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে দা'লাজের কাছে গেলাম। তাঁর সামনে এক ব্যক্তিকে প্রহার করা হচ্ছিলো। আমি বললাম, আল্লাহ! আমিরকে সংশোধন করুন। আমি

আপনার সাথে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এরপর আপনি যাচ্ছোতাই করবেন। বললাম, কিয়ামতের দিন অপকর্মের ফলে লোকজনের হৃদয় কাঁপতে থাকবে। অহঙ্কারীরা তখন সমগ্র সৃষ্টির পদতলে থাকবে। একথা শোনে তিনি খুব বেশী কাঁদলেন। লোকটিকে ছেড়ে দেন। এরপর থেকে যখনই তাঁর কাছে যেতাম আমাকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। একদিন বলেন উকায়বা! তোমার কথা আমাকে কাঁদায়। একথা বলে কাঁদতে লাগলেন।

১২০. হযরত মুদার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক রাতে আমরা ক'জন সমুদ্র সৈকতে সমবেত হই। মুসলিম আবু আবদুল্লাহ ও সাথে ছিলেন। এক পর্যায়ে ইজ্‌দ অঞ্চলের এক লোক বললো, প্রেমিকের জন্য ইশকের সম্পর্ক ছাড়া আর কি আছে? প্রেমিক কল্যাণকর কাজের সন্ধানে লেগেই থাকে। একথা শ্রবণ করে মুসলিম খুব কাঁদলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তখন আমার ভয় হয়েছিল, তিনি যেন মরে যাবেন।

১২১. হযরত আবু জাফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সালেহ ইবনে আবদুল করিম আমাকে বললেন, রাহমানের জন্য ক্রন্দনকারীদের কাঁদনে চোখের পানি ভাসে, জমিনের বিভিন্ন অংশ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে, তারা কখন আমাদের উপর সিজদা করবে। এটুকু বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। মনে হলো তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

১২২. হযরত সল্‌ত ইবনে হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক বন্ধুর সাথে আমি রাত্রি যাপন করলাম। আমাদের মধ্যে একজন ক্বারী একথা বলতে লাগলেন, আমার কি হলো, আমি কেনো পাপের জন্য কাঁদছি না? পাপ তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তরের জন্য ব্যাধি।

১২৩. হযরত রিয়াহ ইবনে উবায়দা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বসা ছিলাম। একজন গ্রাম্য লোক সেথায় উপস্থিত হয়ে বললো, অনেক দূর থেকে একটি প্রয়োজনে এসেছি। কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা

আপনাকে প্রশ্ন করবেন। উমর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলতে চাচ্ছো আবার বলো। তার মাথা নীচু হয়ে যায়। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। অশ্রুর ফোটায় মাটি সিক্ত হয়ে যায়। এরপর মাথা উঠিয়ে উমর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের সদস্য কতজন? লোকটি জবাব দিল, আমি ও আমার তিন মেয়ে আছে। তখন তিনি তার জন্য তিনশ দিরহাম ও প্রত্যেক মেয়ের জন্য একশ দিরহাম নির্ধারণ করলেন। নগদ একশ দিরহাম দিয়ে বললেন, আমার নিজের সম্পদ থেকে এই টাকা প্রদান করছি, মুসলমানদের মাল থেকে নয়। এগুলো খরচ করো, মুসলমানদের দান-খয়রাত আমার হাতে আসলে বাকী টাকা এসে নিয়ে যেয়ো।

১২৪. হযরত উবায়দা ইবনে হাসসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আযারবাইজান থেকে এক ব্যক্তি উমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট আসলো। সে বললো, আমি এই স্থানে দাঁড়িয়ে আরেকটি জায়গার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেখানকার মানুষের মধ্যে যে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভুলবেন না। কথাটি শুনে উমর কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, আবার বলো। লোকটি বার বার উক্ত কথা বলছিলো আর তিনি কাঁদতে থাকেন। অবশেষে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী অভিযোগ? জবাব দিলো, আজারবাইজানের শাসক আমার উপর যুলুম করেছেন। আমার কাছ থেকে বারো হাজার দিরহাম বলপূর্বক আদায় করে বায়তুল মালে নিয়ে জমা করেছেন। অভিযোগ শ্রবণ করে উমর কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন, শাসকের নিকট পত্র লিখ, সে যেনো লোকটির টাকা ফেরৎ দেয়।

নামাযের মধ্যে ক্রন্দন

১২৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজকে দেখেছি, সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। উভয় সিজদার মধ্যে বিশ আয়াত পরিমাণ সময় বসে রইলেন। আবার সিজদা করলেন। যখন মাথা উঠালেন, দেখলাম চোখের পানিতে কপোল বয়ে যাচ্ছে। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে নফল নামাযে আমি এ দৃশ্যটি অবলোকন করি।

১২৬. হযরত আদহাম ইবনে জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খুরাসানের একজন শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে আবু জা'ফর যখন যাত্রা করলেন, তখন এক দরবেশের ঘরে মেহমান হলেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজও ইতোপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রাপথে ঐ দরবেশের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। আবু জা'ফর দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! উমর ইবনে আবদুল আজিজের কোন কাজটি আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে? দরবেশ জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি একবার আমার ছাদে অবস্থান করছিলেন আর আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ অনুভব করি নালা বেয়ে আমার বুকে পানি পড়ছে। বিষয়টি আমাকে ভাবাল। বাইরে কোন বৃষ্টিপাত হচ্ছে না আর আমার ঘরেও পানি নেই। তাই উপর তলায় যাই। উঠে দেখি উমর ইবনে আবদুল আজিজ সিজদায় আছেন, আর তাঁর চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে।

১২৭. হযরত আলী ইবনে শাবীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার কাছে কয়েক জন বন্ধু বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, দেখা গেল চোখের পানিতে সিজদার জায়গা সিক্ত হয়ে গেছে।

১২৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খালিদ জাইয়াদকে দেখেছি। যখন সিজদা থেকে মাথা ওঠালেন, সিজদা স্থলের ধূলো অশ্রুতে ভিজে গেছে।

১২৯. হযরত মাকহুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এক নেতাকে তাওয়াফ করতে দেখেছি। আমার ইচ্ছা হলো তিনি কী করছেন তা দেখব। লক্ষ্য করলাম তিনি রুকনে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত সময় অবস্থান করলেন। এরপর পাথরের পাশে গিয়েও অনুরূপ সময় দাঁড়ালেন। সেখান থেকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একই পরিমাণ সময় অতিবাহিত করলেন। তারপর চলে গলেন রুকানায়ে হামারায় (সম্ভবত হাতীমে)। সেখানে এসে দু রাকআত নামায পড়লেন। উপস্থিত নামাযিদের মধ্যে তার নামায ছিলো সব চেয়ে আকর্ষণীয়। যখন সিজদায় গেলেন দু’আ করতে শুনলাম, আল্লাহ! পাপ ক্ষমা কর। অতীতে ও বর্তমানে যত পাপ করেছি, ক্ষমা কর। এরপর খুব কাঁদলেন। চোখের পানিতে পাথর ভিজে গেল।

১৩০. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি রাইয়াহ কাইসীর পাশে নামায পড়ছিলাম। তখন দেখি, তার চোখের পানি টপ টপ করে মাটিতে পড়ছে।

১৩১. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইসমাঈল ইবনে দাউদের পাশে নামায পড়ি। তখন শুনতে পাই তার চোখের পানি টপ টপ করে চাটাইর উপর পড়ছে।

১৩২. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আইজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখনই দেখেছি, তাঁর উভয় চোখের মধ্যখানে একটি দাগ লক্ষ্য করেছি। মনে হতো এটা কোন ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু

আসল কথা, তাঁর সামনে যখন আখিরাতের আলোচনা হতো, চোখদ্বয় অশ্রুতে ভারী হয়ে যেতো।

১৩৩. হযরত আবদুল জব্বার ইবনে নযর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তার কাছে মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের একজন পরিবারের সদস্য বলেন, জামে মসজিদে দেখি মুসলিম ইবনে ইয়াসার সিজদা থেকে মাথা ওঠাচ্ছেন। সিজদার জায়গা চোখের পানিতে একদম ভিজা। মনে হলো এখানে পানি ঢালা হয়েছে।

১৩৪. হযরত কাদির দাইলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফুজাইল ইবনে আয়াজ আমার হাত ধরে বললেন, ফুজাইলের জন্য কাঁদো। আমি তোমার এক বন্ধুকে দেখেছি, কুফার মসজিদে যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন সিজদার জায়গাটি অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গিয়েছে।

১৩৫. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইমার ইবনে মুসলিম আমাকে মসজিদের মধ্যে একটা আরেকটার বিপরীতে স্থাপিত দু'টি ভেজা জায়গা দেখালেন। আমি বললাম, এসব কী? উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! এটা জায়গাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চোখের পানি। তিনি মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত রুকু অবস্থায় ছিলেন।

১৩৬. হযরত আমর ইবনে কায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শকীক ইবনে সালামা মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তেন এবং খুব বেশী কাঁদতেন।

১৩৭. [এ নাম্বারে কোন বর্ণনা মূল কিতাবে পাওয়া যায় নি। -অনুবাদক]

আযানের সময় ক্রন্দন

১৩৮. হযরত হারিছ ইবনে ছাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু ইমরান জাওনি যখন আযান শোনতেন, তার রঙ বদলে যেত, চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ত।

১৩৯. হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানসুর ইবনে সাফিয়্যা প্রত্যেক নামাযের সময় খুব কাঁদতেন। লোকজন বলতেন তিনি নামাযের সময় কেবল মৃত্যু ও কিয়ামতের কথা আলোচনা করতেন।

১৪০. হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুয়াজ্জিন যখন আযান দেন তখন কাছের যত প্রাণী আছে, জলের হোক বা স্থলের সবাই কান দিয়ে আযান শুনে। একথা বলে তিনি খুব বেশী কাঁদতে লাগলেন।

১৪১. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু জাকারিয়া নাখশালী যখন আযান শোনতেন, চেহারা বদলে যেতো। খুব বেশী কাঁদতেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দেন, কিয়ামত দিনের চিৎকার ধ্বনির সামঞ্জস্য পাই আযানের মধ্যে। একথা বলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

১৪২. হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুয়াজ্জিন আবু খালিদ যখন আযান দিতেন, খুব কাঁদতেন। কোনো সময় আযান শেষে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করতেন। প্রশ্ন করা হলো, আযানের সময় অস্থির হয়ে পড়েন কেন? কেঁদে কেঁদে জবাব দেন, আমি তো তাতে কিয়ামতের মিল পাই। এরপর বেহুঁশ হয়ে যান। সুফিয়ান আরো বলেন,

তাঁকে এও বলতে শোনেছি, যদি আযানের পর একটু বিশ্রাম না করি, মনে হয় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে!

১৪৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, লোকজন তাঁকে মুয়াজ্জিন আবু খালিদ সম্পর্কে বলেছেন, আযান শেষে তিনি বলতেন, প্রভু! তোমার জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মুখে কেবল তোমারই জিকির। তোমাকে পাওয়ার আশায়, তোমার আওলিয়াদের জ্ঞান-বুদ্ধি গাইরুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রভু! তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো, তাঁদের আহ্বান কবুল করো। করুণাময়! আমাদের উপর তোমার করুণা ছড়িয়ে দাও।

১৪৪. হযরত কাদিম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মসজিদে ফুজাইল ইবনে আয়াজের কাছে বসা ছিলাম। মুয়াজ্জিন যখন আযান দিলেন, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের পানিতে মাটি সিক্ত হয়ে পড়ে। এরপর বলেন, আযানের মধ্যে কিয়ামত দিবসের সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। একথা বলে আরো বেশী কাঁদলেন।

পবিত্রতা অর্জনের সময় ক্রন্দন

১৪৫. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে হাফস কুরাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আলী ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন অযু করতেন, চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করতো। পরিবার পরিজন জিজ্ঞেস করলেন, অযুর মধ্যে এমন অবস্থা হয় কেনো? জবাব দেন, জানো! কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানসুর ইবনে জাদানকে দেখেছি, যখন অযু করতেন, চোখ দু'টো অশ্রুসজল হয়ে ওঠতো, জোরে জোরে কাঁদতেন। জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ আপনার উপর করুণ বর্ষণ করুন! আপনার এ কী অবস্থা? জবাবে দেন, আমার চেয়ে করুণা অবস্থা আর কারো হতে পারে কি? যে সত্তার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি, তিনি তো কখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন বা নিদ্রামগ্ন হন না।

১৪৭. হযরত নাঈম ইবনে মুয়াররা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলাইমী যখন অযু করতেন, তাঁর শরীর কেঁপে উঠতো। চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তো। খুব কাঁদতেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিতেন, এক মহান কাজ আদায়ের সংকল্প করছি। আমি তো আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি।

গোপনে রোদন

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে কাব বয়ান করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি কেঁদে উঠলো। বয়ান বন্ধ করে বললেন, কে কাঁদছে? জবাবে বলা হলো, অমুক গোত্রের একজন ক্রীতদাস। বর্ণনাকারী বলেন, মনে হলো তিনি এরূপ কাঁদা অপছন্দ করলেন।

১৪৯. হযরত আবু মাশার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে কাব যখন বয়ান দিতেন, চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তো। যদি অন্য কাউকে ক্রন্দন করতে শোনতেন, ধমক দিয়ে বলতেন, এটা কী?

১৫০. হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আইয়ুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদতে কাঁদতে নিজের নাকে ধরে বললেন, এটা হলো শ্লেষ্মা। ক্রন্দনের কারণে কখনো কখনো বের হয়। আরেকবার ক্রন্দনের সময় গোপনীয়তার চেষ্টা করে বলেন, বার্ধক্যের কারণে মানুষের কাশি ওঠে ও শ্লেষ্মা পড়ে!

১৫১. হযরত কাহমাস ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাছে বসে এক ব্যক্তি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লো। মনে হলো তার মধ্যে ব্যাকুলতা এসে গেছে। তখন উমর তাকে আঘাত করলেন।

১৫২. হযরত আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু সায়িলের মধ্যে যখন কথাবার্তা কিংবা তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন আসতো, তখন হাসি দিয়ে তা থেমে দিতেন।

১৫৩. হযরত রাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বয়ান করছিলেন, এক লোক কেঁদে ওঠলো। হাসান বললেন, কী উদ্দেশ্যে কাঁদছো, এ সম্পর্কেও আল্লাহ পাক তোমাকে শেষ বিচারের দিন প্রশ্ন করবেন।

১৫৪. হযরত ইসাম রামালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বয়ান করছিলেন, মজলিস থেকে একব্যক্তি হঠাৎ কেঁদে ওঠলো। হাসান বলেন, যদি আল্লাহর জন্য কেঁদে থাকো তবে নিজেকে তিরস্কার করলে। আর যদি গ্বাইরুল্লাহর জন্য কাঁদো, তুমি ধ্বংস হয়ে গেলে।

১৫৫. হযরত হাম্মাদ ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আইয়ুব কোন একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করছিলেন, এক পর্যায়ে তাঁর হৃদয় গলে গেলো। যেনো কেঁদো ফেলবেন। তখন শ্লেষ্মা নির্গত করলেন, আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, বৃদ্ধ লোকের জন্য শ্লেষ্মা পড়া বেশ কঠিন সমস্যা।

১৫৬. হযরত হুরায়ব ইবনে সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মনসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। এরপর মজলিস ত্যাগ করার আগে কয়েকবার চোখ মুছলেন।

১৫৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আইয়ুব কাঁদলেন। ক্রন্দন সম্বরণ করতে না পেরে মজলিস ত্যাগ করে চলে গেলেন।

১৫৮. হযরত বুস্তাম হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আইয়ুবের হৃদয় যখন গলে যেতো, চোখ দিয়ে পানি গড়াতো। তখন বন্ধুদের নিকট থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন, নাক ধরে রাখতেন। মনে হতো শ্লেষ্মা এসে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে মজলিস ছেড়ে চলে যেতেন।

১৫৯. হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসী যখন অসুস্থ ছিলেন, সাবিত তাঁকে দেখতে আসলেন। 'ক্রন্দনকারী' ইয়াহইয়া তাঁকে সালাম জানালেন। সাবিত বললেন, আপনি কে? অন্য এক ব্যক্তি তার পরিচয় দিলেন, তিনি আবু মুসলিম ইয়াহইয়া। সাবিত আবার জিজ্ঞেস করেন, আবু মুসলিম কে? পরিচয় দেওয়া হলো তিনি 'ক্রন্দনকারী' ইয়াহইয়া। এতদশ্রবণে সাবিত বলেন, সেদিনটি তোমাদের জন্য খুবই অনিষ্টকর, যেদিন তোমরা তাকে 'ক্রন্দনকারী' উপাধি দিয়েছ।

১৬০. হযরত আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হুজাইফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামাযে কাঁদলেন। নামায শেষে দেখলেন, পেছনে এক ব্যক্তি বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, খবরদার! আমার এ অবস্থা কাউকে বলবে না।

১৬১. হযরত হাসান ইবনে রাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে যখন কাঁদার ভাব আসতো, প্রকাশ হওয়ার আতঙ্কে মজলিস থেকে চলে যেতেন। আর কোন কোন সময় অন্য আলোচনায় মনোনিবেশ করতেন।

১৬২. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এমন অনেক লোককে পেয়েছি যারা একই বালিশে স্ত্রীকে নিয়ে মাথা রাখতেন। চোখের পানি গাল বয়ে পড়তো অথচ স্ত্রী তা টেরই পেতেন না। এমনও মানুষ পেয়েছি, যারা দাড়াতেন একই সারিতে, একজনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তো অথচ অপরজন তা বুঝতেই পারতেন না।

১৬৩. হযরত মা'মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে বসে এক ব্যক্তি কেঁদে উঠলো। হাসান বললেন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ যখন কাঁদতেন পাশেরজন তা বুঝতে পারতেন না।

১৬৪. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এমন মানুষও ছিলেন, স্ত্রীর পাশে থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত কেঁদেছেন, কিন্তু স্ত্রী তা কোনদিন জানতেই পারেন নি।

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসজিদে হাসসান ইবনে আবি সিনান উপস্থিত হতেন। মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কথা বলতেন, হাসসানের চোখের পানি মাটিতে পড়ে ধূলোবালি সিক্ত হতো, কিন্তু কোন আওয়াজ শোনা যেতো না।

পাপের ভয়ে আহাজারি

১৬৬. হযরত উকবা ইবনে আমীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন:
يَا رُسُوْلَ اللهِ ، مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : اِمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির পথ কি? জবাব দিলেন, জবান নিয়ন্ত্রণ করো, ঘরে অবস্থান করো, কৃতপাপের জন্য কাঁদতে থাকো।

১৬৭. হযরত আবদ ইবনে আবদুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার বাবা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, প্রতিপালককে ভয় করো, জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখো আর পাপের কথা স্মরণ করে কাঁদো।

১৬৮. হযরত মিসমা ইবনে আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এবং আবদুল আজিজ ইবনে সালমান নাশিরা ইবনে সাঈদ হানাফীর নিকট গেলাম। তিনি এমন ছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখদুটো নষ্ট হয়ে যায়। আমরা তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দিলেন। আবদুল আজিজ তাঁকে সালাম জানালেন। নাশিরা বললেন, কে, আবু মুহাম্মাদ নাকি? জবাব দিলেন, জি হ্যাঁ। নাশিরা জিজ্ঞেস করেন কেনো এসেছ? জবাব দিলেন, আপনি পাপের জন্য কেঁদে থাকেন, আমরা এসেছি এই আশায়, যেনো পাপের জন্য কাঁদতে পারি। একথা শোনে তিনি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আবদুল আজিজ তাঁর মাথার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করলেন, নাশিরার পরিবার-পরিজনকে ডেকে আনলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে কাঁদলেন। বর্ণনাকারী আসিম বলেন, ক্রন্দনের রোল যখন বেশী হয়ে হলো, আমি গোপনে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

১৬৯. হযরত সালামা ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জিয়াদ অট্টহাসি দিয়ে ওঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। একথা বলেই খুব বেশী করে কাঁদলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ পাক আমীরকে সংশোধন করে দিন! আপনি হাসলেন তারপর সাথে সাথেই কাঁদলেন, কারণ কি? জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! একটি গুনার কথা আমার স্মরণ হয়ে গেছে। যখন আমি এই গোনাহ্‌র সাথে জড়িয়ে পড়ি খুব আনন্দভোগ করি। কিন্তু যখন এই পাপের শস্তির চিন্তা আসলো, আর না কেঁদে পারি নি। এটুকু বলে আবার কাঁদতে লাগলেন।

১৭০. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন রিয়াহ ইবনে কাইসিকে মসজিদে দেখলাম, লক্ষ করলাম তিনি কাঁদছেন। যখন ঘরে পেতাম তখনও দেখি তিনি কাঁদছেন। একদিন বললাম, সারাটি জীবনই তো কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। একথা শোনে আবার কেঁদে ওঠলেন এবং বললেন, পাপীর জন্য ক্রন্দন ছাড়া আর করার কী আছে বলুন?"

১৭১. হযরত মূসা ইবনে ঈসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক যুবককে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, যুবক! কাঁদছো কেন? সে জবাব দিলো, অতীতের গুনাহ স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। এতদশ্রবণে হুজায়ফাও কাঁদলেন। এরপর বললেন, হ্যাঁ ভাই! গুনার সমপরিমাণ ক্রন্দন করা চাই। একথা বলে যুবকের হাত ধরে এক কোণে গেলেন। উভয়ে একসাথে কাঁদতে লাগলেন।

১৭২. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা হাসান ইবনে সালেহের নিকট ছিলাম। তাঁর মধ্যে ক্রন্দনের ভাব আসলো। আরেক লোক জোরেসুরে কাঁদতে লাগলো। মজলিস থেকে অপর এক ব্যক্তি বললো, ভাই! নিজের জন্য এরূপ কাঁদো। যে ব্যক্তি নিজের উপর করুণা করে না, তার কোন কল্যাণ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, হাসানকে এই

বাক্যটি বার বার বলতে শোনেছি। মনে হলো এটা তাঁর কাছে খুব ভালো লেগেছে।

১৭৩. হযরত কায়স ইবনে সুলাইম আম্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জাহহাক ইবনে মুজাহিম বিকেল বেলা কাঁদতেন। জিজ্ঞেস করা হলো কাঁদেন কেন ? জবাব দিলেন, জানি না, আমার কোন্ আমল আজ উপরের দিকে চলে গেছে?

১৭৪. হযরত জুহায়ের সালুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি ক্রন্দনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। সবসময় তিনি কাঁদতেন। তাঁর এক ভাই তিরস্কারের সুরে বললেন, আল্লাহ তোমাকে করুণা করুন! দীর্ঘদিন ধরে তুমি কাঁদছো কেন? তিনি কেঁদে কেঁদে জবাব দেন, পাপের আধিক্য দেখে কাঁদছি। পাপীদের কাজই তো হলো কাঁদা। পেরেশানী দূর করার জন্য চোখের পানি কেন, রক্ত ঝরাতে হলেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। একথা বলে তিনি আরো বেশী কাঁদলেন এবং অজ্ঞান হয়ে যান। প্রশ্নকারী তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন।

১৭৫. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মাগফিরাত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সাথে ছিলেন হাওশাব ইবনে মুসলিম। তার প্রসিদ্ধি ছিল, তিনি জিক্‌রের সময় খুব কাঁদতেন। তখন মাগফিরাতের আলোচনা শোনে কাঁদতে লাগলেন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

১৭৬. হযরত আবু ইমরান জাওনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন ঝড়-ঝঞ্ঝা শুরু হবে, বুঝা যাবে তখন ক'জন মুক্তি পাচ্ছ?

১৭৭. হযরত তালহা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি অনেক পাপ করেছিলেন। প্রতিটি পাপের জন্য তিনি আলাদাভাবে কাঁদতেন। তার

খাদিম বললেন, এটা যদি আপনার অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে অন্ধ হয়ে যাবেন।

১৭৮. হযরত আবু আবদুর রাহমান মাগাজিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শাম দেশের সমুদ্র সৈকতে বিচরণকালে এক ব্যক্তি বললেন, আবিদরা যদি পাপের জন্য কাঁদেন, তাহলে তাদের শরীর দিয়ে রক্ত ও পানি বেরিয়ে আসবে। শরীর শুকিয়ে রক্ত-পানিশূন্য হবে। আতঙ্কে তাঁদের রূহ চক্কর দিতে থাকবে। তারা সেদিনকে ভয় করবেন, যেদিন গর্ভবতী মহিলা জানতে পারবে না, সে কী প্রসব করেছে? একথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

১৭৯. হযরত সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু সুলায়মান জীবনভর কাঁদলেন। বার বার এ কথাটি বলতেন, পাপের বিচার হওয়ার পূর্বে কাঁদতে থাকো। নিজের হিসাব নিয়ে ভাবো। অতীতে যেসব অশুভ কাজ করেছ, যদি ভাবতে তাহলে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করতে, ইখলাস অবলম্বন করতে। প্রভু খুবই করুণাময়! আমরা তো তার ভৃত্য।

১৮০. হযরত বুহাইম আযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমুদ্রভ্রমণে আমাদের সাথে একজন যুবক ছিলেন। তিনি দিনরাত কাঁদতেন। একজন তাকে তিরস্কার করে বললো, নিজের প্রতি একটু করুণা করুন! যুবক বললেন, যদি সারা জীবনই কাঁদি তবুও ক্রন্দন অল্প হবে! তার এ কথা শোনে উপস্থিত সকলেই কাঁদতে লাগলেন।

১৮১. হযরত উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বুহাইম একজন চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। তিনি সমুদ্র-ভ্রমণের সময় পূর্বে বর্ণিত সেই যুবকের অবস্থা স্মরণ করে কাঁদতেন। তিনি বলতেন, ঐ যুবক নিজের উপর বেশ করুণা করেছে। একথা বলে তিনি আরো বেশী কাঁদতেন।

১৮২. হযরত মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কারী আবু জাফরকে রাতের গভীরে কাঁদতে শোনেছি। কেঁদে কেঁদে বলতেন, সারা জীবন

তোমার পাপের জন্য কাঁদতে থাকো, কাঁদার চেষ্টা করো। ক্রন্দন চিন্তা-ফিকিরকে দূর করে দেয়। দিনের বেলায় সংঘটিত পাপের কথা কখনো ভুলবে না। পাপ তো মানুষকে একদম ঘিরে ফেলে। তিনি এসব কথা বার বার বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।

১৮৩. হযরত বহর আবু ইয়াহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমুদ্র সৈকতে এক আবিদকে কাঁদতে দেখলাম। তাকে ঘিরে তার বন্ধু-বান্ধবরাও কাঁদছিলেন। আবিদ বললেন, কাঁদো! কাঁদতে থাকো! ক্রন্দন ছাড়া মুক্তির পথ নেই। কেঁদে কেঁদে আরো বলেন, কেউ কাঁদে দুনিয়ার জন্য, আর আমরা কাঁদছি পাপ মোচনের জন্য। একথা শোনে বন্ধুরা আরো বেশী কাঁদলেন।

১৮৪. হযরত সালেহ মুররী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পাপের জন্য নিজেই কাঁদো, মৃত্যুর পর তোমার পাপের জন্য কি আরেকজন কাঁদবে? একথা বলার পর কাঁদতে থাকেন, আর বলেন, ভাইসব! পাপের জন্য কাঁদো, পাপাসক্ত হৃদয়ে কল্যাণ পৌঁছে না।

অশ্রুতে যাদের চোখ নষ্ট হয়েছে

১৮৫. হযরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জিয়াদ ইবনে মাতার কাঁদতে কাঁদতে চোখ নষ্ট করে দিলেন। এভাবে তাঁর পুত্র আলা ইবনে জিয়াদও ক্রন্দন করে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন কিছু করতেন বা কথা বলতেন, শিশুর মতো কেঁদে কেঁদে অন্যের সাহায্য নিতেন।

১৮৬. হযরত উমর ইবনে যার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উসায়দ জাব্বিকে বললাম, কাঁদতে কাঁদতে চোখ নষ্ট করে ফেললেন। জবাবে বলেন, আর কী করব, বলুন? বললাম, একটু সম্বরণ করলে ভালো হতো না? তিনি বলেন, কেনো, আল্লাহর পক্ষ থেকে কি আগুন থেকে মুক্তির কোন নিশ্চয়তা এসেছে? একথা বলে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

১৮৭. হযরত আবু নাঈম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আলা ইবনে আবদুল করিম এতো বেশী কাঁদতেন, শেষ পর্যন্ত উভয় চোখ নষ্ট হয়ে গেল।

১৮৮. হযরত শিহাব ইবনে আব্বাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বুখাইম আবু বকরকে দেখেছি, অধিক ক্রন্দনের কারণে তাঁর চোখের পাতা পড়ে গিয়েছিলো। চোখদ্বয় সর্বদা সিক্ত থাকতো। তাঁর ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, বুখাইম সব সময় চোখ মুছেন কেন? বললেন, তিনি আত্মসংশোধনের জন্য খুব বেশী কাঁদেন। এ কারণেই চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

১৮৯. হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অধিক ক্রন্দনের কারণে মনসুরের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। রাত কাটাতেন নামায পড়ে, দিনের বেলা রোযা রাখতেন। তাঁর জননী পুত্রের কাঁদা দেখে বলতেন, আমি মরে গেলেও হয়তো তুমি এতো বেশী কাঁদবে না!

১৯০. হযরত কাবিসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মালিক ইবনে মুগাউয়ালের চোখ সব সময় ভেজা থাকতো। অধিক ক্রন্দনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি দেখেছি, যখন কথা বলতেন, দাঁড়ি বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তো।

১৯১. হযরত কিলাব ইবনে জারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বাইতুল মাকদিসে একজন যুবককে দেখলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ কাঁদার কারণে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! এভাবে কাঁদলে শরীর সুস্থ থাকবে কি করে? কেঁদে কেঁদে বললেন, প্রভু যা চান তা করবেন। যদি ইচ্ছা করেন চোখ নষ্ট হয়ে যাক, তবে তা-ই হবে। আমার শরীর তো আমার নিকট খুব সম্মানী। পরকালের সুখ-শান্তির প্রত্যাশায় আমি কাঁদছি। পরজীবনের সুখশান্তি লাভ না হলে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা হবে চিরকালের দুর্ভাগ্য। আমি তো আল্লাহ থেকে গাফিল ছিলাম, তাই ভীষণ চিন্তায় আছি। এটুকু বলে যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

১৯২. হযরত মুআয ইবনে জিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয্দ গোত্রের একজন যুবক ছিলেন, যার চোখ দু'টো অতিরিক্ত ক্রন্দনের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেকে তাঁকে এজন্য তিরস্কার করলেন। তিনি বলতেন, ক্রন্দন তো সত্যবাদী লোকদের ওরাসত। এই ক্রন্দনই তাঁদেরকে পরকালের কল্যাণের দিকে নিয়েছে। প্রভু কি একথা বলেন নি, বান্দাহ! আমার নিকট চলে এসো। পরকালীন সকল কল্যাণ তো আমার কাছে?

আল্লাহর শপথ! বাকী জীবন কেঁদে কাটাবো। আখিরাতের জীবন যখন এসে যাবে, আমি আমার কষ্টের বিনিময় আল্লাহর নিকট থেকে পেয়ে যাবো।

১৯৩. হযরত শাজ ইবনে ফাইয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হিশাম দাস্তাওয়ায়ী কাঁদতে কাঁদতে উভয় চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর চক্ষু খোলা থাকতো, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ছিলো না।

১৯৪. হযরত বিশর ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দন করতে করতে বুদাইল উকাইলীর চোখে ক্ষতচিহ্ন পড়ে গেল। কেউ তিরস্কার করলে বলতেন, কিয়ামত দিবসের দীর্ঘ এবং তীব্র পিপাসার ভয়ে এভাবে কাঁদছি।

১৯৫. হযরত হিশাম ইবনে হাসসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াজিদ রুকাশী এক নাগাড়ে চল্লিশ বৎসর ক্রন্দন করার ফলে চোখের পাতা লটকে যায়। চোখ হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। অশ্রু ঝরতে ঝরতে গালের মধ্যে দাগ পড়ে যায়।

১৯৬. হযরত সাঈদ ইবনে আমির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অধিক ক্রন্দনের কারণে বুদাইল উকাইলীর চোখদ্বয় নষ্ট হয়ে ।

১৯৭. হযরত সাঈব ইবনে আমির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশী কাঁদতে কাঁদতে হিশাম ইবনে আবদুল্লাহর উভয় চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তিনি কোন লোকের দিকে চেয়ে থাকলেও কথা না শুনা পর্যন্ত চিনতে পারতেন না।

১৯৮. হযরত সালাম আবুল আজওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অধিক কান্নার ফলে মানসুরের চোখদ্বয় সংকোচ হয়ে পড়ে।

১৯৯. হযরত জুহায়র সালুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দনের কারণে ইয়াজিদ রুকাশীর চোখের পাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অশ্রু ঝরতে ঝরতে তাঁর চেহারা পর্যন্ত ঝলসে পড়েছিল।

২০০. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উসায়র জাব্বী কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। এজন্য তাঁকে তিরস্কার করা হতো। তিরস্কার শোনে কাঁদতেন আর বলতেন, আমি এখন শান্ত হবো না। আগামীকাল তো মৃত্যুর আগমন হবে, সুতরাং থামবো কি করে? আল্লাহর

শপথ! কাঁদবো, কাঁদবো, আরো বেশী কাঁদবো। ক্রন্দন করে যদি কল্যাণ লাভ করি তাহলে এটি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর বিশেষ দয়া। বর্ণনাকারী বলেন, বেশী ক্রন্দনের কারণে, তাঁর প্রতিবেশীরা সময় সময় কষ্টবোধ করতো।

২০১. হযরত সালামাতুল আবিদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা বলেন, উবায়দা বিনতে আবু কিলাব চল্লিশ বৎসর কাঁদলেন। ফলে চোখ দু'টো নষ্ট হয়ে যায়।

২০২. হযরত মিসমা ইবনে আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশী কাঁদার কারণে নাসিরা ইবনে সাঈদ হানাফীর চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

২০৩. হযরত গাজিরা ইবনে কারহাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফারক্বাদ সাবাখী দীর্ঘদিন যাবৎ কাঁদার কারণে চোখ নষ্ট করে ফেলেন। চোখের পাতা লটকে গিয়েছিল।

২০৪. হযরত আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাবিতকে বলেন, আপনার চোখ তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ মুবারকের মতো। একথা শ্রবণ করে সাবিত এতো বেশী কাঁদলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যান।

২০৫. হযরত কাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়র খুব বেশী কাঁদতেন। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যান।

২০৬. হযরত মু'তামির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশী কাঁদার ফলে ইয়াজিদ রুকাশীর চোখের পাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২০৭. হযরত জাফর ইবনে সুলায়মান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অধিক কাঁদার কারণে সাবিতের চোখ দু'টো বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলো।

চিকিৎসক বললেন, ক্রন্দন না করলেই তবে চিকিৎসা করতে পারি। তিনি উত্তরে বললেন, যে চোখ দিয়ে পানি আসে না, সে চোখ থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

২০৮. হযরত জাফর ইবনে সুলায়মান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাবিত বুনানী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাঁকে বললেন, আমাকে একটি বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করুন। সুস্থ হয়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলেন, নিশ্চয়তা কিসের? ডাক্তার বললেন, কাঁদতে পারবেন না। জবাব দেন, দেখুন! যে চোখ দিয়ে পানি আসে না- তার মধ্যে তো কোন কল্যাণ নেই।

চেহারায় কান্নার চিহ্ন

২০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দনের ফলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চেহারায় দু'টি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

২১০. হযরত আবু রাযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখমণ্ডলে জুতার ফিতার মতো কালো রেখা অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, চোখের পানি গড়িয়ে পড়ার ফলে।

২১১. হযরত জুহাইর সালাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কাঁদার ফলে ইয়াযিদ রুকাশীর চেহারা ঝলসে যায়।

২১২. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেহারায় চোখের পানির দাগ পড়ে গিয়েছিল।

২১৩. হযরত মূসা ইবনে সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উকবার উভয় গালে অশ্রু ঝরে পড়ার চিহ্ন দেখেছি।

২১৪. হযরত উকায়বা ইবনে ফুজালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফজল ইবনে ঈসার উভয় গালে চোখের পানিতে চিহ্ন পড়ে যায়। মনে হতো তার গাল কেউ নখ দিয়ে চিরে ফেলেছ। গোটা জীবনই তিনি কেঁদে কাটিয়েছেন।

২১৫. হযরত জাফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ভাইসব! আল্লাহর শপথ! কান্নাকাটি যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকতো তাহলে গোটা জীবনই কেঁদে কাটাতাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এতো বেশী কাঁদতেন, তার গালে চোখের পানি ঝরার চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল।

জীবনটি যারা কেঁদে কাটালেন

২১৬. হযরত নুসায়র ইবনে জালুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রবি ইবনে খুসায়ম খুব বেশী কাঁদতেন। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যেতো। প্রায়ই বলতেন, আমরা একদল মানুষকে পেলাম, যাদের পাশে চোরের মতো বসে থাকতাম।

২১৭. হযরত মুসলিম ইবনে খালিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতেন চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যেতো।

২১৮. হযরত মুজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের একজন যুবক ছিলেন। তিনি দিনরাত কেঁদে কাটাতেন। কোন আলস্য আসতো না। অনুরোধ করা হলো, একটু অল্প করে কাঁদুন না! তিনি বলতেন, কেন অল্প কাঁদবো? আমার কাজ তো চেষ্টা-সাধনা করা। আল্লাহর শপথ! আমি এ চেষ্টা কখনো থামাবো না। বর্ণনাকারী বলেন, দিবানিশি ক্রন্দন করেই এই যুবক জীবন কাটালেন।

২১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বনী তামীম গোত্রের এক লোক আমার নিকট বর্ণনা করেন, হাসান ইবনে সালেহ রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় নামায পড়ে কাটাতেন। এরপর নামাযের মুসাল্লায় বসে শুধু কাঁদতেন। আলীও তাঁর কামরায় এসে কাঁদতেন। এছাড়া তাঁদের মাও দিনরাত কাঁদতেন। প্রথমে মা ইন্তিকাল করেন, এরপর আলী। তারপর হাসানের মৃত্যু ঘটে। বর্ণনাকারী বলেন, হাসানকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করি, আপনার মায়ের অবস্থা বলুন। উত্তরে বললেন, জীবদ্দশায় দীর্ঘদিনের ক্রন্দনের ফলে তিনি চিরকালের আনন্দ লাভ করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আলীর অবস্থা কী? জবাব দিলেন, আলী ভালোই আছে। জিজ্ঞেস

করি, এবার বলুন আপনি কেমন আছেন? বলেন 'আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া ভরসার আর কী আছে?' একথা বলে তিনি চলে যান।

২২০. হযরত মুয়াওয়িয়া আজরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলাইমীকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মনে কি চায়? জবাব দিলেন, কাঁদতে চাই। কাঁদতে কাঁদতে যেনো কাঁদার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলি! তিনি রাতদিন কাঁদতেন। সর্বদা চেহারায় চোখের পানি ঝরতে দেখা যেতো।

২২১. হযরত জাফর ইবনে সুলায়মান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলাইমিকে দু'ব্যক্তি দেখতে গেলেন। তাঁরা তাঁকে কাঁদতে দেখেন। একজন বললেন, তিনি তো গত তিনদিন-তিনরাত যাবৎ কাঁদছেন। এরপর তারা উভয়ে বেরিয়ে আসলেন।

২২২. হযরত মুআজ ইবনে যিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম 'ক্রন্দনকারী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পাগড়ি পরিধান করতেন। অধিক ক্রন্দনের ফলে চোখের পানিতে পাগড়ির উভয় দিকের শিমলা ভিজে যেতো।

২২৩. হযরত আবু সাহল মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসির সাথে একটি জানাযায় ছিলাম। দেখতে পেলাম চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেছে। বসে আছেন একদম নীরবে। আমি কথাটি 'ক্রন্দনকারী' ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিমের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি যদি দুনিয়ার জীবনে কাঁদো, কবর জীবনের কাঁদা থেকে মুক্তি পাবে।

২২৪. হযরত সাঈদ ইবনে ফুজায়ল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসী উপর তলায় থাকতেন আর লোকজন থাকতো নীচ তলায়। এক ব্যক্তি আমাকে বললো, ওয়াসী সারারাত কাঁদতেন। ক্রন্দনে কোন অলসতা ও বিরক্তিবোধ হতো না।

২২৫. হযরত হিশাম কারদৌসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন আত্মীয় বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসীর সাথে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে গেলেন। এ সময় আলাযাহ [একজন মহিলা] তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, ওয়াসীর জন্য যখন রাত্র হয়, তখন গোটা বিশ্বটাও যদি মৃত্যুবরণ করে, তবুও তার মতো এতো ক্রন্দন হবে না।

২২৬. হযরত আবু উবায়দা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দের মজলিসে উৎবা নামক এক যুবক ৯ বৎসর লাগাতার শুধু কেঁদেছেন। আবদুল ওয়াহিদ বয়ান শুরুর পর থেকেই তিনি কাঁদতেন, নীরব হতেন না। লোকজন আবদুল ওয়াহিদকে বললো, উৎবার ক্রন্দনের কারণে আপনার কোন কথাই বুঝি না। তিনি বললেন, কি করতে পারি? উৎবা তো নিজেকে রক্ষার জন্য কাঁদছেন, কিভাবে তাঁকে বাঁধা দিই? যদি তাঁকে বারণ করি তাহলে জাতির জন্য এক নিকৃষ্টমানের বক্তায় পরিণত হবো।

২২৭. হযরত সালিম নাহিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমুদ্র তীরে এক রাতে উৎবাকে দেখতে পেলাম। রাত্র থেকে ভোর পর্যন্ত তিনি শুধু এ কথাই বলছিলেন, প্রভু! যদি তুমি আমাকে শাস্তি দাও, তবে তো আমি তোমার প্রেমিক! আর যদি করুণা করো, তবুও আমি তোমার প্রেমিক! এভাবে বার বার বলছিলেন।

২২৮. হযরত মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফুজায়ল ইবনে ইয়াজের পুত্র আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ফুজায়ল কাঁদতে ভালোবাসতেন। এমনকি যখন ঘুমোতেন, তখনও ঘরের লোকজন ক্রন্দনের আওয়াজ শোনতো।

২২৯. হযরত বারী ইবনে সাবিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরীকে দেখেছি চিত হয়ে শুয়ে কাঁদছেন।

২৩০. হযরত ইউনুস ইবনে উবায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা হাসান বসরীর সাথে যখনই সাক্ষাৎ করতাম, দেখতাম তিনি কাঁদছেন। কাঁদন দেখে আমাদের করুণা হতো।

২৩১. হযরত মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরীর কাঁদা দেখে আমাদের দিল গলে যেতো।

২৩২. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আয়জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখনই হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছি তাঁর উভয় চোখের মধ্যখানে একটি চিহ্ন পেতাম। মনে হতো এটা ক্ষতচিহ্ন। যখন তিনি নিজে বা অন্য কেউ আখিরাতের আলোচনা করতেন, তাঁর দু'চোখ যেনো চার চোখে পরিণত হতো!

২৩৩. হযরত রাবি আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াজিদ রুকাশী কাঁদতেন, বেহুঁশ হতেন। জ্ঞান ফিরে আসতো, আবার কাঁদতেন পুনরায় বেহুঁশ হতেন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে তাঁর পরিবারের নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। তিনি বলতেন, ক্রন্দনের দিন আসার আগে কাঁদো! আহাজারির দিন আসার আগে আহাজারি করো! তাওবাহর দরজা বন্ধ হওয়ার আগে তাওবাহ করো! নূহ আলাইহিস-সালামকে 'নূহ' বলা হতো এজন্য, তিনি 'নাওয়াহ' তথা অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন। তাই যুবক-বৃদ্ধরা! তোমরা নিজেদের জন্য কাঁদো। তিনি এসব কথা বলতেন, আর দাড়ি ও গাল বেয়ে চোখের পানি ঝরে পড়তো।

২৩৪. হযরত ফুজায়ল ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ঘটনাটি আমার বোন বর্ণনা করেছেন। বনী তামীম গোত্রে আবদুল ওয়াহহাবের এক বন্ধু ছিলেন। যখনই বন্ধুদ্বয়ের সাক্ষাৎ হতো, উভয়ে একত্রে কাঁদতেন। এমনকি কোন সময় সকাল থেকে যুহর পর্যন্ত ক্রন্দন চলত। আমি মুহাম্মদকে বললাম, বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলেই উভয়ে কাঁদা শুরু করে দাও, কেউ কারো কথা শোন না? ভাই জবাব দেন, চুপ থাকো! দুনিয়া তো

আনন্দের জায়গা নয়। স্থায়ী আরাম-আয়শের ক্ষেত্র নয়। পরকালের পাথেয় যে সংগ্রহ করলো, সে-ই তো সৌভাগ্যবান। আল্লাহর শপথ! ক্রন্দন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি। যদি ক্রন্দন না হয়, তাহলে দুনিয়ার জীবনের পেরেশানীর কারণে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। বোন বলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁর এ কথাটি আমাকেও কাঁদিয়েছে।

২৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবনে আবি রাওয়াদ যখন কথা বলতেন, গাল বেয়ে অশ্রু ঝরত। এভাবে উহায়ব যখন কথা বলতেন, চোখ দিয়ে পানি বর্ষণ হতো।

২৩৬. হযরত সাঈদ ইবনে আমির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অধিক 'ক্রন্দনকারী' ইয়াহইয়া গোল করে পাগড়ি বাঁধতেন। চোখের পানিতে পাগড়ির শিমলা ভিজে যেতো।

২৩৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কথা বলতেন, শ্বাস-প্রশ্বাস পানি মিশ্রিত হয়ে যেতো। যখনই তাঁর কাছে বসেছি কেবল কেঁদেছি।

২৩৮. হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তুমি যদি হাসান বসরীকে দেখো, তাহলে তাঁর কথা শুনার পূর্বেই তুমি কেঁদে ফেলবে। হাসানকে দেখবে আর কাঁদবে না, এরূপ কোনো মানুষ আছে? এটুকু বলে আবদুল ওয়াহিদ খুব বেশী কাঁদলেন।

২৩৯. হযরত মালিক ইবনে মুগাউয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দিনরাত কাঁদতেন। তাঁর মা বললেন, যদি তুমি কাউকে হত্যা করতে, তাহলে তার পরিবার-পরিজন তোমার এই ক্রন্দন দেখে হয়তো মাফ করে দিত। একথা শোনে তিনি আরো কাঁদলেন এবং বললেন, মা-জননী! আমি তো নিজেকে হত্যা করে ফেলেছি! ছেলের মুখ থেকে এরূপ কথা শোনে মা-ও কাঁদতে লাগলেন।

২৪০. হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাঈদ ইবনে সাঈদ সব সময় কাঁদতেন। চোখের পানি শুকাতো না। তাওয়াফ করছেন, কাঁদছেন। কুরআন তিলাওয়াত করছেন, কাঁদছেন। রাস্তায় আছেন, তখনও কাঁদছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে তিরস্কার করলো, তখনো কাঁদলেন। এরপর বললেন, হ্যাঁ অধিক কাঁদার কারণে আপনি আমাকে তিরস্কার করছেন। কিন্তু ক্রন্দন তো আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। লোকটি বলেন, তাঁর এ কথা শোনে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলাম।

২৪১. হযরত হাইসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার বাবা উবায়দ সায়রাফী বলেন, এক বৎসর হাসান বসরীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। দেখতাম, চোখের পানিতে তার দাড়ি যেন সব সময় ভিজে থাকত।

২৪২. হযরত সুহায়ল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সাথে সালাতুল আসর আদায় করলেন। সালাম ফেরানোর পর হাতের আঙ্গুলে কামড় দিলেন। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

২৪৩. হযরত মুসলিম নাহহাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সাওকার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। তিনি কেবল একটি কথাই বলতেন, পূর্ববর্তী কোন মানুষের কাছে যে দিন যে রাত চলে গেছে তা আর কখনো ফিরে আসে নি। একথা বলতেন আর কাঁদতেন।

ক্রন্দনের কারণে যারা তিরস্কৃত হতেন

২৪৪. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইয়াজিদ ইবনে মুরসাদকে বললাম, কী ব্যাপার! আপনার চোখ শুকায় না কেন? জবাব দিলেন, তোমার জানার উদ্দেশ্য কী? বললাম, হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, ভাই! আল্লাহ আমাকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। যদি তাঁর অবাধ্যতা করি তিনি অগ্নির মধ্যে বন্দী করবেন। আল্লাহর শপথ! যদি তিনি আমাকে গোসলখানায়ও বন্দী রাখার ভয় দেখাতেন, তথাপি আমার চোখ অশ্রুসিক্ত থাকতো।

২৪৫. হযরত সালামা ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, লোকজন ইয়াজিদ রুকাশীকে প্রশ্ন করলেন, অধিক ক্রন্দনে আপনি বিরক্তিবোধ করেন না? তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু কি কখনো পরিতৃপ্ত হয়? আল্লাহর শপথ! দুনিয়ার জীবনে চোখের পানি আসতে আসতে যদি রক্ত আসে এবং এরপর পুঁজ বের হয় তবুও তা আমার নিকট প্রিয়। আরো বললেন, জানতে পেরেছি, জাহান্নামীদের চোখের পানি পড়া যখন বন্ধ হবে তখন রক্ত ঝরবে। যদি সেই রক্তের বন্যায় নৌকো ছাড়া হয় তথাপি তা ভেসে চলবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বেঁচে আছে সে কাঁদবে না তো কি করবে? আরো বলেন, ইয়াজিদ! ক্রন্দনের যুগ আসার আগে নিজের জন্য কাঁদতে থাকো। হযরত নূহ আলাইহিস-সালামকে 'নূহ' এজন্যই বলা হতো, তিনি নিজের জন্য কাঁদতেন। ইয়াজিদ! তোমার মৃত্যুর পর কে তোমার জন্য নামায পড়বে, কে রোযা রাখবে, কে তোমার জন্য প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করবে? তিনি এসব কথা বার বার বলছেন আর কাঁদছেন। তারপর বলেন, ভাইসব! তোমরা কাঁদতে থাকো, না পারলে নিজেকে কাঁদাও! যদি ক্রন্দন করতে অপারগ হও তাহলে যে কাঁদে তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হও!

২৪৬. হযরত ইসমাঈল ইবনে জাকওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াজিদ রুকাশী ঘরে প্রবেশ করলে কাঁদতেন, জানাযায় শরীক হলে

কাঁদতেন, বন্ধু-বান্ধবরা যখন কাছে বসতেন তখনও নিজে কাঁদতেন এবং তাঁদেরকেও কাঁদাতেন। তাঁর ছেলে একদিন বললেন, বাবাজান! আর কতো কাঁদবেন? আল্লাহর শপথ! জাহান্নাম যদি কেবলমাত্র আপনার জন্য সৃষ্টি করা হতো তবুও হয়তো এতো কাঁদতেন না। তিনি জবাব দেন, এ কী বলছ? দোযখ তো আমি, আমার বন্ধু-বান্ধব ও আমাদের জিন্নাত ভাইদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তুমি কি পাঠ করো নি,

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ [হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব] তুমি কি পড়ো নি, يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ [তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুণ্ড ছাড়া হবে, তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না] এভাবে তিলাওয়াত করে করে যখন এই আয়াতে আসতেন:

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ أٰنٍ [তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে।] তখন ঘুরপাক খেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তাঁর স্ত্রী সন্তানকে বললেন, পুত্র! তোমার বাবার সাথে এ কী আচরণ করছো? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো বিষয়টিকে কেবল সহজ করার চেষ্টা চালাচ্ছি। তিনি যে নিজেকে মেরে ফেলবেন, তাতো আমি কল্পনাও করি নি।

২৪৭. হযরত আবদুন নূর ইবনে ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার বাবা ইয়াজিদ রুকাশী কেঁদে কেঁদে বন্ধুদেরকে বলতেন, অন্ধকার দিন আসার পূর্বে কাঁদো! আগামীকাল কাঁদার আগে আজই কাঁদো! যেদিন কাঁদলে কোন উপকার হবে না, সেদিন উপস্থিত হওয়ার আগেই কাঁদো! দুনিয়ার জীবনে বেশী করে কাঁদো! এসব কথা বলে চিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

২৪৮. শাম দেশের উমাইয়া নামক ব্যক্তি বনী সাহাম ফটকের পাশে এসে নামায পড়তেন। খুব জোরে জোরে কাঁদতেন। চোখ বেয়ে পানি ঝরে পড়তো। একদিন গভর্ণর তাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করলেন, আপনি জোরে জোরে কেঁদে মুসল্লিদের নামাযের ক্ষতি করছেন। ভালো হতো যদি একটু আস্তে করে কাঁদতেন। উমাইয়া একথা শোনে কাঁদলেন এবং বললেন, চিন্তা ও পেরেশানীর দিনের কথা স্মরণ হলে আমি কাঁদি। কাঁদার মধ্যে আরাম বোধ করি। আরো বলতেন, অনুগত বান্দার চেয়ে আর কে সৌভাগ্যশীল হতে পারে? জেনে রাখো, একমাত্র আনুগত্যের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা তো দুনিয়া এবং আখিরাতে বাদশাহ। এভাবে তাওয়াফ পালনের সময়ও তিনি কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

২৪৯. হযরত ফায়জ ইবনে ফযল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মিসআর কাঁদলেন, সাথে তাঁর মাও কাঁদলেন। পুত্র মাকে জিজ্ঞেস করেন, মাগো! কিসের জন্য কাঁদছো? মা জবাব দেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি কাঁদছো- তাই আমিও কাঁদছি! পুত্র বললেন, ওহে আম্মাজান! যেদিন আমাদের উপর আক্রমণ হবে সেদিন ক্রন্দনই আমাদেরকে ছায়া দান করবে। মা বললেন, ওহে বৎস! এ আক্রমণ কিসের? পুত্র জবাব দেন, এটা হলো কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি। এরপর উভয়ে বেশ কাঁদলেন। মিসআর আরো বলতেন, যদি আমার মা না থাকতেন, একান্ত জরুরত ছাড়া মসজিদ ত্যাগ করতাম না। ঘরে বাইরে যেখানেই তিনি থাকতেন, কেবল কাঁদতেন। নামাযে কাঁদতেন। বসে বসেও কাঁদতেন।

২৫০. হযরত আবু হামযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি রিয়া কাইসির সাথে ভ্রমণে ছিলাম। একটি ছোট্ট ছেলে কেঁদে কেঁদে কাছে আসলো। রিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! কাঁদছো কেনো? শিশুটি কোনো জবাব দিতে পারলো না। এতে তিনিও কাঁদলেন । আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আবু হামযা! দোযখীদের জন্য আর কিসের মধ্যে শান্তি থাকতে পারে? এটুকু বলে তিনি কাঁদতে থাকেন।

২৫১. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ফাররুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রিয়াহ কাইসী আমার সাক্ষাতে আসলেন। রাতের বেলা আমাদের শিশু কেঁদে উঠলো। শিশুর সাথে তিনি কাঁদতে লাগলেন। সকাল পর্যন্ত অব্যাহত রইলো। ঘটনাটি একদিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি জবাব দিলেন, শিশুটির ক্রন্দন দখে জাহান্নামে অগ্নি দগ্ধ লোকদের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের তো কোন সাহায্যকারী নেই। একথা বলে তিনি আবার কাঁদতে লাগলেন।

২৫২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে সায়িব থেকে অতি দ্রুত ক্রন্দনকারী কোন লোক দেখি নি। তাঁকে একটু আবেগ-তাড়িত করলেই চোখ বেয়ে পানি ঝরে পড়তো।

২৫৩. হযরত ফাইয়াজ ইবনে মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জিয়াদ আসওয়াদ একদিন কাঁদতে লাগলেন। মাইমুন ইবনে মেহরান জিজ্ঞেস করলেন, জিয়াদ! আর কতো কাঁদবে? জবাব দিলেন, আবু আইয়ুব! কাঁদা ছাড়া আমার যে আর কিছু করার নেই।

২৫৪. হযরত সিরার আবু উবায়দা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলায়মির স্ত্রী বললেন, আতা খুব বেশী কাঁদেন। তাঁকে কিছু বলুন। আমি তাঁকে তিরস্কার করলে তিনি জবাব দিলেন, হে সিরার কেন তিরস্কার করছো? এটা তো আমার জন্য মঙ্গলময়। জাহান্নামের অগ্নিতে যারা পুড়বে তাদের কথা স্মরণ করছি। আমি নিজেও তাদের সাথী মনে করি। যে লোককে শিকলে বেঁধে জাহান্নামে টেনে নিয়ে নিক্ষেপ করা হবে, সে কী কাঁদবে না, চিৎকার করবে না?

২৫৫. হযরত সিরার আনাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলায়মির সাথে সাক্ষাৎ হলেই দেখতাম, উভয় চোখ অশ্রুসজল। তাঁর তুলনা চলে সন্তানহারা মায়ের সাথে । মনে হতো তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসী নন।

২৫৬. হযরত সালেহ মুররী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা সুলায়মীকে বললাম, আপনি কী আকাঙ্ক্ষা করছেন? তিনি এতে কাঁদলেন এরপর বলেন, আবু বশর! আল্লাহর শপথ! আমি তো অঙ্গারে পরিণত হতে চাই! দুনিয়া-আখিরাতে আমার কোন অস্তিত্ব যেনো না থাকে। সালেহ বলেন, আমি তাঁর এ কথাটুকু শোনে কাঁদতে থাকি। আল্লাহর শপথ! আমি জানি তিনি তো হিসাব দিনের জটিলতা থেকে মুক্তি কামনা করছেন।

২৫৭. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন সাধক আরেক সাধকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ক্রন্দনের কারণে তাঁর চোখ দু'টো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাক্ষাৎকারী সাধক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাব দিলেন, কেনো কাঁদবো না? আল্লাহর শপথ! আমি চাই পুরো জীবনটাই কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিই।

২৫৮. হযরত নাঈম তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মাইসারা কাইসী কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। বলা হলো, হযরত! নিজের উপর একটু দয়া করুন। জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! কোনো করুণা করবো না নিজের উপর। কিয়ামত যে আমার সামনেই। আমি তখন জানতে পারবো, প্রভুর কাছ থেকে শুভ না অশুভ ফল পাব। দীর্ঘ ক্রন্দনের দরুন মাইসারা কাইসী শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

২৫৯. হযরত আবিদ আবু ইয়াহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবাদান অঞ্চলে একজন আবিদকে দেখেছি। তিনি রাতদিন শুধু কাঁদতেন। বললাম, ভাই! আর কতো কাঁদবেন? একথা শোনে তিনি আরো কাঁদতে লাগলেন। বললেন, বলুন, কাঁদবো নয়তো কী কবরো? এটুকু বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

২৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়াজিদ রুকাশী চল্লিশ বৎসর কাঁদলেন। তাঁর চোখের পানি শুকাতো না। যখন বলা হতো, কেন এতো কাঁদছেন? বলতেন, আমি তো ক্রন্দনকারীদের মধ্যে অগ্রগামী হতে পারি নি।

অধিক ক্রন্দনকারীদের হৃদয়াকর্ষক কাহিনী

২৬১. হযরত যায়দ ইবনে ওয়াহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহর চোখের পানিতে পাথরের উপর দু'টি চিহ্ন পড়তে দেখেছি।

২৬২. হযরত যায়দ ইবনে ওয়াহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল্লাহকে কাঁদতে দেখেছি। তিনি হাত দিয়ে চোখের পানি মুছছিলেন।

২৬৩. হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি কাঁদা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন হতো তাহলে গোটা জীবনটাই কেঁদে কাটাতাম। যদি মানুষ আমাকে পাগল না বলতো, তাহলে মাথায় মাটি তুলে রাস্তাঘাট ও গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতাম। এ অবস্থায়ই মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন হতো। একথা বলে তিনি অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করে কাঁদতে লাগলেন।

২৬৪. হযরত আফলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আলীর সাথে হজ্জ আদায় করতে গেলাম। মসজিদে প্রবেশ করে আবেগভরে বাইতুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। বললাম, হযরত! আশপাশের লোকজন আপনার দিকে তাকাচ্ছে। একটু আস্তে আস্তে কাঁদলে ভালো হতো! তিনি বলেন, আমি কাঁদবো না? আল্লাহ পাক যদি আমার প্রতি একটু করুণার দৃষ্টিতে তাকান তাহলে আমি সফল হবো। এরপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন। সিজদা থেকে ওঠার পর দেখা গেলো, সিজদার জায়গাটুকু চোখের জলে সিক্ত হয়ে গেছে।

২৬৫. হযরত ইয়া'লা ইবনে আশদাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান একব্যক্তিকে দেখলেন দীর্ঘ সময় ধরে সিজদায় আছেন। তিনি যখন মাথা উঠালেন, দেখা গেল সিজদার জায়গা অশ্রুতে ভিজে গেছে। আবদুল মালিক এক ব্যক্তিকে বলে রাখলেন, তাঁর পাশে দাঁড়াও। নামায শেষ হয়ে গেলে তাঁর জ্ঞানের পরীক্ষা নেবো। নামায শেষে তিনি লোকটির নিকট এসে বললেন, আমি তো আপনার মধ্যে জান্নাতের ছবি দেখতে পাচ্ছি। একথা শ্রবণ করামাত্র লোকটি বিকট শব্দে চিৎকার দিলেন। আবদুল মালিক তা সহ্য করতে পারলেন না- অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর হুঁশ আসলো। তিনি লক্ষ্য করলেন ঐ লোকটি তাঁর চেহারার ঘর্ম মুছছেন আর বলছেন, প্রভু! তোমার এ অবাধ্য বান্দাতো ধ্বংস হয়ে গেল। একথা শোনে আবদুল মালিক আবার কাঁদতে লাগলেন। ঐ আবিদ লোকটি এবার এদিক-সেদিক না তাকিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

২৬৬. হযরত হাফস ইবনে গিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা ইবনে জারের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার উপর আলোচনা করছিলেন। নিজে কাঁদলেন, উপস্থিত লোকজনও খুব বেশী কাঁদলেন। ওররাদ নামক একব্যক্তি চিৎকার শুরু করলেন। শরীরে কম্পন আসলো। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। ইবনে জার কেঁদে কেঁদে বললেন, ওররাদ! আমাদের মধ্যে কেবল তোমার কাছেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আসলো। জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিশ্বাস একমাত্র তোমার হৃদয়েই বিরাজ করছে। লোকজন! আল্লাহর শপথ! ওররাদই আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর মধ্যে যে ভয় ও আশার অবস্থা আছে, আমাদের সবার মধ্যে তা থাকা চাই। আল্লাহর আনুগত্যে আমরা সবাই সমান। কিন্তু আমরা আটকা পড়ে গেছি, আর তিনি এগিয়ে আছেন। আমরা সবাই ওয়াজ শোনলাম, আলোচনা বুঝলাম কিন্তু কারো মধ্যে তাঁর মতো ক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। এটাই তাঁর হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন। আর আমাদের হৃদয় পাপের আঁধারে আচ্ছন্ন। একথা বলে ইবনে জার খুব বেশী কাঁদলেন। কুরআন শরীফের এই

আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ [আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন (১৪:১১)]। হাফস বলেন, আমি ওররাদকে দেখতাম মাথা ঢেকে মসজিদে আসতেন। এক কোণে বসে নামায পড়ছেন, দু'আ করছেন আর প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে কাঁদছেন। তারপর বেরিয়ে যেতেন। আবার যুহরের সময় আসতেন। অনুরূপ নামায-দু'আয় সময় কাটাতেন। ইশা পর্যন্ত একইভাবে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। কারো সাথে কথা বলতেন না। কারো নিকটে বসতেনও না। আমি তাঁর আখলাক ও বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হলাম। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে? জবাব দিলেন, তুমি যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো তিনি তো ওররাদ আজালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। যিনি আল্লাহর সাথে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে পর্যন্ত না তিনি প্রভুর চেহারা দেখবেন সে পর্যন্ত তিনি হাসবেন না।

২৬৭. হযরত সাকিন ইবনে মাকিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওররাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তাঁর ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করি, ওররাদ কিভাবে রাত্রি যাপন করতেন। বললেন, ক্রন্দন আর আহাজারি করে। জিজ্ঞেস করলাম, রাতের কোন অংশে? জবাব দিলেন, রাতের প্রথম ও শেষ তৃতীয়াংশে। জানতে চাইলাম, তিনি পাঠ করতেন এমন কোন দু'আ কি আপনার মুখস্ত আছে? উত্তর দিলেন, সুবহে সাদিকের প্রাক্কালে তিনি সিজদা করতেন। কেঁদে কেঁদে বলতেন, মাওলা! তোমার বান্দা আনুগত্যের মাধ্যমে সান্নিধ্য কামনা করছে। করুণাময়! স্বীয় তাওহিদ দিয়ে তাকে সাহায্য করো। মাওলা! এই অধম বান্দা তোমার ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকতে চায়। করুণাময়! করুণা দ্বারা তাকে সাহায্য করো। মাওলা! বান্দা তোমার কল্যাণের ভীষণ প্রত্যাশী। যেদিন সফলকাম লোকেরা কল্যাণ লাভ করে আনন্দবোধ করবে, সেদিন তোমার এ বান্দার প্রত্যাশাটুকু ভেঙ্গে দিও না- নিরাশ করো না। এভাবে দু'আ করতে করতে সকাল সন্ধ্যা শুধু

কাঁদতেন। কঠোর সাধনা হেতু বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর চেহারার রং বদলে যায়।

২৬৮. হযরত সাকিব ইবনে মাকিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওররাদ আজালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, লোকজন তাঁকে দাফন করতে কবরের পাশে নিয়ে গেল। কবর থেকে যে কী অপূর্ব ঘ্রাণ! সুশোভিত হলো চতুর্দিক। যারা কবরে দাফন করার জন্য নেমেছিল তারা ঘ্রাণযুক্ত মাটি নিয়ে আসলো। কবরস্থ করার পর দীর্ঘ সত্তুর দিন পর্যন্ত এই ঘ্রাণটি স্থায়ী ছিলো। সকাল-সন্ধ্যায় লোকজন তাঁর সমাধিতে আসতেই থাকে- দিন দিন জিয়ারতকারীদের সংখ্যা বাড়তে আছে। তখন শাসক আশঙ্কা করলেন, লোকজন ফিৎনায় পতিত হবে। তিনি এক লোককে ঘ্রাণযুক্ত মাটি আনার জন্য পাঠালেন। শাসক এই অপূর্ব সুগন্ধি উপভোগ করলেন। এরপর তিনি লোকজনকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ ঘটনার পর কবর থেকে সুঘ্রাণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২৬৯. হযরত মিকওয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার কাছে বুহাইম আসলেন। বললেন, তোমার কোন প্রতিবেশী বা কোন ভাই আছে কি যে আমার সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে হজ্জে গমণ করবে? জবাব দিই, হ্যাঁ, আছেন। তখন আমি এক মুত্তাকী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলোচনা করে হজ্জে গমনের জন্য তারা উভয়ই রাজী হলেন। এরপর বুহাইম বাড়িতে চলে যান। পরদিন ঐ লোকটি আমার কাছে আসলো, বললো, আমি যেতে পারবো না, অন্য কোন সাথী খুঁজে দেখুন। আমি বললাম, সর্বনাশ! কী বলছো? আল্লাহর শপথ! কুফা নগরীতে তাঁর মতো সচ্চরিত্রবান আর কাউকে দেখি নি। তাঁর সঙ্গে আমি সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছি। তিনি শুধু কল্যাণকর কাজই করতেন ও দীর্ঘসময় নিরলসভাবে কাঁদতেন। তাঁর ক্রন্দন আমাদের ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে দিতো। একথা শোনে লোকটি বললো, সর্বনাশ! ক্রন্দন তো বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়। হৃদয় যখন নরম হয় তখনই তো চোখে পানি আসে। আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর বেলায় ব্যতিক্রম আছে। তিনি খুব বেশী কাঁদেন। এবার লোকটি

বললেন, আমি তাঁর সাথে হজ্জে যাবো। তাঁর দ্বারা উপকৃত হবো। আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করবো।

পরদিন তাঁরা উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উটে আরোহণ করলেন। বুহাইম যখন আরোহণ করলেন, তখন হাত দাড়ির নীচে রাখলেন। তাঁর গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছিলো, দাড়ি ভিজে গেছে, বুক ভাসছে। আল্লাহর শপথ! অশ্রুজলে জমিনও সিক্ত হয়েছে। তাঁর সফর সাথী আমার বন্ধু বললেন, মিকওয়াল! তিনি তো ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছেন। আমার ভ্রমণসঙ্গী হবেন কিভাবে? বললাম, যাও! চলতে থাকো। পরিবার পরিজনের বিরহে তিনি কাঁদছেন। বুহাইম আমার কথা শোনলেন, বললেন, আল্লাহর শাপথ! ভাই বিষয়টি এরূপ নয়। এ মুহূর্তে ইহ-পরকালের ভ্রমণের কথা স্মরণ হয়ে গেছে। এরপর আরো জোরে কাঁদতে লাগলেন। সাথী বললেন, মিকওয়াল! এটাই হলো তোমার সঙ্গে আমার প্রথম শত্রুতা! বুহাইমের সাথে আমার কী সম্পর্ক হতে পারে? তাঁর জন্য উচিৎ হলো, জাউওয়াদ ইবনে উলবা, দাউদ তায়ী, সালাম আবিল আহওয়াস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) এর সাথে সফর করা। তাঁরা পরস্পরে মিলে কাঁদবেন ও এক সাথে মৃত্যুবরণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁদের সাথে চলতে থাকি আর বলি, সর্বনাশ! বন্ধু! তিনি তোমার এক উত্তম সাথী। তিনি হজ্জে দীর্ঘদিন থাকেন। একজন সৎ লোক। উদার মনের ব্যবসায়ী। সাথী জবাব দিলেন, হ্যাঁ- তাঁর সাথে আমার এই ব্যাপারটি প্রথম। এতে হয়তো কল্যাণ নিহিত আছে। আমরা উভয়ের এসব কথাবার্তা বুহাইমের কানে যায় নি। যদি যেতো তাহলে হয়তো তাঁকে সাথে নিতেন না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সফরে একসাথে চলে গেলেন। পবিত্র হজ্জ আদায় করলেন। এরপর বাড়িতে ফিরে আসলেন। তাঁদের মধ্যে তৈরী হলো গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

আমি প্রতিবেশী বন্ধুটির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সালাম জানালাম। বললেন, ভাই! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। সমাজে এখনো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মতো মানুষ জীবিত আছেন! তুলনামূলক আমি ধনী, তিনি গরীব। অথচ তিনি আমার জন্য ব্যয় করেছেন। আমি যুবক, তিনি বৃদ্ধ- অথচ তিনি আমার সেবায় লেগে যেতেন। তিনি রোযাদার- আমি রোযা রাখি নি। তথাপি তিনি খাবার পাক করতেন আমার

জন্য। আমি (বর্ণনাকারী) তখন জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কেন তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করতে নিরুৎসাহ ছিলে? তিনি বললেন, অধিক ক্রন্দনের কারণে আমি ভয় পেয়েছিলাম। তাছাড়া সফরে অন্যান্য লোকদের অসুবিধা হবে- তা-ও আশঙ্কা করেছি।

পরে আসলাম বুহাইমের কাছে । সালাম জানালাম। জিজ্ঞেস করলাম, সাথীকে কেমন লাগলো? জবাব দিলেন, বেশ উত্তম বন্ধু। বেশী করে তিনি আল্লাহর জিকির করেছেন, দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করেন, দ্রুত চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে। তাঁকে তুমি আমার সাথে দিয়েছ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

২৭০. হযরত মুআজ ইবনে জিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবাদান শহরে কিছু আবিদ থাকতেন। তাঁদের মধ্যে বুহাইম নামক একজন ছিলেন। তিনি খেজুর গাছের নীচে বসে নামায পড়তেন। দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন। খুব বেশী চিন্তামগ্ন দেখাতো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। তাঁর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনা যেতো। শরীরে মশা-মাছি বসার কারণে কষ্ট পেলে বলতেন, বুহাইম! তোমার মধ্যে মশা-মাছির অনুভব বিদ্যমান- মৃত্যুর খবর কি আছে?

২৭১. হযরত মুয়াওয়িয়া ইবনে আমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বুহাইম দীর্ঘকায় বাদামী রংয়ের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সব সময় চিন্তামগ্ন দেখা যেতো।

২৭২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আতা ইবনে ইয়াসার, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার এবং তাঁদের বন্ধুরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আবওয়ায় এসে যাত্রাবিরতি করেন। সুলায়মান ও তাঁর বন্ধুরা কোন এক প্রয়োজনে বেরিয়ে যান। এদিকে আতা ইবনে ইয়াসার সে স্থানে একা একা নামায পড়তে লাগলেন। এসময় এক সুন্দরী আরবী মহিলা তাঁর নিকটে আসলেন। আতা ভাবলেন, হয়তো তিনি কোন প্রয়োজনে এসেছেন, তাই নামায সংক্ষেপ

করলেন। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? মহিলা জবাব দেন, হ্যাঁ। আমি আপনার সাথে মিলিত হতে চাই! তিনি বললেন, দূর হও এখান থেকে! তুমি আমাকে ও নিজেকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাতে চাও। বুঝতে পারলেন মহিলাটি তাঁকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে। তাই কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, আমার কাছ থেকে দূর হও! দূর হও! ক্রন্দন বেড়ে গেল। এবার মহিলাটি নিজেও কাঁদতে লাগলো। সুতরাং উভয়ের ক্রন্দন শুরু। এমন সময় সুলায়মান এসে উপস্থিত। উভয়কে কাঁদতে দেখে তিনিও নীরব থাকেন নি। এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলেন। জানতেন না, কিসের জন্য আতা ও মহিলা কাঁদছিলেন।

এভাবে সাথীদের একেকজন সেখানে আসেন আর কাঁদতে থাকেন। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করেন না, কিসের কারণে এ ক্রন্দন। ক্রন্দনের রোল পড়ে যাওয়ার পর মহিলাটি সে স্থান ত্যাগ করলো। লোকজন একে একে উঠে পড়লেন। আতা বয়সে সুলায়মান থেকে বড়। মহিলা সম্পর্কে তিনি আতাকে কোন প্রশ্নই করলেন না। কোন এক প্রয়োজনে উভয় ভাই মিশর ভ্রমণে গেলেন। দীর্ঘদিন মিশরে থাকলেন। একদিন ঘুমের মধ্যে আতা কেঁদে উঠলেন। সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কাঁদছেন কেন? আতা আরো কাঁদতে লাগলেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাইজান! কেন কাঁদছেন? আতা জবাব দিলেন, আজ রাত একটি স্বপ্ন দেখেছি। যতোদিন বেঁচে থাকবে কাউকে এই স্বপ্নের কথা বলবে না। আমি দেখলাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস-সালামকে। তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি আমি তাকিয়ে থাকি। কেঁদে উঠি। অধিক মানুষের সমাগমে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, কাঁদছো কেনো? জবাব দিলাম, আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোন। আপনার ও আজিজের স্ত্রীর কথা আমার স্মরণ হয়ে গেছে। এই মহিলার কারণে আপনি কষ্টভোগ করেছেন, কারাবরণ করেছেন। বৃদ্ধ পিতা ইয়াকুব আলাইহিস-সালামের বিরহ সহ্য করেছেন। এজন্য আশ্চর্য বোধ করছি আর কাঁদছি। একথা শোনে ইউসুফ আলাইহিস-সালাম বললেন, আবওয়ায় একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা থেকে কি তোমার বিস্ময়বোধ হয় না? তখন বুঝতে সক্ষম হলাম, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন।

আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং এ অবস্থায়ই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুলায়মান এবার জিজ্ঞেস করলেন, ঐ মহিলার ঘটনাটি কী ছিল? আতা তখন ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই ঘটনার কথা আর কাউকে বলেন নি। আতার ইন্তিকালের পর সুলায়মান এই ঘটনাটি তার ঘরের একজন মহিলার নিকট বর্ণনা করেছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যুর পর মদীনায় ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে।

২৭৩. হযরত ইব্রাহীম বিন সুবহ বাররাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মুগীরা আবু মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যখন কথা বলতেন, নিজে কাঁদতেন মানুষকেও কাঁদাতেন। তিনি বলেন, ভাইসব কাঁদো! চোখ ও হৃদয়কে কাঁদাও! আজকে যে ব্যক্তি চিন্তিত কাল সে আনন্দিত থাকবে। যে আজকে কাঁদবে আগামীকাল সে হাসবে। আজকে যে আতঙ্কিত থাকবে আগামীকাল সে নিরাপদ থাকবে। আজ যে ক্ষুধার্ত আগামীকাল সে পরিতৃপ্ত থাকবে। আজকের পিপাসা-কাতর ব্যক্তি আগামীকাল পরিতৃপ্ত থাকবে আল্লাহর কাছে। সুতরাং তোমরা কল্যাণ অবলম্বন করো। হিংসা করো না, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। একথা বলে তিনি কাঁদতে থাকেন আর শ্রোতারাও কাঁদতে শুরু করেন।

২৭৪. হযরত বকর ইবনে মুসাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা আবু মুহাম্মদ মুগীরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি মসজিদে কিবলামুখী হয়ে বসে আছেন। দাড়ি বেয়ে চোখের পানি ঝরছে। সালাম জানিয়ে বললাম, আল্লাহ আপনার উপর করুণা বর্ষণ করুন! কি জন্য এতো বেশী কাঁদছেন। জবাব দিলেন, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশিত নিকটবর্তী রাতের জন্য। জানি না সে রাতে আমার অবস্থা কী হবে। এটুকু বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

২৭৫. হযরত ইবনে সিমাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইবনে জারকে রাতের প্রথম থেকে শেষাংশ পর্যন্ত শুধু কাঁদতেই দেখি। কাবা শরীফের গিলাফে ধরে বলছেন, হে প্রভু! আমার আরোহীকে তোমার অভিমুখী

করেছি। মরুভূমির দূরত্ব তোমার জন্য অতিক্রম করে এসেছি। তোমার করুণা ও বিনিময় লাভের প্রত্যাশায় তোমার দরবারে এসে পড়ে আছি। একথা বলে তিনি সকাল পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন।

২৭৬. হযরত আম্মার ইবনে উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বুহাইম আজালীকে বলতে শুনেছি, হে মা'বুদ! তোমার সম্মানের শপথ! তোমার জন্য যারা কেঁদেছে তাঁদেরকে তুমি করুণা থেকে ব্যর্থ করো না। তোমার বন্ধুরা তো তোমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে। তোমার জন্য তাঁদের প্রত্যাশা খুবই বিশাল। একথা বলে তিনি কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে ভিজে যায় দাড়ি।

২৭৭. হযরত জায়দ খামরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা আবদুর রাহমান মাগাযিলীর পাশে ছিলাম। তিনি কথা বলছিলেন। এক ব্যক্তি কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তাঁকে ছেড়ে দাও। ক্রন্দন আর তাওবাহ ছাড়া পাপীদের আর কী করার আছে?

২৭৮. হযরত মুজর আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রন্দনরত লোকের কাঁদন দ্বারা আমি যে স্বাদ পাই, তা আর কোন কিছুতেই পাই না।

২৭৯. হযরত উকায়বা ইবনে ফুজালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু উবায়দা খাওয়াস বৃদ্ধ বয়সে দাড়িতে হাত রেখে বলতেন, প্রভু! বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমাকে মুক্তি দাও। এরপর তিনি শুধু কাঁদেন।

২৮০. হযরত মু'লি ওররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটে ছিলাম। তিনি কথা বলছিলেন। তখন আবু উবায়দা খাওয়াস তাঁর কাছে আসলেন। তিনি থলে থেকে একটি রশী বের করলেন। রশির একাংশ নিজের ঘাড়ে আর অপরাংশ মালিকের ঘাড়ে রাখলেন। এরপর বললেন, মালিক! মনে করো আমি আল্লাহর

সামনে হাজির। একথা শোনার পর উপস্থিত সমস্ত লোক কাঁদতে শুরু করলেন।

২৮১. হযরত ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মূসা খাইয়াত ক্রন্দন করে করে একদম নির্বাক হয়ে যেতেন। মাটিতে পড়ে নিজেকে বলতেন, দীর্ঘ ক্রন্দনের আগে কাঁদো। দুর্ভাগ্যবরণের পূর্বে কাঁদো। আল্লাহর শপথ! কাঁদতে থাকো।

২৮২. হযরত ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ মূসা খাইয়াতের পাশে বসতেন। মূসা কেবল নিজের জন্য কাঁদতেন। বলতেন, আমাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে দাও! কবরে নিয়ে আমাকে দাফন করো! ইব্রাহীম বলেন, আমাকে তিনি যখন দেখে ফেলতেন নীরব হয়ে যেতেন।

২৮৩. হযরত মালিক ইবনে যায়গাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাকিম ইবনে নূহ আমাকে বলেন, তোমার বাবা রাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কাঁদলেন। সমুদ্র ভ্রমণে আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। না একটি সিজদা দিলেন বা কোন রুকু করলেন। সকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মালিক! রাত তো দীর্ঘ ছিলো। কিন্তু আপনি তো নামায পড়লে না দু'আও করলে না। তিনি কাঁদতে লাগলেন। এরপর বলেন, মানুষ যদি জানতো আগামীকাল কী হবে, তাহলে তারা আরাম আয়শের স্বাদ ছেড়ে দিতো। আল্লাহর শাপথ! যখন রাত হয় তখন রাতের আলো, পরিবেশ, নিস্তব্ধতা ও ভয়াবহতার কথা আমার স্মরণ হয়ে যায়। সেদিনের কথা আমি স্মরণ করি, যেদিন বাবা তার সন্তানকে কোন উপকার করতে পারবে না। সন্তানও বাবাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। একথা বলে তিনি চিৎকার করে অস্থির হয়ে যান। সাথীরা আমাকে বললো, তুমি কেন তাঁকে উত্তেজিত করো? এরপর থেকে আমি তাঁর সাথে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম না। তিনি যখন কিছু জিজ্ঞেস করতেন আমি শুধু উত্তর দিতাম।

২৮৪. হযরত সালামা ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আলা ইবনে জিয়াদ স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতের অধিবাসী। তখন লাগাতার তিনদিন কাঁদতে থাকেন, ঘুম ত্যাগ করেন, খাবারের স্বাদ থেকে বিরত

থাকেন। হাসান তাঁর কাছে এসে বললেন, ভাই! জান্নাতের সংবাদ পেয়ে নিজেকে মেরে ফেলবেন? একথা শোনে আরো বেশী কাঁদেন। তিনি রোযাদার ছিলেন। হাসান সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করে ইফতারের সময় খাবার গ্রহণ করেন।

২৮৫. হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আলা ইবনে জিয়াদের কাছে এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমাকে বলছেন তুমি আলা ইবনে জিয়াদের কাছে যাও। তাঁকে বলো, আর কতো কাঁদবে। তোমার গুনাহ্ তো ক্ষমা করা হয়েছে। একথা শোনে তিনি আরো কাঁদলেন। এরপর বললেন, তাহলে তো আমি আর কখনো কাঁদা থামাবো না।

২৮৬. হযরত হারিস ইবনে উবায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ মালিক ইবনে দীনারের মজলিসে বসতেন। আমি মালিকের উপদেশ কিছুই বুঝতে পারতাম না শুধুমাত্র আবদুল ওয়াহিদের ক্রন্দনের কারণে।

২৮৭. হযরত আবদুল আজিজ ইবনে সুলায়মান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মিসমা আমার বাবার কাছে আসতেন। তাঁরা দু'জন একত্র হয়ে কেবল কাঁদতেন।

২৮৮. হযরত আবদুল আজিজ ইবনে সালমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এবং আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ মালিক ইবনে দীনারের কাছে গেলাম। দেখি তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে গেছেন। দরোজা বন্ধ। আমরা সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে পড়লাম। উদ্দেশ্য ছিলো, কোন কথা তিনি বলছেন কি না তা জানতে। যদি বলেন, তাহলে আমরা তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি চাইবো। কিন্তু এমনভাবে কি যেনো বলছিলেন, আমাদের বোধগম্য হচ্ছিলো না। এরপর জোরে জোরে কাঁদেন ও শ্বাস ছাড়েন। অজ্ঞান হয়ে যান। আবদুল ওয়াহিদ আমাকে বললেন, আমরা চলে যাই। উনি তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত!

২৮৯. হযরত আবু উমর খাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রীতদাস উৎবা খুব বেশী কাঁদতেন। চোখের পানিতে হাতের মুষ্টি ভরে যেতো। ঐ পানি দিয়ে মুখমণ্ডল ও গর্দান মুছতেন। তিনি বলতেন, হে মা'বুদ! হে সরদার! হিসাব দিবসে আমাকে অপদস্থ করো না। যখন আযান শোনতেন, কাঁদতেন।

২৯০. হযরত ফজল ইবনে দাকিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাসান ইবনে সালেহ যখন কোন জানাযা দেখতেন চোখের পানিতে চারচোখা হয়ে যেতেন। তিনি যখন অসুস্থ, আমরা দেখতে গেলাম। তিনি কাঁদছিলেন। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেছে।

২৯১. হযরত হারুন ইবনে আবি শায়বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার চাচা হাসান ইবনে সালেহের সাথে খুব বেশী ওঠাবসা করতেন। ফযরের পর তাকে বলতে শুনেছেন, আহ! বিপদের পর বিপদ। বিপদ যদি একটা হতো তাহলে হয়তো পার পাওয়া যেতো। কিন্তু বিপদের তো কোন শেষ নেই। এটুকু বলে দীর্ঘ সময় নির্বাক থাকতেন।

২৯২. হযরত খালিদ ইবনে সাকার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার বাবা ছিলেন সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান সওরীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। একজন মহিলা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমি ঘরে ঢুকে শোনলাম তিনি এই আয়াতটি,

أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

তিলাওয়াত করছেন। এরপর বললেন, হ্যাঁ আমার প্রভু! হ্যাঁ। ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন। চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। আমি দীর্ঘ সময় বসে রইলাম। এরপর হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন, পাশে বসলেন। এরপর বলেন, তুমি যে কখন আসলে আমি বুঝতে পারি নি।

[আয়াতের অর্থ: তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ শুনি, আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৪৩:৮০)]

২৯৩. হযরত যাহহাক ইবনে মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হিশাম ইবনে হাসসানকে দেখেছি যখনই জান্নাত বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করতেন তার চোখ দিয়ে পানি ভেসে পড়তো। অনুরূপ ইবনে আউনকে দেখেছি, তার চোখদ্বয় অশ্রুতে টলমল করছে।

২৯৪. হযরত হাম্মাদ ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাবিত বুনানীকে দেখেছি যখন কাঁদতেন তখন তাঁর পাঁজরও কাঁপতো।

২৯৫. হযরত মাতার ওররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হারাম ইবনে হাইয়ান হামামার কাছে রাত্রিযাপন করলেন। হামামা সকাল পর্যন্ত কাঁদলেন। ভোরে হারাম জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! সারারাত কাঁদলেন কেনো? জবাব দিলেন, সে রাতের কথা ভাবছিলাম, যে রাত্রে গ্রহ-নক্ষত্র টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হামামা একদা হারামের নিকট রাত্রি যাপন করেন। হারাম সারারাত কাঁদলেন। সকালে হামামা প্রশ্ন করলেন, ভাই! গত রাত কেন কাঁদলেন? জবাব দিলেন, সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল যেদিন মানুষ কবর থেকে উঠে জমায়েত হবে। সকাল-বিকাল যখনই তাঁরা একত্রিত হতেন কামারের দোকানে চলে যেতেন। কামারের বাতাস দেওয়ার ব্যাগ দেখতেন এবং বসে বসে কাঁদতেন। আল্লাহর দরবারে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাইতেন। এরপর চলে যেতেন আতরের দোকানে। সেখানে গিয়ে আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইতেন। দু'আ করে সময় কাটাতেন। এরপর যারতার গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতেন।

২৯৬. হযরত আসিম রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আযাওয়ান এবং হামামা আমির ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গেলেন। তার দরোজা বন্ধ। ঘরের ভেতর থেকে ক্রন্দনের আওয়াজ আসছে। শোনে তারাও কাঁদতে লাগলেন। এরপর অনুমতি পেয়ে ঘরে গেলেন। তাদের চেহারায় ক্রন্দনের চিহ্ন দেখে আমির প্রশ্ন করেন, আপনারা কেনো কাঁদলেন? জবাব দেন, আপনার কাঁদা শোনে। তিনি বললেন, ক্রন্দনের কারণ বলছি। আমি সে রাতের কথা স্মরণ করছি, যে রাতের পর থেকেই শুরু হবে কিয়ামত-দিবস।

২৯৭. হযরত মালিক ইবনে মিগওয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমির ইবনে কায়েস রাস্তায় বসে কাঁদছেন। একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছেন কেনো? জবাব দিলেন, কাঁদছি সে রাতের কথা স্মরণ করে যার সকাল দিয়ে হবে কিয়ামত দিবসের শুরু। সকালে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে যেতেন। ডানে-বামে থাকতো অনেক লোক। বলতেন, প্রতিপালক! লোকজন স্ব-স্ব প্রয়োজন সমাধানে সকাল বেলা বেরিয়েছে। আমিও ভোর বেলা বেরিয়ে মাগফিরাত কামনা করছি আপনার দরবারে।

২৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজকে প্রশ্ন করা হলো, আপনার মধ্যে আল্লাহর প্রতি তাওয়াজ্জুহ কিভাবে সৃষ্টি হলো? জবাব দিলেন, এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলাম। সে বললো, উমর! সে রাতের কথা স্মরণ করুন, যে রাতের পরই শুরু কিয়ামতের দিনের।

২৯৯. হযরত আওযায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ আদি ইবনে আতার কাছে চিঠি লিখলেন; হামদ ও সালাতের পর, তোমাকে সে রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা অতিবাহিত হওয়ার পরই কিয়ামতের সূচনা। আফসোস! সে রাত ও সে সকাল কাফিরদের জন্য বড়োই কঠিন।

৩০০. হযরত জুনায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রজব মাসে কোন একদিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে ছিলেন। হাতে একটি পানির পাত্র। এ থেকে মাটিতে কুলি করছিলেন। বার বার দীর্ঘ শ্বাস ছাড়েন ও ক্রন্দন করেন। ঘাড় কাঁপতে থাকে। এরপর বলেন, আহ! যদি হৃদয় জীবন্ত থাকতো, অন্তর পরিশুদ্ধ থাকতো, তাহলে সে রাতের ভয়ে নিজেকে কাঁদাতাম যার সকাল দিয়ে হবে কিয়ামত দিবসের শুরু। মানুষ সেদিনের কথা শোনছে না যেদিন পাপ উন্মোচন হয়ে যাবে। কোন চোখ না কেঁদে পারবে না।

আদম আলাইহিস্‌সালাম কাঁদলেন যেভাবে

৩০১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের মত লম্বা ছিলেন। তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। কেশ ছিল লম্বা। তিনি যখন ভুল করে ফেলেন তখন বিবস্ত্র হয়ে যান। জান্নাতে পলায়নপর হয়ে দৌড় দেন। একটি গাছের পাশে এসে দাঁড়ান। আল্লাহ বললেন আদম! কি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ? জবাব দেন, না হে প্রতিপালক। আমার ভুলের জন্য বেশ লজ্জাবোধ করছি। আল্লাহ তখন তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল আল্লাহ জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি দিয়ে ফিরিশতা পাঠালেন। হাওয়া যখন ফিরিশতাদের দেখলেন তিনিও তাদের পেছনে আসতে চাইলেন। তখন আদম বললেন আল্লাহর দূতদের সাথে আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার কারণেই আমি এত কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। অতপর ফিরিশতারা তাঁকে বরই গাছের পাতা মিশিয়ে পানি দিয়ে গোসল করান, বেজোড় সংখ্যানুসারে। এভাবে বেজোড় কাপড় পরান। কবর খনন করে সেখানে তাকে দাফন করেন। ফিরিশতারা বলেন, এটাই হলো আদম সন্তানদের কাফন দাফনের পদ্ধতি।

৩০২. হযরত উসমান ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললাম আদম আলাইহিস-সালামের নামাযে ফিরিশতাগণ ক'টি তাকবির দিয়েছিলেন? বললেন, চার তাকবির।

৩০৩. হযরত উবাই রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আদমের জন্য কবর খনন করা হয়েছিল।

৩০৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন, আল্লাহ বললেন, তুমি কেন আমার অবাধ্যতা করলে? জবাব দেন, হাওয়াই আমাকে এ কাজের প্ররোচনা দেন। আল্লাহ বলেন, হাঁ, আমি এজন্য তাদের গর্ভপাত ও গর্ভধারণের সময় কষ্ট বাধ্য করে দিয়েছি। প্রতি মাসে দু'বার তাদের রক্তপাত

হবে। হাওয়া যখন এ কথাটি জানলেন, জোরে জোরে কাঁদলেন। আল্লাহ বললেন তোমার মেয়েরাও এভাবে কাঁদবে।

৩০৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতে আদম ও হাওয়ার পোশাক ছিল নখের মত সাধা ও স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁরা যখন ভুল করেন, এ কাপড় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পর থেকে এর স্মরণ স্বরূপ তাঁরা হাত পায়ের নখ কাটতেন।

৩০৬. হযরত নযর ইবনে ঈসমাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম! তুমি কি আমার অবাধ্যতা করেছ, আর ইবলিছের আনুগত্য করেছ? জবাব দিলেন, প্রভু! সে আপনার নামে শপথ করে বলেছিল, সে নাকি আমার হিতৈষী। আমার বিশ্বাস ছিল আপনার নামে শপথ করে কেউ মিথ্যা কথা বলে না।

৩০৭. হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে আদম আলাইহিস-সালাম বের হওয়ার পর তিনশত বৎসর কাঁদলেন। চোখের পানিতে নালা বয়ে গিয়েছিল।

৩০৮. হযরত ইবনে ছাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, গোটা বিশ্ববাসীর চোখের পানি একত্র করলেও আদমের চোখের পানির সমান হবে না।

৩০৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাত থেকে আদম বের হওয়ার সময় একটি পাথর বয়ে এনেছিলেন। এটা দিয়ে চোখের পানি মুছতেন। জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর গোটা জীবন তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।

৩১০. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর তিনশত বৎসর পর্যন্ত আদম আলাইহিস-সালাম কাঁদতে থাকেন। চোখের পানি বন্ধ হত না।

৩১১. হযরত ওহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর তিনশত বৎসর কাঁদলেন। ভুল করার পর আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকান নি।

৩১২. হযরত আবদুর রাহমান ইবনে জায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম ভুলের কারণে শত বৎসর কাঁদলেন। লজ্জার কারণে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করেন নি।

৩১৩. হযরত ইয়াযীদ রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর তিনশত বৎসর কাঁদলেন। চোখের পানি শুকায় নি। তাঁর এক সন্তান বললেন, আপনি অধিক ক্রন্দন করে জমিনবাসীকে কষ্ট দিচ্ছেন। তিনি বলেন, কাঁদছি এজন্য, আরশের চতুর্দিকের ফিরিশতাদের ধ্বনি আমি শোনতে পাই।

৩১৪. হযরত ইয়াযীদ রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাতের জন্য আদম আলাইহিস-সালাম দীর্ঘদিন কাঁদলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিতেন, আমি প্রভুর চতুর্পাশ্বস্থ পরিবেশ ভাবি আর কাঁদি। সেখানকার মাটি খুবই পবিত্র। ফিরিশতাদের আলাপ-আলোচনাই কেবল সেখানে শুনা যায়।

৩১৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর আদম পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর ছিলেন, তাঁর চোখ কখনও শুকায় নি। হাওয়া আলাইহাস-সালাম বললেন, ফিরিশতাদের কথাবার্তা আমাদের নিকট প্রায় অজানা হয়ে গেছে। প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করুন, আমরা যেনো তাঁদের কথা-বার্তা শোনতে পারি। আদম জবাব দিলেন, আমার ভুলের কারণে লজ্জাবোধ হয় প্রভুর সামনে কিভাবে আকাশের দিকে মাথা তুলি।

৩১৬. হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম জান্নাত থেকে বের হলেন। তিনশত বৎসর কাঁদলেন। আকাশের দিকে মাথা তুলেন নি। স্ত্রীকে দেখেন নি। তাঁকে স্পর্শও করেন নি।

৩১৭. হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হিন্দের পাহাড়ে আদম আলাইহিস-সালাম তিনশত বৎসর ধরে কাঁদলেন। মুখে অশ্রু দু'টি দাগ পড়ে যায়। যতোদিন না ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনার উপর বরকত দান করুন, ততোদিন পর্যন্ত হাসেন নি।

৩১৮. হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম জান্নাত থেকে বের হওয়ার কারণে দীর্ঘ ষাট বৎসর কাঁদলেন।

৩১৯. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর একশত বৎসর মাথা নীচু করে রাখলেন। আকাশের দিকে তাকাতেন না। চোখের পানি কখনো শুকাত না। তিনি প্রার্থনা করেন, মা'বুদ! হাওয়া আমাকে ধোঁকা দিয়েছে! ইবলিস আমার পদস্খলন ঘটিয়েছে! পরীক্ষা আমাকে আকড়ে ধরেছে! আপনি যদি করুণা না করেন, তো ধ্বংস হয়ে যাবো। ঘোষণা আসলো, আদম! তোমাকে ক্ষমা করা হলো। এ ঘোষণা শুনে লজ্জা হেতু আরো একশত বৎসর কাঁদলেন।

৩২০. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে আদম আলাইহিস-সালামকে যখন যমিনে পাঠানো হলো, তাঁর চোখের পানি শুকায় নি। গভীরভাবে চিন্তিত। মাথা নীচু। সপ্তম দিবসে আল্লাহ বললেন, আদম! কী কাজ করেছো? জবাব দিলেন, মা'বুদ! বিপদ বড় হয়ে গেছে। পাপ বেষ্টন করে ফেলেছে। প্রভুর রাজ্য থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। মর্যাদার ঘর থেকে পতিত হয়েছি অপদস্থতার গৃহে। সৌভাগ্যের গৃহ থেকে এখন দুর্ভাগ্যের ঘরে এসেছি। আরাম ও বিলাসিতার ঘর ছেড়ে দুঃখ-কষ্টের গৃহে প্রবেশ করেছি। শান্তি ও স্থিতিশীলতার বাড়ি ছেড়ে

এসেছি অস্থিতিশীলতার গৃহে। অবিনশ্বর জগৎ থেকে এসেছি নশ্বর জগতে। তাহলে কেনো ভুলের জন্য আমি কাঁদবো না?

আল্লাহ বললেন, আদম! আমি কি তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করি নি? আমার ঘরকে তোমার আবাসস্থল বানিয়ে দিই নি? গোটা সৃষ্টির মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করি নি? আমার সম্মান দ্বারা তোমাকে ভূষিত করি নি? ঢেলে কি দেই নি আমার প্রেম? আমার ক্রোধের ভয় দেখাই নি? আমি কি তোমাকে নিজের হাত দ্বারা সৃষ্টি করি নি? আমার রূহ কি তোমার মধ্যে ফুৎকার করি নি? আমার ফিরিশতারা কি তোমাকে সিজদা করে নি? তুমি কি আমার মর্যাদার কেন্দ্রস্থলে ছিলে না? তুমি তো নির্দেশ অমান্য করেছো। ভুলে গিয়েছ প্রতিজ্ঞা । আমার ক্রোধের পিছু চলেছ। আমার উপদেশ নষ্ট করেছ। কিরূপে তুমি আমার করুণা অস্বীকার করবে? আমার সম্মানের শপথ! গোটা বিশ্ব যদি মানুষে ভরে যায়, সবাই আমার উপাসনায় মত্ত হয়, দিনরাত আমার পবিত্রতার গুণগান গায়, তাদের মধ্যে কোন বিরক্তিবোধও আসে না, এরপর যদি তারাও আমার অবাধ্যতা করে, আমি তাদের সবাইকে পাপিষ্ঠদের স্তরে নিক্ষিপ্ত করবো।

একথা শোনে আদম আলাইহিস-সালাম হিন্দের পাহাড়ে তিনশত বৎসর কাঁদেন। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ তাঁর চোখের পানিতে ভরে যায়। অশ্রুতে বৃক্ষলতা গজে ওঠে। এরপর তিনি বাইতুল আতিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কাবার পথে এগিয়ে আসছিলেন। দূরত্ব বিরাট। শেষ পর্যন্ত কাছে আসলেন। ৭ চক্কর দিলেন। কাঁদলেন। চোখের পানিতে হাটু ডুবে যায়। নামায পড়লেন। কেঁদে কেঁদে সিজদাবনত হলেন। ঘোষণা আসলো, আদম! তোমার দূর্বলতায় করুণার দৃষ্টি দিচ্ছি। তোমার তাওবাহ কবুল করলাম। মুছে দিলাম তোমার পাপ। আদম আলাইহিস-সালাম বললেন, প্রভু! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তোমার পবিত্রতার গুণগান গাই। আমি পাপ করেছি। নিজের উপর যুলুম করেছি। এখন আমার তাওবাহ কবুল করুন। আপনিও তাওবাহ কবুলকারী। করুণাময়। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। আমাকে করুণা করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ দয়াপরবশ। এরপর তিনি দীর্ঘদিন

বাইতুল্লাহর কাছে অবস্থান করেন। ফিরিশতা এসে বললেন, আদম! আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন। একথা শোনে মৃদু হাসলেন।

৩২১. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালামকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'আদম! তোমার চেহারায় এটা কিসের চিহ্ন? কিসে বেষ্টন করেছে তোমাকে?' জবাব দিলেন, অবিনশ্বর জগৎ থেকে নশ্বর এই ধরায় আসা, সৌভাগ্যের জায়গা ছেড়ে দুর্ভাগ্যের বাসস্থানে আসা।' তিনি হিন্দের পাহাড়ে একশ বৎসর সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকেন। লঙ্কা উপত্যকা চোখের পানিতে ভরে যায়। দারুচিনি-করনফুলের গাছ গজে ওঠে। এরপর জিব্রাঈল আলাইহিস-সালাম তাঁর নিকট অবতরণ করে বললেন, আদম! মাথা উত্তোলন করুন। তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি মাথা উঠালেন। চলে গেলেন বাইতুল্লায়। ৭ চক্কর দিলেন। এরপর কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমা হয়ে গেল। মাক্বামে এসে দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন। চোখের পানি গোটা জমিনের উপর ভাসতে থাকে।

৩২২. হযরত আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম একশত বৎসর কাঁদতে থাকেন। দু'টি উপত্যকা বেয়ে তাঁর চোখের জল বেয়ে যায়। একটির নাম হলো আরফাদ, আরেকটি হলো বালজারান উপত্যকা। উভয়টিতে ছিল বাঘের বসবাস। ভরপুর ছিলো ইয়াকুত ও মণিমুক্তায়। ছিলো আলানযুজ বৃক্ষ। আদম একশত বৎসর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকেন। তাঁর হাত ছিলো গালের নীচে।

৩২৩. হযরত আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে আদম আলাইহিস-সালাম বের হওয়ার পর ভুলের কারণে একশত বৎসর কাঁদেন। তাঁর ক্রন্দনে ফিরিশতাদের পর্যন্ত কষ্ট হয়েছে।

৩২৪. হযরত আবু তালিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ ডাক দিলেন, আদম! আমি তোমার কিরূপ প্রতিবেশী ছিলাম? জবাব দিলেন, মাওলা! আপনি তো উত্তম প্রতিবেশী। আল্লাহ বলেন, তুমি আমার প্রতিবেশ

থেকে বেরিয়ে যাও! এরপর তিনি ছিনিয়ে নিলেন আদমের মাথার মুকুট ও অলঙ্কার।

৩২৫. হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম জান্নাতের গাছ থেকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর, জান্নাতী লেবাস তাঁর শরীর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কেবল অবশিষ্ট ছিলো মাথার মুকুট। জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। হাওয়ার দিকে চেয়ে বললেন, এক্ষুণি আল্লাহর প্রতিবেশ থেকে বেরিয়ে আসো। এটাই অবাধ্যতার প্রথম পরিণতি। হাওয়া বললেন, আদম! কল্পনাও করি নি, আল্লাহর নাম নিয়েও কেউ মিথ্যা শপথ করতে পারে। ইবলিস তাঁরা উভয়কে গাছের ফল খাওয়ার জন্য কসম খেয়ে আহ্বান করেছিল। আদম লজ্জার কারণে জান্নাত থেকে পলায়ন করতে থাকেন। একটি গাছের ডালে এসে থামলেন। আদম মনে করছিলেন, এক্ষুণি তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। চিৎকার করে বললেন, ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুণ! আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আদম! তুমি কি আমার কাছ থেকে পলায়ন করছো? আদম আলাইহিস-সালাম জবাব দিলেন, না প্রভু! আমি লজ্জার কারণে দৌড়াচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন, আদম ও হাওয়াকে আমার প্রতিবেশ থেকে বের করে দাও। তারা আমার অবাধ্যতা করেছে। জিব্রাঈল মাথার মুকুট খুলে নিলেন। মিকাঈল খুলে নিলেন কপাল থেকে অলঙ্কার। আদম আলাইহিস-সালাম পবিত্র সত্তার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়ে ক্ষুধা ও পিপাসার জগতে নেমে আসলেন। একশত বৎসর পাপের জন্য কাঁদলেন। মাথা হাঁটুর সাথে মিলিয়ে বসে যান। চোখের পানিতে চতুর্দিকে গজে ওঠে বৃক্ষ-তরু-লতা। একটি শকুন পিপাসায় কাতর হয়ে উড়ছিলো। সে আদমের চোখের ভাসমান পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলো। আল্লাহ তাকে কথা বলার শক্তি দিলেন। সে বললো, আদম! আপনার দু'হাজার বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে এসেছি। ভ্রমণ করেছি পূর্ব থেকে পশ্চিমে। নদ নদী খাল-বিল ও সাগর থেকে পানি পান করেছি। কিন্তু এই পানির মতো এতো সুপেয়-সুস্বাদু পানি পান করি নি। আদম আলাইহিস-সালাম বললেন, শকুন!

সর্বনাশ! বুঝে-শোনে কথা বলছো? প্রভুর অবাধ্য দাসের চোখের পানিতে কিভাবে স্বাদ পাবে? পাপাচারীর চোখের পানির মত আর কোন পানি কি এত তিক্ত হতে পারে? শকুন! আমাকে লজ্জা দিচ্ছ। আমি প্রভুর অবাধ্যতা করেছি। বিলাসিতার জগৎ থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। এসেছি দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার ধরায়। শকুন বললো, আদম! লজ্জা দিচ্ছি না। চোখের পানিতে যে স্বাদ পেয়েছি আমি তা-ই ব্যক্ত করলাম। যে বান্দা তার প্রভুর অবাধ্যতা করে পাপ স্মরণ করে, হৃদয় ও শরীর ক্ষেপে ওঠে, প্রভুর ভয়ে কাঁদতে থাকে, তার চোখের পানি থেকে আর কোন পানি এতো সুপেয় ও সুমিষ্ট হতে পারে?

৩২৬. হযরত আলী ইবনে আবু তালহা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর আদম আলাইহিস-সালাম সর্বপ্রথম যে খাবার খেয়েছিলেন তা ছিল কদু। তিনি যখন মলত্যাগের ইচ্ছে করলেন, তার অবস্থা হলো প্রসবকারী মহিলার মতো। পূর্বে পশ্চিমে কেবল ঘুরতে লাগলেন। মলত্যাগ কিভাবে করবেন, বুঝতে পারছিলেন না। জিব্রাঈল আলাইহিস-সালাম অবতরণ করলেন। আদম আলাইহিস-সালামকে নিয়মমতো বসালেন। তিনি মলত্যাগ করলেন। বেরিয়ে আসলো দুর্গন্ধ। ফলে দীর্ঘ ৭০ বৎসর তিনি কাঁদলেন।

৩২৭. হযরত ফাতাহ মুসেলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম তাঁর ছেলেকে বললেন, বৎস! আমরা ছিলাম আকাশের অধিবাসী। আমাদের খাবার ছিলো আকাশবাসীদের খাবারের মতো। শত্রু ইবলিস আমাদের দ্বারা পাপ ঘটিয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত করে। এখন চিন্তা-পেরেশানী ছাড়া কোন শান্তি নেই, যতোদিন না ফিরে গিয়েছি আমাদের মূল বাসস্থানে।

৩২৮. হযরত ফতেহ মুসেলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালাম ছেলেকে বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ঘরে ছিলাম তা থেকে বের হওয়ার পর দীর্ঘদিন আমি চিন্তাযুক্ত ছিলাম। তুমি যদি আমার অবস্থা দেখতে তাহলে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতো।

নূহ আলাইহিস সালাম কাঁদলেন যেভাবে

৩২৯. হযরত ওহাব ইবনে ওয়ারাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত নূহ আলাইহিস-সালামকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে তিরস্কার করলেন, তখন এই ইরশাদ করলেন, إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ [আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।] এই তিরস্কারের পর হযরত নূহ আলাইহিস-সালাম ৩০০ বৎসর কাঁদলেন। তাঁর চোখের নীচে পানির নালার দাগ পড়ে গিয়েছিল।

৩৩০. হযরত ইয়াজিদ রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নূহ আলাইহিস-সালামকে এজন্য 'নূহ' নাম রাখা হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন 'নাওয়াহ' বা অধিক ক্রন্দনকারী।

দাউদ আলাইহিস সালাম কাঁদলেন যেভাবে

৩৩১. হযরত সুদ্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শয়তান দাউদ আলাইহিস-সালামের কাছে আসলো। তিনি তখন মেহরাবে ছিলেন। সে কবুতরের আকৃতি ধারণ করলো। তার ডানা ছিলো মোতির তৈরী। মিহরাবের দরজায় পৌঁছলেই দাউদ আলাইহিস-সালাম তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। পাখীরূপী শয়তান সাথে সাথে উড়ে গেল। উড়ে যাওয়ার পর বাগানে গোসলরত একজন মহিলার প্রতি তাঁর খিয়াল পড়লো। মহিলাটি সাথে সাথে তার চুল দিয়ে শরীর ঢেকে দিল। তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বললো, তার স্বামী একজন বৃদ্ধ। তখন দাউদ আলাইহিস-সালাম সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন অমুক সেনাদলের সৈনিককে যুদ্ধে পাঠাও। সে যুদ্ধে গিয়ে জয়লাভ করলো। তখন দাউদ আলাইহিস-সালাম সেনাপতিকে আবার নির্দেশ দিলেন, সৈনিককে তাঁবুতে পাঠাও! সৈনিক এবার যুদ্ধে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। লাইস ইবনে সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, দাউদ আলাইহিস-সালামের নিকট দু'জন ফিরিশতা মানুষ আকৃতিতে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁদের দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তাঁরা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন। দাউদ আলাইহিস-সালাম বললেন, বিষয়টি আসলেই এরকম। তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। জবাবে দাউদ বললেন, তাহলে আমরা আঘাত করবো নাকে এবং চেহারায়। তাঁরা বললেন, আপনি প্রহারের উপযুক্ত। একথা বলে উভয় অদৃশ্য হয়ে যান। দাউদ আলাইহিস-সালাম বিষয়টি বুঝতে পেরে চল্লিশদিন একনাগাড়ে সিজদাবনত অবস্থায় রইলেন। চোখের পানিতে ঘাস-লতা গজে উঠলো। আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি কি ক্ষুধার্ত - আমি তোমাকে খাওয়াবো। তুমি কি নিপীড়িত- তোমাকে সাহায্য করবো। একথা শোনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। এই করুণ চিৎকারে লতাপাতা জ্বলে গেল। আল্লাহ তা'আলা আবার বললেন, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মাথা ওঠাও।

[**বি:দ্র:** ইমাম ইবনে আবিদ্দুনিয়া ক্রন্দনের আলোচনা প্রসঙ্গে দাউদ আলাইহিস-সালাম সম্পর্কে যে ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে ইস্রাঈলি বর্ণনার মিশ্রণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম বর্ণনা ইসমতে আম্বিয়া বিরোধী হয়ে যায়। ইসমত মানে আজীবন নিস্পাপ থাকা। এটি নবীগণের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে তাফসিরে ইবনে কাসির অধ্যয়ন করা যেতে পারে।]

৩৩২. হযরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালাম চল্লিশদিন সিজদায় কাটালেন। আল্লাহ বললেন, মাথা ওঠাও! তোমাকে ক্ষমা করলাম। তিনি বললেন, এটা কিভাবে হতে পারে? আপনি তো ন্যায়বিচারক! আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, পাপের ফায়সালাও করি, ক্ষমাও করি। বান্দাকে তাওবাহর তাওফিক দিই। সে সন্তুষ্ট হয়। দাউদ আলাইহিস-সালাম বললেন, এখন আমি তৃপ্তি বোধ করছি। আমার বিশ্বাস হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ মহিলা ছিলেন সুলাইমানের মাতা।

৩৩৩. হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নের আয়াত পাঠ করে বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালাম মেহরাবে নামায পড়ছিলেন। ত্রিশ হাজার সৈনিক তাঁর পাহারায় আছে। এরপরও দু' ব্যক্তি তাঁর নিকটে যেয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তারা বলল ভয় করবেন না। আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করছি। তাই আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন। অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই। সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক। আমি একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। দাউদ বললেন, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে ঐসব লোক করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। 'দাউদের খিয়াল হল, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর তিনি

পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। [কুরআন সূরা ৩৮:২২-২৪ দ্র:]।

তিনি সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেলেন। চল্লিশ রাত একনাগাড়ে ক্রন্দন করলেন। চোখের অশ্রুতে ঘাস-লতা গজে উঠলো। লতা-পাতায় মাথা আবৃত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রভু! আমার দাগ পড়ে গেছে। জানি না পাপের পরিণতি কী? আল্লাহ বললেন, দাউদ! তুমি কি ক্ষুধার্ত? তোমাকে আহার করাবো। তুমি কি পিপাসু? তোমাকে পান করাবো। তুমি কি বস্ত্রহীন? তোমাকে কাপড় পরাবো। একথা শোনে দাউদ আলাইহিস-সালাম খুব আহাজারি করলেন। ফলে তাঁর পার্শ্বস্থ ঘাস ও লতাপাতা শুকিয়ে যায়।

৩৩৪. হযরত ইবনে সাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আদম আলাইহিস-সালামের পর যদি হযরত দাউদ আলাইহিস-সালামের ক্রন্দনকে ওজন করা হয়, গোটা বিশ্ববাসীর ক্রন্দনের সমান হয়ে যাবে।

৩৩৫. হযরত আতা খোরাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালাম নিজের হাতে একটি চিহ্ন তৈরী করেছিলেন। এটা করেছিলেন তাঁর ভুলের একটি নিদর্শন স্বরূপ। যখন এই চিহ্নের দিকে তাকাতেন, উভয় হাত কাঁপতে থাকতো।

৩৩৬. হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করলেন, ভুলের জন্য তিনি যেনো হাতের মধ্যে চিহ্ন অঙ্কন করে দেন। পানাহার বা অন্য কোন কাজের জন্য তিনি যখন হাত ব্যবহার করতেন, এই চিহ্ন তাঁর চোখে পড়তো আর তিনি খুব বেশী কাঁদতেন।

৩৩৭. হযরত আওজায়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালামের উভয় চোখ ছিলো পানির ব্যাগের মতো যা থেকে শুধু পানি পড়তো। জমিনে যেরূপ গর্ত আছে, তদ্রূপ চোখের পানিতে তাঁর চেহারায় গর্ত হয়ে যায়।

৩৩৮. হযরত ইউনুস ইবনে খাব্বাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালাম চল্লিশদিন পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকেন। চোখের পানিতে তাঁর চতুর্দিকের যমিনে ঘাস উঠে যায়। তিনি বললেন, প্রভু! কপালে চিহ্ন পড়ে গেছে, চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। জানি না পাপের পরিণাম কি? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, দাউদ! তুমি কি ক্ষুধার্ত, তোমাকে খাবার দিব? তুমি কি পিপাসার্ত? তোমাকে পান করাবো। তুমি কি নির্যাতিত, তোমাকে সাহায্য করব? একথা শোনে তিনি খুব আহাজারি করলেন। আর তখনই তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

৩৩৯. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস-সালাম ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা উঠান নি, যতক্ষণ না ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন, আপনার কাজের প্রথমাংশ হচ্ছে ছোট গুনাহ এবং শেষাংশ হলো বড় গুনাহ। এরপর তিনি মাথা ওঠালেন। তখন থেকে পানাহার বর্জন করে দিলেন। চোখের পানি যেন তাঁর খাবারে পরিণত হল।

৩৪০. সুলায়মান তাইমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম চল্লিশ রাত সিজদায় পড়ে থাকেলন। চোখের পানিতে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠে। আহাজারি করে বলেন, 'প্রভু! তুমি যদি আমাকে অবাধ্যতা থেকে বাচাতে।' তাঁর মনে হলো দোআ কবুল হবে না। কাঁদন রোদন আরো বাড়িয়ে দিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁকে করুণা করলেন। ঘোষণা আসল দাউদ! মাথা উঠাও। তোমাকে ক্ষমা করলাম।

৩৪১. সুলায়মান তায়মি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কাঁপতে থাকেন। পানাহার ত্যাগ করেন। স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে দেন। এভাবেই মৃত্যু বরণ করেন।

৩৪২. উবায়দ ইবনে উমায়র রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম চল্লিশ বৎসর যাবত রাতের বেলা সিজদায় পড়ে থাকেন। আর কাঁদেন।

৩৪৪. সুলায়মান ইবনে কুমায়র রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতে লিখে রাখছিলেন 'দাউদ এক পাপী'। এ লেখায় চোখ পড়লে কেঁপে উঠতেন। চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেত। সন্তানহারা মায়ের মত কাঁদতেন।

৩৪৫. মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম হাতের মধ্যে তাঁর পাপের কথাটি লিখে রাখছিলেন, যেন তা ভুলতে পারেন না। তাই যখনই এদিকে লক্ষ্য করতেন কেঁপে উঠতেন।

৩৪৬. আবু কুদামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বলতেন চেখের সামনে পাপটি লিখে রাখলাম যেন পুনর্বার না করি।

৩৪৭. ইবনে আবু আউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠে। তিনি প্রার্থনা করেন প্রভু! জবাব আসলো, তুমি কি ক্ষধার্ত আমি আহার দিব? পিপাসু আমি তৃষ্ণা দূর করব? বস্ত্রহীন আমি কাপড় পরাব?

৩৪৮. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন কাঁদতেন চোখের পানিতে তাঁর সামন ভিজে যেত। ঘাস গজিয়ে উঠত। কেঁদে কেঁদে দূর্বল হয়ে পড়তেন।

৩৪৯. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম নমাযে দাড়িয়ে জোরে জোরে কাঁদতেন। চোখের পানিতে মাটি সিক্ত হত। এরপর রুকু করতেন। ক্রন্দন চলছে আর মাটি সিক্ত হচ্ছে। এরপর সিজদা করতেন।

৩৫০. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম বালুভর্তি একটি মুসাল্লায় নামায পড়তেন। চোখের পানিতে তা ভিজে যেত। সেজদায় মাথা রেখে বলতেন, কপোল রক্তাক্ত। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আমার পাপ মোচন হয় নি। তখন ঘোষণা আসল - দাউদ! তুমি কি পিপাসু? পান করাবো। তুমি কি ক্ষুধার্ত? আহার করাবো। তুমি কি বস্ত্রহীন? কাপড় পরাবো। একথা শোনে দাউদ আলাইহিস-সালাম খুব বেশী আহাজারি করলেন। আর তখনই তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

৩৫১. সাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম সাতটি বিছানা বালু দিয়ে ভরে রাখলেন। এরপর খুব কাঁদলেন। চোখের পানি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল।

৩৫২. উমর ইবনে যার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ দাউদ আলাইহস সালামের তাওবা কবুল করলেন। তখন তিনি একদিন নির্ধারণ করলেন প্রয়োজন সমাধান করার জন্য, একদিন স্ত্রিদের জন্য, একদিন কাঁদার জন্য। আরামের বিছানাটি বালু দিয়ে ভরে দিলেন। হাতের মধ্যে পাপের কথা লিখে রাখলেন। তাতে চোখ পড়লে বেশ কাঁদতেন।

৩৫৩. আবু সাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম পরনের কাপড় খুলে খুযি পরলেন। শরীরের মধ্যখানে একটি বেল্ট বাধলেন। ভৃত্য শামউনকে বললেন যেভাবে দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে তাড়িয়ে নেওয়া হয় আমাকেও তাড়িয়ে নাও। সে তাকে তাড়িয়ে নেয় মিহরাবের দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি সিজদায় পড়ে যান।

৩৫৩. আবুল আকিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করতেন, গুণগান গাই সেই সত্তার যিনি আলোর সৃষ্টিকর্তা। প্রভু! পাপের কথা স্মরণ হলে গোটা দুনিয়া আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে উঠে। তবে যখন তোমার করুণার প্রতি দৃষ্টি দিই, মনে হলো প্রাণ ফিরে পেলাম।

গুণগান গাই সেই সত্তার যিনি আলোর সৃষ্টিকর্তা। প্রভু! তোমার কাছে তোমার চিকিৎসক বান্দাদেরকে চাই, যারা আমার পাপের চিকৎসা করে দিবে।

৩৫৫. সাফওয়ান ইবনে মিহরায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করতেন, আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার আগেই আমি এ থেকে পরিত্রাণ কামনা করি। সাফওয়ান যখনই এই ঘটনা স্মরণ করতেন কেদে উঠতেন।

৩৫৬. সাবিত বুনানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন কৃত পাপ স্মরণ করতেন আল্লাহর ভয় বেড়ে যেত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেপে উঠত। তা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আবার যখন পাপাচারীদের উপর আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করতেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে ফিরে যেত।

৩৫৮. আবু আতাফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম পান করার জন্য পাত্র হাতে নিতেন। তখন চোখের পানিতে পাত্র ভরে যেত।

৩৫৯. মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম পান করার জন্য পাত্র হাতে নিতেন। তখন এর তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পানের আগেই পাপের কথা স্মরণ করতেন। কাঁদার প্রাবল্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অশ্রুজলে পাত্র ভরে যেত।

৩৬১. ইসমাঈল ইবনে উবাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালামকে যখন অধিক ক্রন্দনের কারণে তিরস্কার করা হত বলতেন, আহাজারির দিন আসার আগে, হাড় মাংস এবং চুল দাড়ি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার আগে আর যে সব ফিরিশতা কঠোর ও আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না তাদের পাকড়াওর আগে আমাকে কাঁদতে দাও।

৩৬২. ওলিদ ইবনে মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম পাপের কথা স্মরণ করলে, বেশ সংকীর্ণতাবোধ করতেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী ঘর থেকে বের হয়ে কেবল ঘুরতেন। বনি ইসরাঈলের আবিদদের কাছে চলে যেতেন। তাদেরকে বলতেন, প্রতিটি পাপী যেন পাপের জন্য কাঁদতে থাকে। এসময় তারা তাকে অনুসরণ করতেন এবং সবাই একত্রে আহাযারি শুরু করতেন।

৩৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম শেষ রাতে সিজদায় পড়ে কেবল কাঁদতেন। তখন জলে স্থলের প্রতিটি প্রাণী নিরব হয়ে যেত। তারা ক্রন্দন ধ্বনি শুনত। এরপর নিজেরাও কাঁদত।

৩৬৪. ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন ভুল করে ফেললেন তাঁর পাশের সব প্রাণী পালিয়ে যায়। তিনি প্রার্থনা করলেন, প্রভু! প্রাণীগুলো ফিরিয়ে দাও। আমি তাদের ঘনিষ্ঠতা চাই। আল্লাহ এগুলো ফিরিয়ে দিলেন। তারা তাকে ঘিরে থাকল। তার দিকে কান পাতল। তখন তিনি জোরে জোরে যাবুর পড়তে লাগলেন। আহাযারি শুরু করলেন। পশুরা বলল দাউদ! আপনার মধুর কণ্ঠে পাপ মোচন হয়ে গেছে।

৩৬৫. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পাহাড়ের উপর নির্দেশ আসল, দাউদ যখন যাবুর পড়েন তোমরা তাঁর সাথে কণ্ঠ মিলাও। পাখিরা তোমাদেরকে সাহায্য করবে। তাই যখন দাউদ ক্রন্দন করতেন পাহাড় পর্বত তাতে সাড়া দিত। উপর দিয়ে উড়ন্ত পাখিরা দাড়িয়ে যেত।

৩৬৬. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন পড়তেন তাঁর চার পাশে পাখিরা উপচে পড়ত,

বহমান পানি থেমে যেত তার সুমধুর ধ্বনি শুনে। চোখের পানিতে ঘাস গজিয়ে উঠত।

৩৬৭. আওযায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন উচ্চ ধ্বনি দিয়ে পড়তেন, পশু পাখি তার মিহরাবের পাশে থেমে যেত।

৩৬৮. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন যাবুর পড়তেন, তখন কেবল কাচ ভাঙ্গার মত শব্দ শুনা যেত।

৩৬৯. যায়দ ইবনে আসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন যাবুর পড়তেন পাখিরা তাঁর পাশে জমে যেত। মাটি সিক্ত হয়ে যেত চোখের পানিতে। পান পাত্র যখন হাতে নিতেন পানি ও অশ্রুজল একত্র হয়ে যেত।

৩৭০. হযরত মুযার হমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন পড়তেন পশু পখি তাঁর মিহরাবে ভিড় করতো। সুন্দর ধ্বনি শুনে তারা যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

৩৭১. হযরত কাস্‌ম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্‌সালাম যখন তিলাওয়াত করতেন, পাখিরা তাদের নীড় ছেড়ে চলে আসতো। জঙ্গলের প্রাণীরা স্বস্থান ছেড়ে তাঁর নিকট এসে ঘিরে বসতো। তাঁর মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াতের প্রভাবে তারা যেন ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

৩৭২. শাহর ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালামকে 'নাওয়াহ' [অতি ক্রন্দনকারী] বলা হতো।

৩৭৩. মুহাম্মদ ইবনে খাওয়াত বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন দীর্ঘ দিন কাঁদলেন তাকে বলা হলো ঐ স্ত্রীর [আগের] স্বামীর কবরে যাও। তুমি যে কাজ করেছ এ জন্য তার কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ তখন কবরবাসী লোকটিকে কথা বলার শক্তি দিলেন। দাউদ আওয়ায দিলেন আওরিয়া! আমি দাউদ। আমার কাছে তোমার একটি প্রাপ্য আছে। লোকটি জবাব দিলেন আমি তো আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তিনি চলে আসলেন। তার মন প্রশান্ত হলো। কিছুদিন পর আবার বলা হলো সেখানে যাও, তোমার কর্মের বর্ণনা দাও। তিনি গেলেন এবং অনুরুপ কথা বললেন। কবর থেকে ধ্বনি আসল দাউদ! নবীগণ তো অনুরুপ করেনই।

৩৭৪. ইমরান জুনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন, প্রভু! তোমার শত্রু শয়তান আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। সে বলছে তুমি যখন ভুল করেছিলে তখন তোমার প্রভু কোথায় ছিলেন?

৩৭৬. মালিক ইবনে দিনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন একটি উচু মিম্বর তৈরী করে জান্নাতে রাখা হবে। এরপর ঘোষণা হবে, দাউদ! দুনিয়াতে যেভাবে মধুর কণ্ঠে আমার গুণগান বর্ণনা করতে এভাবে গুণগান গেয়ে যাও। জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসি তখন দাউদ আলাইহিস সালামের কণ্ঠ শুনবেন। এটাই হলো আল্লাহর এই কথার মর্ম।

[আয়াতের অর্থ: আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল। (৩৮:২৫)]

৩৭৭. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদ আলাইহিস সালাম নারীদের কাছ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেন। সব সময় কেবল উপাসনা করতে থাকেন।

৩৭৮. সুলাইমান তাইমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদ আলাইহিস সালাম আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন নি।

৩৭৯. আবু আমর আওযাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন কাঁদতেন পশু পাখি তাঁর কাছে ভিড় করতো। ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তারা যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

৩৮০. দাউদ আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করতেন, প্রভু! পাপাচারদের ক্ষমা কর। তাদের সাথে দাউদকেও ক্ষমা করো। গুণগান গাই তারই যিনি সৃষ্টি করেছেন আলো। প্রভু! ভুল করে ফেলেছি। ভয় করি, যদি ক্ষমা না করো, কিয়ামতের দিন আমি শাস্তি পেয়ে যাব। গুণগান গাই তারই যিনি সৃষ্টি করেছেন আলো। প্রভু! চিকিৎসকদের কাছে ঘুরে বেরিয়েছি, তাদের কাছে পাপের চিকিৎসার আবেদন করেছি। তারা সবাই আমাকে তোমার পথ দেখিয়েছেন।

৩৮১. মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদ আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন সিজদায় পড়ে থাকেন। চোখের পানিতে ঘাস গজিয়ে উঠে। মাথা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তখন প্রার্থনা করেন, প্রভু! কপাল রক্তাক্ত। চোখের পানি শেষ। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি কি ক্ষুধার্ত - তোমাকে খাওয়াবো, নিপীড়িত- তোমাকে সাহায্য করবো। একথা শোনে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। এই করুণ চিৎকারে লতাপাতা জ্বলে গেল। এ সময়ই তার তাওবা কবুল হয়।

তিনি হাতের মধ্যে পাপটি লিখে রাখেন। পান পাত্র হাতে নিয়ে কেবল একটু পানি পান করতে পারতেন, ক্রন্দনের প্রাবল্যে। পাত্র ভরে যেত অশ্রুজলে। বলা হয়ে থাকে, দাউদের চোখের পানি সমগ্র সৃষ্টির চোখের পানির সমান হবে। আর আদমের চোখের পানি দাউদ ও সমগ্র সৃষ্টির চোখের পানির সমান হবে।

৩৮২. ইবনে সাবিত বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদ খুব কাঁদেন। তার চোখের পানি সমগ্র সৃষ্টির চোখের পানির সমান হবে। আর জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর আদমও খুব কেঁদেছিলেন। তার চোখের পানি দাউদ ও সমগ্র সৃষ্টির চোখের পানির সমান হবে।

৩৮৩. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদ প্রার্থনা করেন, প্রভু! ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ্ বললেন তোমাকে ক্ষমা করলাম। এর বোঝা চেপে দিলাম বনি ইস্রাইলের উপর। তিনি বললেন, প্রভু! এটা কেমন কথা? তুমি তো সু বিচারক। কারো উপর অন্যায় করো না। পাপ করেছি আমি। আর এর শাস্তি ভোগ করবে অন্যজন। আল্লাহ বললেন তুমি যখন পাপ করেছিলে তারা দ্রুত এটা ঘৃণা করে নি।

৩৮৪. কাব বলেন, দাউদ নিঃস্ব দরিদ্র লোকদের কাছে বসে থাকতেন। খুব কাঁদতেন। প্রার্থনা করতেন, প্রভু! নিঃস্ব ও পাপাচারদের ক্ষমা করো। আর তাদের সাথে দাউদকে ক্ষমা করে দাও। উল্লেখ্য এর আগে তিনি পাপীদের জন্য বদ দোআ করতেন।

৩৮৫. কাব বলেন, দাউদ বলতেন প্রভু! পাপ ভুলতে পারি না, এজন্য যে আমি এটা স্মরণ করে চিন্তিত হই। কাঁদি। তোমার কাছে ক্ষমা মাঙ্গি।

৩৮৬. উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন, দাউদ জোরে কাঁদতেন। উদ্দেশ্য, ক্রন্দন শুনে যেন আরো ক্রন্দন করতে পারেন।

৪৮৭. ওহাব বলেন, পাপ হয়ে যাওয়ার পর দাউদ জংগলে বেড়িয়ে যান। পশুদল তাঁর পাশে জমে যায়। তিনি কাঁদেন। পশুরাও কাঁদে। দীর্ঘ সময় পর সিজদায় পড়ে যান। অশ্রুতে ঘাস-লতা গজে উঠলো। আল্লাহ বললেন, দাউদ! তুমি কি ক্ষুধার্ত? তোমাকে আহার করাবো। পিপাসু? পান করাবো। বস্ত্রহীন? কাপড় পরাবো। একথা শোনে দাউদ আলাইহিস-সালাম

বলেন, পাপ আমাকে চেপে ধরেছে। এরপর সিজদায় কাঁদতে থাকেন। তখনই থাকে করুণা করা হয়।

৩৮৮. ওহাব বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন কাঁদতেন পশুদল তাঁর কাছে ভিড় করতো। পাখিরা থেমে যেত। তিনি বলতেন, 'প্রভু! পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কপাল রক্তাক্ত। চোখের পানি একদম শেষ। কিন্তু পাপ মোচন হয় নি'। এবলে কাঁদতে থাকেন। তখনই থাকে করুণা করা হয়।

৩৮৯. বাকর ইবনে আবদ্ধুল্লাহ মুযানি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম পাপের কারণে ৪০ দিন সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে ঘাস-লতা গজে উঠে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি পিপাসু, পান করাবো? ক্ষুধার্ত - তোমাকে খাওয়াবো। বস্ত্রহীন, কাপড় পরাবো? একথা শোনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তখনই তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

৩৯০. আব্দুল আযিয ইবনে ওমর বলেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পর দাউদের সুন্দর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে উঠে। তিনি বলতেন সত্যবাদীদের স্বচ্ছ কণ্ঠের সামনে আমার ধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩৯১. পাপ ঘটে যাওয়ার পর বনি ইস্রাইলের কাছে গিয়ে কাদতে থাকেন। তারাও তার সাথে কাঁদেন। এরপর চলে যেতেন জংগলে। পশুদল তার কাছে আসত। তিনি কাঁদেন, তারাও কাঁদে। পাখিরা কাছে থেমে যেত। তার কাঁদা দেখে তারাও কাঁদে। এরপর আরো সংকীর্ণতা বোধ করতেন। পাহাড়ে ঘুরতেন। চিৎকার দিয়ে বলেন, প্রভু! পাপের কারণে! তোমাকে ভয় করছি। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত করতে থাকেন। এরপর চলে যেতেন পরিবারের কাছে। ইবাদতের কামড়ায় প্রবেশ করতেন। কেবল নামায পড়তেন। সেজদায় পড়ে কাঁদেন। ছোট ছেলে এসে বলতেন বাবা! রাত গভীর। রোযাদারগণ ইফতার করে ফেলেছেন। তিনি জবাব দেন, বাবারে তোমার পিতা তো এ সব লোকদের মত নয়। তোমার বাবা তো বড় একটি অন্যায় করে ফেলেছেন। এখন তিনি, তুমি ও তোমার রাত থেকে তিনি একদম উদাসিন। তখন ছেলে ক্রন্দন করে মায়ের কাছে চলে যেতেন। স্ত্রী এসে

বলতেন, আল্লাহর নবী! রাত হয়ে গেছে। রোযাদারদের ইফতারের সময় আসন্ন। আপনার খাবার কি নিয়ে আসব? দরজার পাশ থেকে জবাব দিলেন, পাপ করার পর খাবার খেয়ে দাউদ আর কী করবে? এভাবেই চলতে থাকে তার অবস্থা। তখনই তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

৩৯২. ইয়াযিদ রুকাশি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম যখন কাঁদতেন আশে পাশের পাখিদেরও করুণা হত। দীর্ঘ ক্রন্দনে তারাও তাঁর সাথে আহাজারি করত। তিনি কাঁদতেন আর ঘুরতেন। 'প্রভু! আমি তো পাপ করে ফেলেছি' এ কথা বলেন আর কাঁদেন।

৩৯৩. মালিক ইবনে দিনার বলেন, দাউদ যখন রাতে পাপের কথা স্মরণ করতেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। তখন বলতেন, 'আকাশের অধিপতি! তোমার দিকে মাথা উঠালাম। ভৃত্যরা তো তাদের মালিকের দিকে চেয়ে থাকে।' এভাবে সকাল পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন।

৩৯৪. হাসান বলেন, ক্ষমা লাভ করার পর দাউদের রোদন আরো বেড়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- আল্লাহর নবী! আপনি কী মাফি পান নি? জবাব দেন আল্লাহর কাছে লজ্জা লাগছে, আমি কি করতে পারি?

৩৯৫. মালিক ইবনে দিনার বলেন, দাউদ বলতেন লোকজন! নারী হলো তিক্ত গাছ। এ গাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ নীচের দিকে রাখবে। পাপী দাউদ যে রকম পাপ করেছে তা থেকে বেচে থাকতে তোমরা আখেরাতের কথা স্মরণ রাখবে। পবিত্রতা বর্ণনা করি আলো সৃষ্টিকারীর। প্রভু! পানি দিয়ে উভয় চোখে, সেজদার মাধ্যমে আমার কপালে আর রুকর মাধ্যমে হাটুতে শক্তি দাও। উদ্দেশ্য, যেনো তোমার সন্তুষ্টি লাভ করি। পবিত্রতা বর্ণনা করি আলো সৃষ্টিকারীর।

৩৯৬. হায়ছাম ইবনে জিমার বলেন, দাউদের আঁশ ভর্তি সাতটি বিছানা ছিল। প্রতিদিন তাতে বসতেন। তাঁর চারপাশে তিনশ ক্রন্দনকারী সমবেত থাকতেন। চোখের পানি মাটি দিয়ে গড়িয়ে যেত।

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম কাঁদলেন যেভাবে

৩৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া এত বেশী কাঁদতেন যে সামনের দাঁত বেরিয়ে আসত। তার মা বলতেন বাবা! তুমি যদি অনুমতি দাও তবে দাঁতগুলো আমি পশম দিয়ে ঢেকে দেব। কারো দৃষ্টিতে তা পড়বে না। তিনি জবাব দিলেন, মা আপনি করতে পারেন। তখন মা তা তার গালে পশম পেচিয়ে দিলেন। চোখের পানিতে যখন তা ভিজে যেত মা কাছে এসে পশম নিংড়িয়ে দিতেন। তখন পানি গাল বয়ে গড়িয়ে যেত।

৩৯৮. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার উভয় গালে দুটি দাগ ছিল। বাবা যাকারিয়া তাকে বললেন, আমি এমন সন্তান আল্লাহর কাছে চাইলাম যার দ্বারা আমার চোখ শীতল হয়ে যায়। ইয়াহইয়া জবাব দিলেন, বাবা! জিব্রাঈল আমাকে সংবাদ দিলেন, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে একটি ময়দান আছে, একমাত্র ক্রন্দনকারী ছাড়া তা কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না।

৩৯৯. মা'মার বলেন, শিশুরা যাকারিয়াকে বলল, এসো খেলতে যাই। তিনি জবাব দিলেন, আমরা কি খেলা ধুলার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। তখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম। [মরিয়ম:১২]

৪০০. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া একরাত তৃপ্তি করে যবের রুটি খেলেন। তখন রাতের অযিফা আদায় না করে ঘুমিয়ে যান। আল্লাহ তার কাছে ওহী পাঠালেন, ইয়াহইয়া! আমার ঘর থেকে কি তোমার ঘর উত্তম? আমার প্রতিবেশ থেকে তি তোমার প্রতিবেশ উত্তম? আমার ইযযতের শপথ! ইয়াহইয়া! যদি জান্নাতুল ফেরদাউসের দিকে একটিবার তাকাতে, তোমার প্রাণ উদগ্রীব হয়ে যেত। যদি একটিবার দোযখের দিকে তাকাতে, তোমার

চোখ থেকে পানি শেষ হয়ে পুজ বের হত। নরম কাপড় ফেলে লুহার কাপড় পরিধান করতে।

৪০১. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ঘাস খেতেন। আল্লাহর ভয়ে এত বেশী কাঁদতেন যদি চোখে কোন গ্লাস রাখা হয় তবে তা ভেংগে যাবে। চোখের পানিতে মুখে নালা বয়ে গিয়েছিল।

৪০২. জাফর বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার কাছে শয়তান আসল। ইয়াহইয়া বললেন ইবলিস! তোর গলায় এসব কি লটকে আছে? জবাব দেয়, এগুলো হলো প্রবৃত্তি। প্রতিদিন আমি তাতে পতিত হই। ইয়াহইয়া বললেন, আমিও কি তাতে পতিত হই? জবাব দেয়, যখন আপনি পেট ভরে খান তখন নামায ও যিকর আদায়ে ভারি অনুভুব হয়। ইয়াহইয়া বলেন, আল্লাহর শপথ! আর কভুও পেট ভরে খাব না । তা শুনে ইবলিসও প্রতিজ্ঞা কওে, আমিও কভু কোন মুসলমানের মঙ্গল কামনা করব না।

৪০৩. ইয়াহইয়া মানুষের রান্না করা খাবার খেতেন না। আশংকা করতেন তাতে যদি কোন যুলমের অংশিদারিত্ব থাকে। শাক শব্জি খেতেন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে আল্লাহ্ মওতের ফিরিশতাকে তাঁর কাছে এ বলে পাঠালেন অমুক দেহের ঐ আত্মাকে কবয কর। ঐ শরীরটি কোন পাপ করে নি, এমন কি পাপের ইচ্ছাও করে নি।

ফিরিশতাদের রোদন

৪০৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিব্রাঈল আলাইহিস-সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, মিকাঈলকে কখনো হাসতে দেখি নি কেনো? জবাব দিলেন, জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে মিকাঈল আর হাসেন নি।

৪০৫. হযরত ইব্রাহীম ইবনে মুখাল্লাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল আলাইহিস-সালামকে বললেন, আপনি যখনই আমার কাছে আসেন, চোখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পাই? উত্তর দিলেন, জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে আমি হাসি নি।

৪০৬. হযরত বকর আবিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবনে আবি লায়লার একজন সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফিরিশতারা কি হাসেন? জবাব দিলেন জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে তারা আর হাসেন নি।

৪০৭. হযরত জিয়াদ ইবনে আবি হাবিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আরশ বহনকারী একজন ফিরিশতার উভয় চোখ দিয়ে অধিক ক্রন্দনের কারণে পানির নালা বয়েছিল। তিনি মাথা তুলে বললেন, প্রভু! পবিত্রতা ও গুণগান তোমারই। তোমার প্রাপ্য অনুযায়ী তোমাকে তো ভয় করা হয় নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, যারা আমার নামে মিথ্যা শপথ করে তারা তো এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না।

৪০৮. হযরত আবু ফুজালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু ফিরিশতা আছেন, যারা জাহান্নাম সৃষ্টির পর আর কোনদিন হাসেন নি। ভয় হয়, যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন।

৪০৯. হযরত জাফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন [মিরাজের রাতে] চতুর্থ আসমানে নেওয়া হলো, তিনি একটি ধ্বনি শোনতে পেলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস-সালামকে প্রশ্ন করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? উত্তর দিলেন, আপনার গুনাহগার উম্মতদের জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছে- এটা সেই আওয়াজ।

৪১০. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মিরাজের রাত আমি জিব্রাঈল আলাইহিস-সালামকে দেখেছি, একখণ্ড পুরাতন কাপড়ের মতো যা আকাশ থেকে পতিত হয়। তার এ অবস্থা পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ ছিলো আল্লাহর প্রতি ভীষণ ভয়।

৪১১. হযরত ইয়াজিদ রুকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু ফিরিশতা তার পবিত্র আরশের চতুর্দিকে আছেন যাদের চোখ দিয়ে নালার মতো পানি ভাসছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলেন, আমার ফিরিশতারা! তোমরা আমার নিকটে থেকে এতো ক্রন্দন করছো কেন? কিসের ভয় করছো? তারা জবাব দেন, প্রভু! আপনার ইযজত ও আজমতের শপথ! আমরা যা জানতে পেরেছি, তা যদি পৃথিবীবাসী জানতো তাহলে, পানাহার করতো না ও বিছানায় আরাম করতো না। গরু-গাভির মতো চিৎকার করে ময়দানে বেরিয়ে পড়তো!

আরো কয়েকজনের অত্যাশ্চার্য ক্রন্দন

৪১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নামাযে কাঁদতেন। তিন সারি পেছন থেকেও ক্রন্দনের আওয়াজ শোনা যেতো।

৪১৩. হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি সূরা ইউসুফ পাঠকালে ইউসুফ আলাইহিস-সালামের আলোচনা আসলেই কেঁদে উঠতেন। অনেক সারির পেছন থেকেও কাঁদার শব্দ শোনা যেতো।

৪১৪. হযরত আবু মা'মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করে সিজদায় গেলেন। মাথা উঠিয়ে বললেন, সিজদা তো হলো- কিন্তু ক্রন্দন আসলো না!

৪১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তার সামনে কিছু মাল রাখা ছিলো। তখন বেশ আওয়াজ দিয়ে কাঁদলেন। শরীরের হাড্ডি ও পাঁজরে কম্পন শুরু হলো। এরপর বলেন, আমি তা থেকে মুক্তি চাই!

৪১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আমাকে ডাকলেন। তার কাছে যাই। সামনে ছিলো একখণ্ড কাপড়। তাতে ছড়িয়ে রাখা সোনা-গয়না। আমাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও। লোকদের মাঝে বণ্টন কর। আল্লাহই বেশী অবগত, তিনি তার নবী ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে এগুলো দূরে রেখেছিলেন। জানি না,

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিকট আসা এসব জিনিস কল্যাণকর না অকল্যাণকর! এরপর বেশ জোরে কাঁদলেন।

৪১৭. হযরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু শাম দেশে আসলেন। তার জন্য এমন খাবার পাকানো হয় যা ইতোপূর্বে দেখা যায় নি। তিনি বললেন, এগুলো গরীব-নিঃস্ব মুসলিমদের মধ্যে বিলিয়ে দাও!

৪১৮. হযরত আউন ইবনে আবি হুজায়ফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদল মানুষ উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাছে এসে অভাব-অনটনের অভিযোগ করলেন। তিনি কেঁদে উঠলেন। দুনু হাত উঠিয়ে বললেন, আল্লাহ! আমার হাতে তাদেরকে ধ্বংস করুন না। এরপর তাদের জন্য খাবার প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

৪১৯. হযরত জিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজের সাথে এক রাতে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, জিয়াদ গল্প বলো। বললাম, আমি তো গল্পকার নই! আবার বললেন, তাহলে কথা বলো! জবাব দিই, জিয়াদের আবার কথা বলার কী আছে? সে যদি জাহান্নামে যায়, কোন জান্নাতী তার উপকার করবে না। আর যদি জান্নাতে যায়, কোন জাহান্নামী ক্ষতি করতেও পারবে না। উমর বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্য বলেছো! কথাগুলো বলার সময় তিনি চুলার পাশে ছিলেন। তার চোখের পানিতে চুলার অঙ্গার নিভে যায়।

৪২০. হযরত জিছ্র ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আজিজের পাশে বসে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি তখন কাঁদতে থাকেন। এমনকি দেখতে পেলাম তাঁর অশ্রুর মধ্যে রক্তও আছে। আওযায়ী ঘটনাটি শোনে মন্তব্য করলেন, তাহলে তো উমর ইবনে আবদুল আজিজ দাউদ আলাইহিস-সালামের মতো হয়ে গিয়েছিলেন!

৪২১. হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ সূরা তাকাসূর তিলাওয়াত করলেন। খুব বেশী কাঁদলেন। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি কবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে হয় জান্নাতে যাবে, না হয় জাহান্নামে যাবে।

৪২২. হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন এই আয়াতটিতে আসলেন وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ তখন তা বার বার পাঠ করতে লাগলেন। আর যেনো সামনে এগুতে পারছিলেন না।

[আয়াতের অর্থ: এবং তাদেরকে থামাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (৩৭:২৮)]।

৪২৩. হযরত আবু ইমরান জাওনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার মা আমাকে বললেন, তুমি কি এ জায়গায় কালো চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছ? এটা তোমার বাবার চোখের পানির চিহ্ন। তাকে বলতাম, আর কতো কাঁদবেন? তিনি জবাব দিতেন, প্রশ্ন করো না। জানি না আমার খাতিমা কিসের উপর হবে?

৪২৪. হযরত আমবাসা খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিয়া প্রতি রাত 'هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ' সূরাটি তিলাওয়াত করতেন আর কাঁদতেন।